পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 2 Tuesday, 2 December, 2025 ✻ ৩১ বর্ষ, ২ সংখ্যা ✻ ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, মঙ্গলবার, ২ ডিসেম্বর ২০২৫ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

‘ড্রামা নয়, ডেলিভারি চাই’

সংবদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বরঃ আজ সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের আগে বিরোধীদের তুলোধোনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রথামাফিক অধিবেশন শুরুর আগে সংসদের বাইরে যে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী, তার আগাগোড়া বিরোধীদের নিশানা করেন। বিরোধীদের খোঁচা দিয়ে মোদি বলেন যে সংসদে ‘ড্রামা না করে ডেলিভারির’ উপরে জোর দিতে হবে। সেইসঙ্গে বিরোধীদের নিজেদের রণনীতি পালটানোরও পরামর্শ দেন। বলেন যে প্রয়োজনে তিনি নিজেই গিয়ে টিপস দিতে

পারেন। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ‘‘ড্রামা করার জন্য অনেক জায়গা আছে। যাঁরা (ড্রামা) করতে চান, করে যান। এখানে ড্রামা নয়, ডেলিভারি হওয়া উচিত। যত স্লোগান দিতে চান, (দিন)। স্লোগানের জন্য পুরো দেশ ফাঁকা পড়ে আছে। যেখানে হেরে এসেছেন, সেখানে বলেছেন। যেখানে হারতে যাবেন, সেখানেও বলে দেবেন। কিন্তু এখানে স্লোগানে নয়, নীতির উপরে জোর দেওয়া উচিত।’’ প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘বিরোধীরাও নিজেদের দায়িত্ব পালন করুক। আলোচনার সময় জোরালো বিষয় তুলে ধরুক। পরাজয়ের নিরাশা থেকে বেরিয়ে আসুক। এটা দুর্ভাগ্যের বিষয় যে একটা-দুটো এমন দল আছে, যেগুলি হারটাও হজম করতে পারে না। আমি ভাবছিলাম যে বিহারের ফলপ্রকাশের পরে এতটা সময় কেটে গিয়েছে, তো এখন কিছুটা সামলে নিয়েছে নিজেদের। কিন্তু কাল যে ডায়লগবাজি শুনলাম আমি, তাতে মনে হচ্ছে যে হারের কারণে ওরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।’’ সেই রেশ ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণভাবে, দায়িত্বের সঙ্গে জনপ্রতিনিধি হিসেবে দেশের জনগণ যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তা পরিচালনা করুন এবং সামনের দিকে চিন্তা করুন। আপনার যা আছে, তা কীভাবে আরও ভালো করা যায়। যদি খারাপ হয়, তাহলে আমরা কীভাবে সঠিক মন্তব্য করতে পারি, যাতে দেশের নাগরিকদের জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।’’

পাল্টাচ্ছে সিইও অফিসের ঠিকানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ডিসেম্বরঃ রাজ্যের সিইও অফিসের ঠিকানা পাল্টাচ্ছেই। অর্থ দফতর ছা।পত্র না দিলেও এই সিদ্ধান্ত চলতি মাসেই কার্যকর করা হবে বলে সূত্রের খবর। বিষয়টির বন্দোবস্ত করছে খোদ জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কলকাতায় শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার স্ট্র্যান্ড রোডে যে অফিস রয়েছে তার দুটি ফ্লোর নেওয়া হচ্ছে বলে সূত্র মারফৎ জানা গেছে। আগেই সিইও মনোজ আগরওয়ালের দফতর থেকে নবান্নে এই সংক্রান্ত একটি চিঠি পাঠানো হয়েছিল। কমিশনের চিঠির জবাব এখনও নবান্ন দেয়নি। এ ব্যাপারে সদর্থক কোনও জবাব পাওয়া যাবে না বলেই মনে করছে সিইও অফিস। ফলে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দফতরের ঠিকানা বদলানোর এই খবরে আবার কমিশন-নবান্ন সংঘাতের আবহ তৈরি হল। মধ্য কলকাতায় সিইও-র যে দফতর রয়েছে তা আয়তনে ছোট। আরও বড় অফিস দরকার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের। এমন কারণেই ওই অফিসের ঠিকানা বদলাতে চাইছে কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবং সিইও দফতরের মধ্যে ভার্চুয়াল বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে ফের এই প্রসঙ্গ ওঠে বলে সূত্রের খবর। কলকাতায় শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার স্ট্র্যান্ড রোডে যে অফিস রয়েছে তার দুটি ফ্লোর নিতে উদ্যোগী কমিশন বলে আগেই জানা গেছিল। গত বুধবার ওই বিল্ডিংয়ের অফিস ফ্লোরও পরিদর্শন করে এসেছেন সিইও-র আধিকারিকরা। তবে অফিস ঠিক করে স্থানান্তর হবে, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্টত কোনও তথ্য মেলেনি। যদিও সূত্রের খবর, ডিসেম্বরের মধ্যেই এই কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা হচ্ছে।

‘পাঁচ প্রশ্নের সদুত্তর না দিতে পারলে কোর্টে যাব’

এবার কমিশনের দিকে বড় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ডিসেম্বরঃ এবার সরাসরি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দিলেন, আদালতে যাওয়ার হুমকিও। সম্প্রতি তাঁর তৈরি একটি ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল দিল্লিতে গিয়ে বৈঠক করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে। সেই বৈঠকে তৃণমূলের তরফে মোট পাঁচটি প্রশ্ন করা হয়। কিন্তু কোনওটারই কমিশন ‘সদুত্তর দেয়নি’ বলেই দাবি অভিষেকের। এদিন তৃণমূল সাংসদ বলেন, ‘‘আমরা যে পাঁচটা প্রশ্ন করেছিলাম, তার একটারও উত্তর দেননি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। সেদিন রাতে কিছু প্রশ্ন লিক হয়েছে। তবে আমি কমিশনকে চ্যালেঞ্জ করছি, আপনারা যদি পাঁচটা প্রশ্নের একটারও উত্তর দিতে পারেন, আমরাও যদি মনে করি, আপনি সদুত্তর দিতে পেরেছেন, তারপর আপনাকে আমরা কোর্টে নিয়ে যাব। আমি ভেবেচিন্তেই সব বলছি, হাওয়ায় কথা বলা আমার স্বভাব নয়। আপনি পাঁচটা প্রশ্নের একটার উত্তর দিন। কিন্তু পারবেন না।’’ সংগঠনের দুর্বলতা, তাই রাজনৈতিক পথে নয়, বিজেপি লড়াই চালাচ্ছে কমিশন, ইডির পথে। সোমবার ‘সেবাশ্রয় ২’-এর উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে এই অভিযোগটাই তুললেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলায় ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জনের সূচনা পর্ব থেকে গেরুয়া শিবিরের এক দাবি। বাদ যাবে ১ কোটি নাম। সে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী হোক কিংবা বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। প্রত্যেকের মুখেই এক কথা। কমপক্ষে ‘বাদ যাবে’ ১ কোটি নাম। অভিষেকের কথায়, ‘‘এরা এত পারদর্শী কীভাবে? হাইকোর্ট করবে, কী নির্দেশ দেবে তা আগে থেকে বলে দেয়। কমিশন কত নাম বাদ দেবে, সব আগে থেকে বলে দেয়। ইডি, সিবিআই, কমিশনের ভরসায় ভোট জিতবে ভেবেছে বিজেপি।’’ বলে রাখা প্রয়োজন, এই পূর্বাভাসের তালিকায় একটি নব্য সংযোজন ঘটিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু

অধিকারী। ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে ভোট শুরু হয়ে যাবে বলে দাবি তাঁর। ডায়মন্ড হারবার মডেল নিয়ে আত্মবিশ্বাসী অভিষেক। এদিন ‘সেবাশ্রয় ২’-এর মঞ্চ থেকে সেই বার্তাই দিলেন তিনি। পাশাপাশি, তুলে ধরলেন স্বাস্থ্যশিবিরের আগামীর রূপরেখা। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ বলেন, ‘‘মহেশতলার জন্য দু’টি স্বাস্থ্যশিবির করা হয়েছে। রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে মানুষজন এসেছেন। আমরা কাউকে ফেরায়নি। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে অন্যান্য বিধানসভাগুলিতে ৭ দিনের জন্য একটি করে স্বাস্থ্যশিবির করব।’’ ইতিমধ্যেই ১২ লক্ষ মানুষকে বিনামূল্যে পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে ‘সেবাশ্রয় ২’। সোমবার উদ্বোধনী মঞ্চ থেকেই সেই তথ্য তুলে ধরলেন অভিষেক। সঙ্গে জানালেন, প্রত্যেক রোগীর ওষুধপত্রেরও ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনেও তাঁদের আপডেট নেওয়া হবে বলেই জানিয়েছেন অভিষেক। সোমবার শীতকালীন অধিবেশন শুরুর দিনেই বিরোধীদের দিকে খোঁচা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘সংসদ ড্রামা করার জায়গা নয়।’ মোদির এই কথায় চটেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সরব হয়েছেন ‘সেবাশ্রয় ২’-এর উদ্বোধনী মঞ্চ থেকেই। অভিষেকের কথায়, ‘‘এসআইআর-এর জেরে বাংলায় ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আমরা এসআইআর-এর বিরোধী নই। কিন্তু এই অপরিকল্পিত উদ্যোগের বিরোধী। ছয় মাস ধরে এসআইআর করুন, আমাদের কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু বিএলওদের সঠিক ভাবে প্রশিক্ষণ দিন। আর আমরা এই সব নিয়ে আলোচনা চাইলে আমাদের দাবিকে ড্রামা বলা হয়।’’ শুধুই ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জনই নয়। বঞ্চনা ইস্যুতেও সরব হয়েছেন অভিষেক। তাঁর দাবি, ‘‘হাইকোর্ট একশো দিনের কাজ শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু মোদি সরকার সেই নির্দেশকেও এখনও মানেনি। কাজ শুরু হয়নি। রাজ্যের ২ লক্ষ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। এক টাকাও ফেরত দেয়নি কেন্দ্র।’’ এদিন সেবাশ্রয়ের মঞ্চ থেকে রাজ্যের থেকে পাওয়া করের খতিয়ানও তুলে ধরেন অভিষেক। তাঁর দাবি, গত সাত বছরে কেন্দ্র প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ করের দৌলতে বাংলা থেকে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার ১২৫ কোটি টাকা তুলে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু পরিবর্তে বকেয়া প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা দেয়নি।

এবার ৭২৯৩ জন ‘দাগিরই’ পুরো তালিকা প্রকাশ করতে বললেন বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ডিসেম্বরঃ নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হতেই ফের একবার কলকাতা হাইকোর্টে ওঠে মামলা। এই প্রক্রিয়াতেও কীভাবে অযোগ্য প্রার্থী বসলেন পরীক্ষা দিতে সেই নিয়ে মামলা হয় বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে। আজ ফের একবার দাগিদের দের লিস্ট প্রকাশ করতে নির্দেশ বিচারপতি সিনহার। এই প্রথম নয়, একাধিকবার এসএসসিকে অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করতে বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট থেকে কলকাতা হাইকোর্ট উভয়ই। এসএসসিও তালিকা প্রকাশ করে। পরবর্তীতে নতুন প্রক্রিয়ায় ‘দাগি’ চাকরিপ্রার্থীর বসার পর আরও একবার বিতর্ক বাধে। বিচারপতি অমৃতা সিনহা দাগিদের নাম-অভিভাবকের নাম-রোল নম্বর সমস্ত কিছু বিস্তারিতভাবে প্রকাশের নির্দেশ দেন। সেই মতো তালিকাও প্রকাশ করে এসএসসি। গত ২৭ নভেম্বর এসএসসি ১ হাজার ৮০৬ জন দাগি নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক যাঁরা চাকরি করছিলেন তাঁদের যাবতীয় তথ্য সমেত নাম প্রকাশ করেছিল। তবে এ দিন, ফের বিচারপতি তালিকা প্রকাশ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। কোর্ট বলে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে এসএসসি গ্রুপ সি-গ্রুপ ডি-র ৩,৫১২ জনের তালিকা প্রকাশ করেছে ঠিকই। তবে তারাই শীর্ষ আদালতকে জানিয়েছিল অযোগ্যদের সংখ্যা ৭,২৯৩। বুধবারের মধ্যে এই ৭ হাজার ২৯৩ জনের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করতে বলেছেন বিচারপতি। এসএসসিকে আউট অফ প্যানেল, র‍্যাঙ্ক জাম্প ও ওএমআর মিস ম্যাচদের বিস্তারিত তথ্য জানিয়ে মোট ৭২৯৩ জনের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। শুধু তাই নয়, এসএসসিকে নিয়োগ যাতে স্বচ্ছ হয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। এমনকী, প্যানেল প্রকাশের পর যাঁদের নিয়োগ করা হয়েছে তাঁদের তালিকাও আগামী শুনানিতে আদালতে জমা দিতে হবে। এখানে উল্লেখ্য, এই ৭ হাজার ২৯৩ জনের মধ্যে অযোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে অশিক্ষক কর্মীরা রয়েছেন। তাঁর মধ্যে এসএসসি ৩,৫১২ দাগি অশিক্ষক কর্মীদের তালিকা ও দাগি ১ হাজার ৮০৬ জন নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক-শিক্ষকদের বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ করেছে। এরা সকলেই চাকরি করছিলেন। কিন্তু বাকিরা দাগিদের তালিকায় থাকলেও তাঁরা চাকরি করছিলেন না। তবে এবার সকলেরই যাবতীয় তথ্য প্রকাশ করতে বলেছে কোর্ট।

১০ বছরে কত পরিমাণ কালো টাকা উদ্ধার? জানাল নির্মলার দফতর

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বরঃ ২০১৬ সাল, নভেম্বর মাস। সবে শীত পড়ছে। আচমকাই পাঁচশো ও হাজার টাকার নোট বাতিলের কথা ঘোষণা করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই সময় তিনি বলেছিলেন, জাল নোট ও কালো টাকা মুছে ফেলতে এই ‘মাস্টারস্ট্রোক’ মানুষের সমস্যা হবে। কিন্তু দেশের স্বার্থে সেই সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলাও করতে হবে। ২০২৬ সাল, নভেম্বর নয়, ডিসেম্বর মাস। সংসদে শুরু হল শীতকালীন অধিবেশন। সেখানেই এই কালো টাকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কলকাতা দক্ষিণের তৃণমূল সাংসদ মালা রায়। গত ১০ বছরে মোদি সরকার বিদেশ থেকে কত কালো টাকা ফিরিয়ে এনেছে, সেই প্রশ্নই তুলেছেন তিনি। পাশাপাশি, কত পরিমাণ কালো টাকা দেশের বাইরে চলে গিয়েছে, সেটাও জানতে চান সাংসদ। যার লিখিত আকারে জবাব দিয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী। তৃণমূল সাংসদকে তিনি জানিয়েছেন, ২০১৫ সালের জুলাই মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত মোট ২ হাজার ৪৭৬ কোটি টাকা কর ও জরিমানা সংগ্রহ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। অর্থ প্রতিমন্ত্রীর কথায়, ‘‘আয়করের ধারায় সরাসরি কালো টাকা বলে কিছু নেই। যেটা রয়েছে, তা হল বিদেশে থাকা অপ্রকাশিত সম্পত্তির খতিয়ান প্রকাশের আইন। সেই আইন অনুযায়ী, এই তিন মাসে মোট ৪ হাজার ১৬৪ কোটি টাকার অপ্রকাশিত বিদেশি সম্পত্তি উদ্ধার করেছে কেন্দ্র। যার মধ্যে থেকে ২ হাজার ৪৭৬ কোটি টাকার কর ও জরিমানা সংগ্রহ করেছে কেন্দ্র।’’ সাংসদের দাবি মেনে গত দশ বছরেরও খতিয়ান দিয়েছেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী। লিখিত জবাবে তিনি জানিয়েছেন, ‘‘এখনও পর্যন্ত ১ হাজার ৮৭টি অপ্রকাশিত বিদেশি সম্পত্তির হদিশ মিলেছে। যার ভিত্তিতে ৪০ হাজার ৫৬৪ কোটি টাকা কর ও জরিমানা দাবি করা হয়েছে। কিন্তু উদ্ধার হয়েছে ৩৩৯ কোটি টাকা।’’ প্রথম প্রশ্নের উত্তর মিললেও, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেয়নি কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী।

এসআইআর নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগেই মান্যতা দিল কমিশন?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ডিসেম্বরঃ ৯৯ শতাংশ এনুমারেশন ফর্ম জমা পড়ার পরও একের পর এক অভিযোগ উঠছে এসআইআর প্রক্রিয়াকে ঘিরে। একদিকে বিএলও-দের অভিযোগে সোমবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। আর অন্যদিকে, বিজেপি তথা বিরোধীদের দাবি, ভুয়ো নাম ঢোকাতে চাপ দেওয়া হচ্ছে ব্লক লেভেল অফিসারদের। এই আবহেই বিএলও অ্যাপে আনা হল বড় বদল। আজ, সোমবার থেকেই বদলে যাচ্ছে সেই অ্যাপ। এনুমারেশন ফর্ম সংগ্রহ করার পর বিএলও-রা অ্যাপের মাধ্যমে এন্ট্রি করে থাকেন। সেই অ্যাপে এবার এল ‘এডিট’ অপশন। বিএলও-রা একবার নাম এন্ট্রি করে ফেললে সেটি আর বদলানোর কোনও উপায় ছিল না এতদিন পর্যন্ত। এবার নির্বাচন কমিশন এমন ব্যবস্থা চালু করল যে ইআরও-রা ওই অ্যাপে এডিট করতে পারবে। অর্থাৎ বিএলও-দের কোনও ভুল হলে ইআরও-রা তা পরিবর্তন করতে পারবে। পর্যবেক্ষক আসার পর অ্যাপে এই আমুল পরিবর্তন করা হল বলে জানা যাচ্ছে। বিরোধীদের চাপেই এই কমিশনের এই সিদ্ধান্ত? প্রশ্ন উঠছে, কারণ বিরোধীরা অভিযোগ করেছেন, বিএলও-দের চাপ দিয়ে ভুয়ো নাম এন্ট্রি করানো হচ্ছে। সোমবার শুভেন্দু অধিকারীও সিইও দফতরে গিয়ে এই অভিযোগ জানিয়েছেন। তারপরই কমিশনের এই সিদ্ধান্ত। এ ক্ষেত্রে ইআরও-দের চেকিং করার একটা সুযোগ থাকবে। পাশাপাশি, একবার এন্ট্রি করার পর ভুল হলে বিএলও-রা এডিট করতে পারবেন। উল্লেখ্য, শুভেন্দু অধিকারী এদিন সংবাদমাধ্যমের সামনে অভিযোগ জানিয়েছেন, বিএলও-দের চাপ দিয়ে ওটিপি নিয়ে আইপ্যাকের লোকেরা অবৈধভাবে নাম ঢুকিয়ে দিচ্ছে। সোমবার শুভেন্দুর নেতৃত্বে বিজেপির প্রতিনিধিরা সিইও দফতরে হাজির হন। একাধিক দাবি জানিয়ে এদিন ডেপুটেশন দিয়েছেন তাঁরা।

এই দিন ফিরে আসুক বারেবার....

আরও একটা বছর অতিক্রান্ত। আস্তে আস্তে ৩০ বছর অতিক্রম করে ৩১ বছরে পা দিল ‘দুরন্ত বার্তা’ পত্রিকা। মানুষের আশীর্বাদকে পাথেয় করে এই দীর্ঘ বছর পার করা। দুরন্ত প্রকাশনীর ছাদের তলায় গড়ে ওঠা আরও দুটি পত্রিকা ‘সুচিকিৎসা’ (স্বাস্থ্য সম্পর্কিত) (২৮ বছরে পদার্পণ) পত্রিকা এবং ‘ইন্ডিয়ান ইনফো এক্সচেঞ্জ’ (দৈনিক ইংরেজি পত্রিকা) ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে সাফল্যের শিখড়ে। এই পত্রিকাত্রয়কে আরও দীর্ঘয়িত করতে প্রয়োজন আপনাদের শুভকামনা এবং সঙ্গ। এই দীর্ঘ পথচলায় সাংবাদিক, বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি এবং সকল কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম প্রতিষ্ঠান আরও দৃঢ় এবং মজবুত করতে ক্রমাগত সাহায্য করে চলেছে। আর অসংখ্য কৃতজ্ঞাতা স্বীকার করি তাঁদের প্রতি যারা আমাদের বিজ্ঞাপন দিয়ে এই সংস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে চলেছে।

ওয়াকফ নিবন্ধন নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল শীর্ষ আদালত

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বরঃ দেশের ওয়াকফ সম্পত্তির ডিজিটাল নিবন্ধনকে নিয়ে চলতে থাকা বিতর্কের মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট সোমবার একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছে। ওয়াকফ (সংশোধন) আইন, ২০২৫-এর অধীনে ওয়াকফ সম্পত্তিগুলোর ছয় মাসের নিবন্ধন ডেডলাইন যা ৬ ডিসেম্বর শেষ হবে বাড়ানোর জন্য দায়ের করা একাধিক আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করেছে। আদালত বলেছে, এমন অনুরোধের জন্য ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালের দরজায় যেতে হবে। এই রায়টি ওয়াকফ বোর্ডগুলোর জন্য একটা বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে, কারণ ডেডলাইনের মুখোমুখি হয়ে লক্ষ লক্ষ সম্পত্তির ডিজিটাইজেশন এখনও অসম্পূর্ণ। আইনের ধারা ৩বি-এর অধীনে, ৮ এপ্রিল ২০২৫ থেকে কার্যকর হওয়া এই সংশোধনী আইনটি সব ওয়াকফ সম্পত্তি এমনকি ‘ওয়াকফ বাই ইউজার’ ধরনের অফিসিয়াল ডিক্লারেশন ছাড়াই দীর্ঘদিন ধরে ধর্মীয় বা দাতব্য কাজে ব্যবহৃত সম্পত্তিগুলো-কে কেন্দ্রীয় ইউএমইইডি (ইউনিফাইড ওয়াকফ ম্যানেজমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এফিশিয়েন্সি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) পোর্টালে নিবন্ধন করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। এই পোর্টালটি ৬ জুন লঞ্চ করা হয়েছে, যা সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তির জিও-ট্যাগিং করে একটা ডিজিটাল ডাটাবেস তৈরি করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। সরকারের দাবি, এতে স্বচ্ছতা বাড়বে, দুর্নীতি কমবে এবং সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা আরও কার্যকর হবে। কিন্তু বাস্তবে, এই প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকে ওয়াকফ বোর্ডগুলো বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে- পোর্টালের টেকনিক্যাল গ্লিচ থেকে শুরু করে সম্পত্তির সার্ভে অসম্পূর্ণতা পর্যন্ত। সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ, যাতে ছিলেন জাস্টিস দীপঙ্কর দত্ত এবং জাস্টিস অগাস্টিন জর্জ

মাসিহ, আবেদনকারী আইনজীবীদের যুক্তি শুনে স্পষ্ট করে বলেছেন, যেহেতু আইনের অধীনে ওয়াকফ ট্রাইব্যুনালে প্রতিকারের ব্যবস্থা আছে, তাই আবেদনকারীরা ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে সেখানে আবেদন করতে পারেন। আদালত আরও যোগ করেছেন, যদি পোর্টালে টেকনিক্যাল সমস্যা হয়, যেমন টাইম ফ্রিজ হয়ে যায়, তাহলে আপনারা দায়ী নন। ট্রাইব্যুনাল যদি অনুমতি দেয়, তাহলে আপনাদের ছয় মাসের সময় গণনা করা হবে এবং আবেদন বিবেচনা করা হবে। এভাবে আদালত সাধারণভাবে ডেডলাইন বাড়ানোর পরিবর্তে কেস-বাই-কেস ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব ট্রাইব্যুনালের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। আবেদনকারীদের মধ্যে ছিলেন এআইএমআইএমের প্রধান এবং সংসদ সদস্য আসাদুদ্দিন ওয়াইসি, যিনি আগেই এই আইনকে চ্যালেঞ্জ করে থাকেন। তাঁর আইনজীবী সিনিয়র অ্যাডভোকেট অভিষেক মনু সিংভি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, পোর্টাল লঞ্চ হওয়া এবং রুলস ফ্রেম হওয়ার মধ্যে অনেক দেরি হয়েছে, যার ফলে অনেক সম্পত্তির ডিজিটাইজেশন সম্ভব হচ্ছে না। আরেকজন আইনজীবী নিজাম পাশা বলেছেন, রাজ্যগুলো ধারা ৪-এর অধীনে ওয়াকফ সম্পত্তির সার্ভে সম্পূর্ণ করেনি, তাই নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা জোর করে চাপানো যায় না। তবে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানিয়েছেন, নিবন্ধনের ধারণা ১৯২৯ সাল থেকেই আছে এবং আইনটি সংসদীয় সিদ্ধান্ত।

সিইও দফতরের বাইরে তখন বিএলও-দের বিক্ষোভ হাত উঁচিয়ে পাল্টা চোর চোর স্লোগান শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ডিসেম্বরঃ সকাল থেকেই সিইও দফতরের সামনে তুমুল উত্তেজনা! এক বেনজির দৃশ্য। ‘তৃণমূলপন্থী’ বিএলও-দের একাংশ স্মারকলিপি জমা দিতে যান সিইও দফতরে। আর সে সময়েই পূর্ব

নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী সিইও দফতরে যান বিজেপি বিধায়করা। চলতে থাকে স্লোগান, পাল্টা স্লোগান! প্রথম পর্বের পর দ্বিতীয় ফেজে আরও তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে সাক্ষাৎ-স্মারকলিপি পেশের পর দ্বিতীয় ফেজে আরও তপ্ত হয়ে পরিস্থিতি। রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতাকে ঘিরে স্লোগান দিতে থাকেন বিএলও-রা। পাল্টা বিএলও-দের উদ্দেশে হাত উঁচিয়ে চোর চোর স্লোগান দিতে থাকেন। এক বেনজির দৃশ্য ধরা পড়ে সিইও দফতরের সামনে। সোমবার সকাল থেকেই সিইও-দফতরের বাইরে পুলিশ মোতায়েন ছিল। বিএলও-রা স্মারকলিপি দেওয়ার জন্য জমায়েত করতে থাকেন। তাঁদের দাবি, মৃত বিএলও-দের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এসআইআর-এর সময়সীমা সাত দিন নয়, ২ মাস বাড়াতে হবে। আগে থেকেই তাঁরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন, সে সময়ে সিইও দফতরের সামনে আসতে থাকেন বিজেপি বিধায়করা। তাঁদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিএলওরা। পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তপ্ত হতে থাকে। পুলিশের ব্যারিকেড দেয়। ব্যারিকেড টপকে উঠে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিএলওরা। ওই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে দিয়েই ভিতরে প্রবেশ করেন বিজেপি বিধায়করা।

বাইরে তখনও বিক্ষোভ চলছে। ভিতরে ঘণ্টা দেড়েক ছিলেন বিজেপি বিধায়করা। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। সেখানে ফেসবুক লাইভও করেন। ২৬, ২৭ ও ২৮ নভেম্বরের এন্ট্রি নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, ওই তিনদিনের প্রত্যেকটা এন্ট্রি পর্যবেক্ষকদের দিয়ে অডিট করাতে হবে। আধুনিক ব্যবস্থা ব্যবহার করে করতে হবে অডিট। এরপর বাইরে যখন বেরিয়ে আসে, তখন আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। শুভেন্দুকে ঘিরে স্লোগান দিতে থাকেন বিএলও-রা। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে ওঠেন। গাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে হাত উঁচিয়ে পাল্টা ‘চোর চোর’ স্লোগান দিতে থাকেন শুভেন্দু। ভিড়-তপ্ত পরিস্থিতি তখন সামলাতে ব্যস্ত পুলিশ। এভাবে রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতাকে বিএলও-দের উদ্দেশে স্লোগান দেওয়া, রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, তা নজিরবিহীন। দিনভর সিইও-দফতর এক বেনজির ঘটনার সাক্ষী থাকল।

রাজ্যসভার চেয়ারম্যান রাধাকৃষ্ণনকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সি পি রাধাকৃষ্ণনকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিন রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান শীতকালীন অধিবেশন আজ থেকে শুরু হচ্ছে এবং এটি সভার সকল সদস্যের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত। আপনাকে স্বাগত জানানোর জন্য এটি একটি গর্বের মুহূর্ত। সভার পক্ষ থেকে আমি আপনাকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি, এই সভার সকল সদস্য, উচ্চকক্ষের মর্যাদা বজায় রাখার পাশাপাশি, আপনার মর্যাদারও সর্বদা যত্ন নেবেন। আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি, তাঁরা সততা বজায় রাখবেন। আমাদের চেয়ারম্যান একজন সাধারণ পরিবার থেকে এসেছেন, একজন কৃষক পরিবার থেকে এসেছেন এবং তিনি তাঁর সমগ্র জীবন সমাজসেবায় উৎসর্গ করেছেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্র এর একটি দিক, কিন্তু মূলধারা হল সমাজসেবা। তিনি সমাজের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। সমাজসেবায় আগ্রহী আমাদের সকলের জন্য তিনি একজন অনুপ্রেরণা এবং পথপ্রদর্শক।

রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবসে নাগাল্যান্ডের জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর, ঃ রাজ্য প্রতিষ্ঠা দিবসে নাগাল্যান্ডের জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই! সোমবার এক্স হ্যান্ডলেয়এই বার্তা দিলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।তিনি লিখেছেন, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং অসীম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ নাগাল্যান্ড স্থায়ী উন্নয়নে প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জন করে চলেছে। এর উপজাতি বৈচিত্র্য এবং অনন্য ঐতিহ্য গর্বের উৎস। আমি নাগাল্যান্ডের জনগণের উজ্জ্বল, সমৃদ্ধ এবং শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যত কামনা করি।

পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে বৈঠক সুব্রত গুপ্তর

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) স্বচ্ছতা ও নজরদারি আরও জোরদার করতে বিশেষ পদক্ষেপ করল ভারতের নির্বাচন কমিশন। সোমবার দিল্লির নিয়োগ করা বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত নিজে এই বিষয়ে নজর রাখলেন।জানা গিয়েছে, মুখ্য নির্বাচন অধিকর্তার দফতরের তিন তলার কনফারেন্স হলে এক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিশেষ পর্যবেক্ষক। বেশ কয়েকজন বিএলও-র কাজের ভূমিকা নিয়ে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন।ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রতিটি ধাপ নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ রাখতেই নির্বাচন কমিশনের তরফে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এসআইআর নিয়ে রাজ্যে একের পর অভিযোগ উঠে আসছে। সেই প্রেক্ষিতেই রাজ্যের সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সচিবের পদ থেকে অবসর নেওয়া সুব্রত গুপ্তকে দায়িত্ব দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৯০ শতাংশ এনুমারেশন আবেদনপত্র ডিজিটাইজেশনের কাজ শেষ, চিহ্নিত হয়েছে লক্ষাধিক মৃত ভোটার। খবর সূত্র থেকে জানা গিয়েছে আজকে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

২০ জনের কম শিক্ষার্থীযুক্ত স্কুল আর খুলছে নাঃবিধানসভায় শিক্ষামন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা

ওড়িশা,১ডিসেম্বরঃওড়িশার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঘিরে নতুন করে শুরু হযেছে আলোচনার ঢেউ। শুক্রবার ওড়িশা বিধানসভায় এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর পর্বে রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী নিত্যানন্দ গণ্ড স্পষ্ট জানিয়ে দেন-যেসব স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০ জনের কম, সেগুলি পুনরায় চালু করার কোনও পরিকল্পনা বর্তমানে সরকারের নেই। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে ওড়িশার ছোট ও গ্রামীণ এলাকায় থাকা বহু স্কুলের ভবিষ্য পুনরায় অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে গেল।সদনে বিধায়ক প্রসন্ন আচার্যের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, পূর্ববর্তী বিজেডি সরকারের শেষ পর্যায়ে বেশ কিছু স্কুল, যেখানে ২০ জনের বেশি ছাত্রছাত্রী ছিল, সেগুলিও বিভিন্ন প্রশাসনিক কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেইসব সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে বর্তমান সরকার ইতিমধ্যেই ৪৬টি স্কুল পুনরায় খুলে দিযেছে। কিন্তু এর বাইরে যেসব স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০ জনের কম, সেখানে পুনরায় শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব নয় বলেই সরকারের অবস্থান স্পষ্ট।মন্ত্রী গণ্ডের কথায় উঠে আসে প্রশাসনিক প্রক্রিযার গুরুত্ব। তিনি জানান, কোনও স্কুল খোলা বা পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত জেলা-স্তরের কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশ ছাড়া বিবেচনাই করা হয় না। এই দুটি কমিটির বিস্তারিত পর্যালোচনা এবং নথিভুক্ত প্রস্তাব পেলে তবেই সরকার সেই বিষয়ে আলোচনা শুরু করে। অর্থাৎ স্কুল পুনরুজ্জীবনের সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র রাজনৈতিক বা নীতিগত ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে না বরং মাঠপর্যাযের বাস্তব পরিস্থিতি, পর্যালোচনা ও প্রস্তাবের ভিত্তিতেই চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।তিনি আরও জানান, যদি কোনও জেলা-স্তরের কমিটি ২০ জনের বেশি শিক্ষার্থী থাকা কোনও স্কুল পুনরায় খোলার সুপারিশ করে, তাহলে সরকার সেই প্রস্তাব গভীরভাবে পর্যালোচনা করবে। বর্তমানে যেসব স্কুল পুনরায় খোলা হয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য হয়েছে। ফলে ভবিষ্যতে যদি আরও স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত হয়, তবে তা একই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাবে।এদিকে শিক্ষাক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই মনে করছেন, সরকারের এই সিদ্ধান্ত ছোট ছোট জনবহুল গ্রামের শিক্ষাব্যবস্থার উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করতে পারে। অনেকে প্রশ্ন তুলছেন, ২০ জন শিক্ষার্থী কি আদৌ কোনও স্কুলকে বাঁচিয়ে রাখার পক্ষে খুব কম? অনেকের মতে, গ্রামীণ ও পাহাড়ি দুর্গম এলাকায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা এমনিতেই কম থাকে, ফলে এই সিদ্ধান্ত সেই সব অঞ্চলের শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও দুর্বল করে দিতে পারে।তবে সরকারের বক্তব্য, সীমিত সম্পদ, শিক্ষকসংকট এবং অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জের মধ্যেও যে সব স্কুলে যুক্তিসঙ্গত সংখ্যায় শিক্ষার্থী আছে, সেগুলিতেই শিক্ষা-সংক্রান্ত বিনিয়োগ বাড়ানোই যথার্থ। তাই ২০ জনের কম শিক্ষার্থী থাকা স্কুল পুনরায় চালু করার বিষয়ে আপাতত কোনও ভাবনাই নেই। এই মুহূর্তে সরকারের লক্ষ্য-সক্রিয় স্কুলগুলিতে শিক্ষার মান বাড়ানো এবং যে সব স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু শিক্ষার্থীর উপস্থিতি এখনও উল্লেখযোগ্য, সেগুলোকে পুনর্জীবিত করা।শিক্ষামন্ত্রীর কথায় আরও স্পষ্ট হয়, সরকারের নির্বাহী সিদ্ধান্তের পাশাপাশি স্থানীয় কমিটির সক্রিয় ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জেলা কমিটির সুপারিশ ছাড়া কোনও পদক্ষেপই নেওয়া হচ্ছে না। ফলে স্কুল বাঁচানো বা পুনরায় খোলা-দুটোই এখন স্থানীয় প্রশাসনের কার্যকর মূল্যায়নের উপর নির্ভরশীল।সব মিলিয়ে এই সিদ্ধান্তে একদিকে সরকারের কঠোর নীতির ইঙ্গিত, অন্যদিকে বাস্তব পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে সমন্বিত পরিকল্পনার ছবি স্পষ্ট। যদিও এই নীতির ফলে রাজ্যের বহু ছোট স্কুল পুনরায় খোলার আশা থেকে বঞ্চিত হবে, তবুও সরকার জোর দিচ্ছে, শিক্ষার মান রক্ষাই এখন সবচেয়ে বড় লক্ষ্য-সংখ্যার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া সেই দিকেই একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।ওড়িশার শিক্ষা-পরিকাঠামোর সামনে চ্যালেঞ্জ অনেক, আর তারই মাঝে শিক্ষামন্ত্রীর এই ঘোষণা আগামী দিনে স্কুল প্রশাসন, সাধারণ মানুষ এবং শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক রূপরেখায় বড় প্রভাব ফেলবে বলেই মনে করছে শিক্ষা মহল।

চলচ্চিত্র জগতে সাফল্যের জন্য ঝুঁকি নয়, আত্মবিশ্বাস অপরিহার্যঃরাম গোপাল ভর্মা

লোকেশ চন্দ্র দুবেঃ১৯৯৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত আমির খান এবং উর্মিলা মাতন্ডকরের রঙ্গিলা ছবি বড় পর্দায় ফিরে আসতে চলেছে। প্রায় ৩০ বছর পর, এই দুর্দান্ত ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে পুনরায় মুক্তি পেয়েছে। আর.ডি. বর্মনের সঙ্গীত, এ.আর. রহমানের পটভূমি সঙ্গীত, আমির ও উর্মিলার অন-স্ক্রিন রসায়ন এবং রাম গোপাল ভর্মার অনন্য পরিচালনার ধরণ এই ছবিটিকে ৯০-এর দশকের সবচেয়ে স্মরণীয় ছবিগুলির মধ্যে একটি করে তুলেছে। এই বিশেষ মুহূর্তে ছবির পরিচালক, রাম গোপাল ভর্মা হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে খোলামেলা কথা বলেছেন। তিনি কেবল রঙ্গিলা-এর পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কে নিজের অনুভূতি ভাগ করে নেননি, বরং তার চলচ্চিত্র ক্যারিয়ার, পরিবর্তিত সিনেমার যুগ এবং দক্ষিণ বনাম বলিউড বিতর্ক সম্পর্কেও খোলামেলা কথা বলেছেন।এখন ফিরে তাকালে, 'রঙ্গিলা' আপনার ক্যারিয়ারে কী অর্থ রাখে? কিছু ছবি সত্যিই কালজয়ী। আপনি যে যুগেই দেখুন না কেন, প্রতিবারই একই আনঃদ এবং বিনোদন প্রদান করে। এই ছবির গল্প এবং চরিত্রগুলি এখনও দর্শকদের সঙ্গে ঠিক যেমনটি প্রথমবারের মতো প্রকাশ পেয়েছিল ঠিক তেমনই সংযুক্ত। এর গানের রচনা এবং যে সৌন্দর্যের সঙ্গে সেগুলি চিত্রায়িত হয়েছিল তা সেই সময়ে একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে। অনেক সৃজনশীল উপাদান একত্রিত হয়ে এই ছবিটিকে কেবল সাফল্যই নয়, একটি ক্লাসিকও করে তুলেছে।এ আর রহমানের এক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত কীভাবে এলো, বলতে পারেন? 'রঙ্গিলা'-র আগেও আমি রহমানের কাজ শুনেছিলাম এবং সত্যি বলতে, তার সঙ্গীতের পরিচালনা এবং হৃদ আমাকে সবসময় অবাক করেছে। অনেক ভালো সুরকার আছেন, কিন্তু রহমানের সুরের সতেজতা এবং পরীক্ষামূলক স্পর্শ অন্য কারও থেকে অতুলনীয় ছিল। এই কারণেই, শুরু থেকেই আমি ঠিক তাই এই ছবির জন্য সঙ্গীত রচনা করতে আগ্রহী ছিলাম। আমি কখনও সঙ্গীত প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করিনি কারণ আমি আত্মবিশ্বাসী ছিলাম যে রহমান যা তৈরি করবেন তা অসাধারণ হবে। এবং ঠিক তাই ঘটেছে। 'রঙ্গিলা'-র সঙ্গীত আপনার স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে সেই সময় রহমান যে জাদু তৈরি করেছিলেন তা আর কখনও পুনরাবৃত্তি হবে না।আজকের সিনেমার পরিবেশে যদি এটি একই গল্প বলা হয়, তাহলে আপনি কী কী পরিবর্তন আনতে পরামর্শ দেবেন?'রঙ্গিলা'র গল্প প্রতিটি যুগে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক, তাই আমার মনে হয় না এর কোনও পরিবর্তনের প্রযোজন। আমি ব্যক্তিগতভাবে এটির সিক্যুয়েল বা পুনর্নির্মাণের চেষ্টা চাইব না। এই ছবির আত্মা নিহিত রয়েছে এর অভিনেতা, সঙ্গীত এবং সেই যুগের মধ্যে, যা পুনর্নির্মাণ করা কঠিন। দর্শকরাও হয়তো এই গল্পটিকে নতুন কাস্টের সঙ্গে দেখতে চাইবেন না, কারণ তাদের জন্য, 'রঙ্গিলা' যেভাবে তৈরি করা হয়েছিল তা নিখুঁত।আপনার কি মনে হয় আজকের চলচ্চিত্র নির্মাতারা হিন্দি সিনেমায় ঝুঁকি নিতে বা নতুন কিছু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লজ্জা পান?নিজের কথা বলতে গেলে, আমি কখনোই সিনেমা বানানোকে ঝুঁকি হিসেবে দেখিনি। প্রতিটি কাজই গল্প, আমার দল এবং আমার সৃজনশীল অন্তর্দৃষ্টির প্রতি আমার আস্থার প্রমাণ। বিপরীতে, যারা বারবার একই ধরণের সিনেমা তৈরি করেন তারাই সবচেয়ে বড় ঝুঁকি নিচ্ছেন। আজকের দর্শকরা অত্যন্ত সচেতন এবং তাদের রুচি ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই কারণেই প্রায় ৯০ শতাংশ ছবি বক্স অফিসে ব্যর্থ হয়। এর সহজ অর্থ হল এই শিল্পে কোনও সূত্র বা ধারার সাফল্যের কোনও গ্যারান্টি নেই। শুধুমাত্র মৌলিকতা এবং সততাই গুরুত্বপূর্ণ।কানতারা-এর সাফল্যের পর হিন্দি চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কি দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত? আপনি তো টুইটও করেছেন, এর নেপথ্যে আপনার চিন্তাভাবনা কী ছিল?প্রকৃতপক্ষে, দক্ষিণে অনেক ছবি তৈরি হয় যা প্রত্যাশা অনুযায়ী ভালো হয় না। প্রায়শই, আমরা ধরে নিই যে সেখানে প্রতিটি ছবিই সফল বা ভালো ছবির উপর ভিত্তি করে চমকার, কিন্তু এটি সত্য নয়। হ্যাঁ, ঋষভ শেঠি এবং সন্দীপ ভাঙ্গা রেড্ডির মতো কয়েকজন নির্বাচিত চলচ্চিত্র নির্মাতা আছেন যারা মৌলিক, নতুন এবং সৃজনশীল বিষয়বস্তু তৈরি করছেন, কিন্তু এগুলো খুবই সীমিত উদাহরণ। মুম্বইয়ের কর্পোরেট প্রযোজনা সংস্থাগুলিতে প্রায়শই দশজন লোক একসঙ্গে বসে একটি ছবির প্রতিটি দিকের সিদ্ধান্ত নেয়। আমার অভিজ্ঞতা দেখায় যে এটি সৃজনশীলতাকে দমন করে এবং সিদ্ধান্তগুলি প্রায়শই চলচ্চিত্রের জন্য ভালোভাবে কাজ করে না।বিপরীতভাবে, যখন একজন প্রতিভাবান পরিচালক একা বা একটি ছোট দলের সঙ্গে কাজ করেন, তখন তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অসাধারণ কিছু তৈরি করতে পারেন। আমি বিশ্বাস করি সর্বোত্তম পন্থা হল পরিচালককে সম্পূর্ণ সৃজনশীল স্বাধীনতা দেওয়া যাতে তারা তাদের গল্প এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে। পরে, প্রযোজনা দল ব্যবসা এবং বিপণনের

বিশ্ব এইডস দিবসঃভারতের আন্তর্জাতিক এইডস নিয়ন্ত্রণে সাফল্যের উপর ভিত্তি করে এগিয়ে চলা

কলকাতা, ১ ডিসেম্বঃ বিশ্ব এইডস দিবস প্রতি বছর ১ ডিসেম্বর পালন করা হয়।২০২৫ সালের বিষয়বস্তুঃ কাঠিন্যের মোকাবিলা করে এইডস প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে রূপান্তরিত করা।ভারতে দৃঢ় নীতিমালাঃ এইচআইভিএইডস (প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল) আইন, ২০১৭-এর মতো ঐতিহাসিক পদক্ষেপগুলি এইচআইভি আক্রান্ত মানুষের অধিকার রক্ষা করে এবং বৈষম্য নিষিদ্ধ করে।ন্যাশনাল এইডস অ্যান্ড এসটিডি কন্ট্রোল প্রোগ্রাম (এনএএসপি)-এর মাধ্যমে ধারাবাহিক অগ্রগতি।ভারত নতুন সংক্রমণ কমিয়েছে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে নীতির বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এআরটি-র সুযোগ বিস্তৃত করেছে।ভূমিকাবিশ্ব এইডস দিবস একটি অন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ দিবস। এটি প্রতি বছর ১ ডিসেম্বর পালন করা হয় এইচআইভিএইডস মহামারী সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে, এই রোগে মৃত ব্যক্তিদের স্মরণ করতে এবং এইচআইভি আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে। এটি প্রথম উদযাপিত হয় ১৯৮৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে। সেই থেকে এটি সরকার, সমাজ ও মানুষের জন্য একত্রিত হয়ে এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াই-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠেছে।এই বছরের বিষয় কাঠিন্যের মোকাবিলা করে এইডস প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে রূপান্তরিত করা, অর্থাৎ শুধু আগের সাফল্যের ধারাকে অব্যাহত রাখা নয়, ভবিষ্যতের জন্য এইচআইভি সেবাকে আরও স্থিতিশীল, সাম্যভিত্তিক এবং সমাজনির্ভর করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা।এই বিষয়টি দেখায় যে সবার কাছে চিকিৎসা ও সহায়তা পৌঁছে দিতে মহামারী, সংঘাত, বৈষম্য এবং বিভিন্ন অসমতার কারণে তৈরি হওয়া বাধাগুলি কাটিয়ে ওঠা জরুরি।ভারত প্রতি বছর বিশ্ব এইডস দিবস পালন করে ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন (নাকো) এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের নেতৃত্বে দেশব্যাপী প্রচার, সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও সরকারি প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে।ভারতের পথচলা-ভারতের এইডস নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্যের উদাহরণ হিসেবে স্বীকৃত।প্রথম পর্যায় (১৯৮৫-১৯৯১)-এ মূলত এইচআইভির সংক্রমণ শনাক্ত করা, নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন নিশ্চিত করা এবং লক্ষ্য-ভিত্তিক প্রচারের ওপর জোর দেওয়া হয়। এরপর ন্যাশনাল এইডস অ্যান্ড এসটিডি কন্ট্রোল প্রোগ্রাম (এনএএসপি) এবং ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন (নাকো)-র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কর্মসূচি সংগঠিত রূপ পায়।সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এনএএসপি-র কাজ কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার পরিবর্তে জেলা ও স্থানীয় স্তরে আরও বিকেন্দ্রীভূত হয় এবং এনজিও ও এইচআইভি আক্রান্ত মানুষের গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়।ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল প্রোগ্রাম (এনএএসপি) বা জাতীয় এইডস নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিএটি পাঁচটি পর্যায় বিকশিত হয়েছে- প্রাথমিক সচেতনতা থেকে শুরু করে সামগ্রিক প্রতিরোধ, পরীক্ষা, চিকিৎসা ও স্থায়িত্বের ওপর জোর।এনএএসপি-ক্র (১৯৯২-১৯৯৯)ভারতের প্রথম সমন্বিত এইচআইভিএইডস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি।লক্ষ্য-সংক্রমণ হ্রাস এবং অসুস্থতা ও মৃত্যুহার হ্রাস করা।এনএএসপি-II (১৯৯৯-২০০৬)দুটি প্রধান উদ্দেশ্যঃভারতে এইচআইভি ছড়িয়ে পড়া হ্রাস করা এবং এইডস মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদী জাতীয় সক্ষমতা বাড়ানো।এনএএসপি-III (২০০৭-২০১২)লক্ষ্যঃ২০১২ সালের মধ্যে মহামারি থামানো এবং সংক্রমণ কমানো।কৌশলঃউচ্চ ঝুঁকির গোষ্ঠী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিরোধ বাড়ানো প্রতিরোধ, সেবা, সহায়তা ও চিকিৎসাকে একত্রিত করা।নতুন সংযোজনঃ জেলাভিত্তিক সমন্বয়ের জন্য ডিস্ট্রিক্ট এইডস প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল ইউনিটস (ড্যাপকু), যেখানে বৈষম্য সংক্রান্ত অভিযোগও নথিভুক্ত করা হয়।এনএএসপি-IV (২০১২-২০১৭)লক্ষ্যঃসংক্রমণের হার হ্রাস করা এবং একটি ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।উদ্দেশ্যঃ২০০৭ সালের তুলনায় নতুন সংক্রমণের হার ৫০ শতাংশ কমানো এবং এইচআইভি আক্রান্ত সবার জন্য পূর্ণাঙ্গ সেবা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করা।এইডস নির্মূলের জাতীয .লক্ষ্য পূরণে সহাযতা করতে এটি ২০১৭-২০২১ থেকে ২০৩০ পর্যন্ত বাড়ানো হয়।এ সময়ের প্রধান উদ্যোগগুলিঃ এইচআইভিএইডস (প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল) আইন, ২০১৭, যা বৈষম্য নিষিদ্ধ করে, গোপনীয়তা রক্ষা করে এবং পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য সম্মতি বাধ্যতামূলক করেমিশন সম্পর্ক- চিকিৎসা থামিয়ে দেওয়া রোগীদের পুনরায় সেবার আওতায় আনা' অ্যান্ড ট্রিট' নীতি- শনাক্ত হওয়া. প্রতিটি রোগীর জন্য তৎক্ষণা এআরটি শুরুরুটিন ইউনিভার্সাল ভাইরাল লোড পরীক্ষা।এনএএসপি-ঙ (২০২১-২০২৬)১৫,৪৭১.৯৪ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় প্রকল্প শুরু।লক্ষ্যঃঅতীতের অর্জন ধরে রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে এইচআইভিএইডসকে জনস্বাস্থ্যের বিপদ হিসেবে শেষ করার অন্তর্জাতিক লক্ষ্যে অবদান রাখা।এইচআইভিএইডস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সরকারের পদক্ষেপদেশব্যাপী সচেতনতা প্রচার গতিশীল করা।নাকো সমন্বিত মাল্টিমিডিয়া প্রচারের মাধ্যমে জাতীয় স্তরে সচেতনতা চালায়-যুবসমাজ-সহ বিস্তৃত জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে গণমাধ্যম, ডিজিটাল মাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করা হয।বহির্প্রচারের বিস্তারহোর্ডিং, বাস প্যানেল, তথ্যকেন্দ্র, লোকসংস্কৃতি-নির্ভর অনুষ্ঠান ও আইইসি ভ্যানের মাধ্যমে সচেতনতা বাড়ানো হয়।সমাজভিত্তিক সচেতনতা কর্মসূচিস্বনির্ভর গোষ্ঠী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, আশা-কর্মী, পঞ্চায়েত সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি আচরণগত পরিবর্তন আনে এবং সামগ্রিক সচেতনতা বাড়ায়।উচ্চ-ঝুঁকির গোষ্ঠীর জন্য লক্ষ্য-ভিত্তিক উদ্যোগঅক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত দেশে ১৫৮৭-টি লক্ষ্য-ভিত্তিক প্রকল্প চালু করা হয়েছে, যাতে প্রতিরোধ, পরীক্ষা, চিকিৎসা ও সেবার সমান সুযোগ নিশ্চিত হয।বৈষম্য বিরোধী বিষয়-ভিত্তিক প্রচারসারা দেশে বৈষম্য কমাতে বিষয়-ভিত্তিক প্রচার চালানো হয় এবং কর্মক্ষেত্র, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সমাজের সমস্ত স্তরে এইচআইভি আক্রান্ত মানুষের অন্তর্ভুক্তিঃ বাড়ে।রাজ্যকেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ওমবাডসম্যান নিয়োগ২০১৭ সালের আইন অনুযায়ী ৩৪-টি রাজ্যকেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ওমবাডসম্যান নিয়োগ করা হয়েছে। এইচআইভি আক্রান্ত মানুষের বিরুদ্ধে বৈষম্য সংক্রান্ত অভিযোগ শোনা এদের কাজ। এটি মানুষের মর্যাদা ও অধিকারের সুরক্ষায় সরকারের সহায়তা করে। সমাপ্তি এইচআইভিএইডস মোকাবিলায় ভারতের পথচলা দৃঢ়তা, উদ্ভাবন এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার এক অনবদ্য কাহিনি। প্রাথমিক পর্যায়ের ভিত্তি স্থাপন থেকে শুরু করে এনএএসপি-V-এর ভবিষ্যমুখী লক্ষ্য, ভারত ধারাবাহিকভাবে দেখিয়েছে নেতৃত্ব, অধিকার-ভিত্তিক নীতি, সামাজিক প্রতিরোধ, এবং উন্নত যোগাযোগ উদ্যোগের গুরুত্ব।বর্ধিত পরীক্ষা, চিকিৎসার সহজলভ্যতার বিস্তার, উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীসমূহের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক সেবা, বৈষম্য প্রতিরোধ উদ্যোগ এবং রাজ্য ও সমাজের যৌথ অংশগ্রহণের ফলে ভারতে এইডস হ্রাসের হার অন্তর্জাতিক গড়ের চেয়ে অনেক বেশি।

নাগা সংস্কৃতি সেবা ও করুণার মধ্যে নিহিত, প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বরঃনাগাল্যান্ডের প্রতিষ্ঠা দিবসে রাজ্যের জনগণকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী উল্লেখ করেন, নাগা সংস্কৃতি সেবা ও করুণার মধ্যে নিহিত। নাগাল্যান্ডের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিও কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।এক্স মাধ্যমে এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, নাগাল্যান্ডের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সে রাজ্যের জনগণকে শুভেচ্ছা। সেবা, সাহস এবং করুণার মূলে নিহিত গৌরবময় নাগা সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে প্রশংসিত। নাগাল্যান্ডের জনগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের বিশিষ্ট করে তুলেছে। ভবিষ্যতে এই রাজ্যটি সমৃদ্ধি এবং অগ্রগতির সঙ্গে এগিয়ে চলুক।

সংসদ দেশের প্রত্যাশা, জনগণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের সর্বোচ্চ মঞ্চঃওম বিড়লা

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর ঃসংসদের শীতকালীন অধিবেশন সোমবার থেকে শুরু হয়েছে। এদিন এক বার্তায় লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা জানালেন, সংসদ দেশের প্রত্যাশা, জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রকাশের সর্বোচ্চ মঞ্চ। তিনি এক্স মাধ্যমে জানান, দেশের প্রত্যাশা, জনগণের আকাঙ্ক্ষা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সম্মিলিত দায়িত্ব প্রকাশের সর্বোচ্চ মঞ্চ হল সংসদ।ওম বিড়লা আরও জানান, প্রতিটি অধিবেশন কর্তব্য, সংযম এবং জনকল্যাণকে অনুপ্রাণিত করে, প্রতিনিধিত্বের চেতনাকে শক্তিশালী করে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, সকল সদস্য গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে অক্ষুন্ন রাখবেন এবং নিজেদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি উৎপাদনশীল অধিবেশনে অর্থপূর্ণ অবদান রাখবেন।

তামিলনাড়ু দুর্ঘটনায় শোকাহত প্রধানমন্ত্রী, আর্থিক সহায়তা ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর ঃ তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গায় ভয়াবহ দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নিহত ও আহতদের পরিবারপিছু আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। সোমবার প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গায় দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনা গভীরভাবে শোকাহত প্রধানমন্ত্রী। যারা তাদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন তাদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী এবং নিহতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা ও আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গায় দু'টি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয় অন্তত ১১ জনের। রবিবার বিকেলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, নিহতদের মধ্যে এক শিশু এবং আট জন মহিলাও রয়েছেন। পথ দুর্ঘটনায় অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। কী ভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বাস দুর্ঘটনায় ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন।দুর্ঘটনায় নিহত তিন মহিলার মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হয় এবং রাতেই মৃতদেহ তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তামিলনাড়ু সরকারের পক্ষ থেকে প্রত্যেকের জন্য ৩ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তার চেকও দেওয়া হয়। শিবগঙ্গা জেলার তিরুপ্পত্তুরের কাছে ঘটে যাওয়া বাস দুর্ঘটনায় আহতরা বর্তমানে সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

আমরা এসআইআর-এর বিরোধিতা করিনি, দাবি মমতার, কটাক্ষ কমিশনকে

উত্তর ২৪ পরগনা,১ডিসেম্বরঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার এসআইআর বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন-এর বিরোধিতা করেনি বলে দাবি করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কটাক্ষ করলেন নির্বাচন কমিশনকে। কমিশনের উদ্দেশে বলেন, কার কথা শুনে এত তাড়াহুড়ো শুরু করলেন? আর কত বলিদান দিতে হবে মানুষের?মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, এসআইআর হোক, আপত্তি নেই। কিন্তু ভোটের মুখে হঠাৎ এত তাড়াহুড়ো কেন? ২-৩ বছরের কাজকে ২-৩ মাসে নামিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। এতে প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ গিয়ে ডাম্প লিস্টে ভয়ঙ্কর অবস্থা তৈরি হবে। তাঁর দাবি, ধান কাটার মরসুমে কৃষকদের সময় নেই, অথচ তাদের ওপর বাড়তি চাপ পড়ছে। শুধু সাধারণ মানুষ নন, বিএলও-দেরও নাভিশ্বাস অবস্থা।কটাক্ষ করে তৃণমূল নেত্রীর তোপ, এক মুখে দু'রকম কথা বলছেন! স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন ২০২৪-এর আগে যারা এসেছে তাদের তাড়ানো হবে না। আবার কমিশন ২০০২ সালের লিস্ট মানতে বলছে। কোনটা ঠিক?সতর্কতার পাশাপাশি রাজনৈতিক বার্তাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ইলেকশন এলেই তৃণমূলকে ইডির নোটিস, আর আপনারা যে জোচ্চুরি করে চলেছেন তার বেলা?

এসএসসি মামলাঃরায় পুনর্বিবেচনার আর্জি খারিজ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর ঃ স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ মামলার মূল রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়ে মামলা দায়ের হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। সোমবার সেই মামলা খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ। প্রয়োজনে মামলাকারী কলকাতা হাইকোর্টে আর্জি জানাতে পারেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন বিচারপতিরা।স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিল করে সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছিল, তা পুনর্বিবেচনার আর্জি এদিন গ্রহণ করল না প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ। আদালত জানিয়েছে, এ বিষয়ে পূর্বে যে রায় ছিল, তা-ই বহাল থাকবে। নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়াতেও কোনও রকম হস্তক্ষেপ করা হবে না। সম্পূর্ণ প্যানেল বাতিল হওয়ায় অনেক ভাল পড়ুয়াও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তা মেনে নিয়েছে শীর্ষ আদালত। তবে প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, ভাল পড়ুয়া হলে তিনি আবার ঠিক নিযুক্ত হয়ে যেতে পারবেন মনে হয়।

দিল্লি বিস্ফোরণ মামলায় তৎপর এনআইএ, দেশের ৮টি জায়গায় চলছে তল্লাশি

নয়াদিল্লি, ১ ডিসেম্বর ঃ দিল্লিতে বিস্ফোরণ মামলায় তৎপর জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। সোমবার উত্তর প্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীর-সহ দেশের ৮টি জায়গায় চলছে তল্লাশি অভিযান। দিল্লি বিস্ফোরণের তদন্তে কাশ্মীর জুড়ে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে এনআইএ। সোমবার সকাল থেকে উপত্যকার বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি শুরু করেছেন জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা।সূত্রের খবর, মৌলবী ইরফান আহমেগ ওয়েগে, ডক্টর আদিল, ডক্টর মুজাম্মিল এবং আমির রশিদের বাড়ি-সহ ১০ জায়গায় তল্লাশি চলছে। শোপিয়ানের নাদিগাম, চাঁদগাম, মালাঙ্গপোরা এবং পুলওয়ামার সামবুরায় এনআইএ-র তদন্তকারীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে অভিযানে নেমেছেন। উত্তর প্রদেশের লখনউতেও চলছে তল্লাশি।

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি চ্যালেঞ্জিং দিন হতে পারে। সামগ্রিকভাবে, পরিবেশে উত্তেজনার অনুভূতি থাকবে, যা আপনার মনোবলের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। আপনার চারপাশের লোকেদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে আপনার সমস্যা হতে পারে, যা সম্পর্কের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে।
বৃষঃ মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি চ্যালেঞ্জিং দিন হতে পারে। সামগ্রিকভাবে, পরিবেশে উত্তেজনার অনুভূতি থাকবে, যা আপনার মনোবলের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।বিবাহের যোগ।
মিথুনঃ আপনার ব্যাধি অসুখীর কারণ হতে পারে। পরিবারে সুখ ফিরিয়ে আনতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা অতিক্রম করার চেষ্টা করুন। ব্যবসায়ের লাভ আজ অনেক ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ীদের জীবনে আনন্দ আনতে পারে।
কর্কট রাশি ঃ পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। ব্যবসায়ের লাভ আজ অনেক ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ীদের জীবনে আনন্দ আনতে পারে। পরিবারে কোন বয়স্ক ব্যক্তির স্বাস্থ্য কিছু উদ্বেগের সৃষ্টি করতে পারে।
সিংহঃঘুমন্ত আবস্থায় দেখা সমস্যাগুলো জেগে উঠে মানসিক চাপ আনবে। আপনি দ্রুত অর্থ উপার্জন করার আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবেন। প্রভাবশালী এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে আপনার বোঝাপড়া বাড়িয়ে তোলার আদর্শ সুযোগ হবে সামাজিক অনুষ্ঠানহবে
কন্যা ঃমানসিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য বিভ্রান্তি এবং হতাশা এড়িয়ে চলুন। আপনার কোনও প্রতিবেশী আজ আপনাকে জ্বণ চাইতে আসতে পারে। আপনাকে ঋণ দেওয়ার আগে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়, অন্যথায় অর্থের ক্ষতি হতে পারে। শুভদিন হবে।
তুলাঃআপনি অবসর যাপনের আনন্দ উপভোগ করবেন। আপনি অর্থের গুরুত্বটি খুব ভালভাবেই জানেন, যে কারণে আপনি আজ যে অর্থ সঞ্চয় করছেন তা ভবিষ্যতে কার্যকর হবে এবং কোনও বড় সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসবে। শুভদিন।
বৃশ্চিকঃ সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব তৈরী করুন যাতে ঘৃণা ভাবকে দমন করা যায় কারণ ঘৃণা হলো ভালোবাসার চেয়েও শক্তিশালী আর তাতে শরীরের অসীম ক্ষতি হয়। শুভদিন
ধনুঃ অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন এবং এমন কিছু করুন যা আপনি উপভোগ করেন। আপনি আজ আর্থিক সুবিধাগুলি অর্জনের খুব সম্ভাবনা থাকলেও আপনাকে অবশ্যই অনুদান দিতে হবে, কারণ এটি মানসিক শান্তি অর্জন করবে।
মকরঃ দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। এটি আপনার জন্য অনুকূল সময় নয় এবং এটি আপনার জীবনের অনেক ক্ষেত্রে অসন্তোষ এবং অস্থিরতা নিয়ে আসবে।
কুম্ভঃএটি একটি দুর্দান্ত দিন হতে চলেছে। আপনার সামাজিক জীবন আনন্দ এবং শক্তিতে পূর্ণ থাকবে। আপনি আপনার সৃজনশীলতা প্রকাশ করবেন, যা আপনার চারপাশের লোকেদের আকর্ষণ করবে। কাজের সুযোগ হতে পারে
মীনঃআপনার খাবার সম্পর্কে সঠিক যত্ন নিন, বিশেষ করে মাইগ্রেনের রোগীরা, যাঁদের খাওয়া বাদ দেওয়া উচিত নয় অন্যথায় এটি তাঁদেরকে অহেতুক মানসিক চাপ দিতে পারে। আপনি যদি কোনও ঋণ গ্রহীতাকে

আবহাওয়া

ডিসেম্বরের শুরুতেও সেই অর্থে জাঁকিয়ে শীত পড়ল না কলকাতায়। রাতে ও ভোরের দিকেই শুধু শীতের আমেজ থাকল। তবে দিনে তাপমাত্রা তুলনায় কিছুটা বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী দু'দিন রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণের কোথাও তাপমাত্রার হেরফের হবে না। তার পরের তিন দিন রাতের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমবে। তার পরেই রাজ্যে জাঁকিয়ে পড়তে পারে ঠান্ডা।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ভোরের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশায় ঢাকা থাকবে আকাশ। জেলার সব জায়গা কুয়াশাচ্ছন্ন থাকবে না। তবে কোথাও কোথাও দৃশ্যমানতা নামতে পারে ২০০ মিটারে। তার জন্য সতর্কতা জারি করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। আপাতত রাজ্যে কোথাও ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সোমবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৮.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৫ ডিগ্রি বেশি।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫৩মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫৫মনিট এবং রাত ০১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৫৮-মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৪৯মিনিটে হতে পারে।

জয়নগর থানায় ভাব গম্ভীর পরিবেশে বিদায়ী আই সি-র বিদায় সংবর্ধনা

নিজস্ব সংববাদদাতা, জয়নগর,, ১ ডিসেম্বর ঃ রবিবার রাতে ভাব গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে জয়নগর থানার আই সি বদল পর্ব হয়ে গেল জয়নগর থানায়। সরকারি নিয়ম অনুসারে বদলি হলেন জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল। তিনি গত দুবছর ধরে জয়নগর থানার দায়িত্ব সামলেছেন। তিনি বদলি হয়ে সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর টাউন থানার আই সি হিসাবে কাজে যোগ দিতে গেলেন। আর তার জায়গায় রবিবার রাতেই দায়িত্ব ভার বুঝে নিলেন কৃষ্ণনগর ট্রাফিক হেড কোয়ার্টার থেকে আগত সমরেশ ঘোষ। তিনি এর আগেও এই জেলায় কাজ করে গেছেন। রবিবার রাতে বিদায়ী আই সি পার্থ সারথি পালের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর থানার সব পুলিশ আধিকারিক, মৈপীঠ উপকূল থানার ওসি সহ সিভিক ও অন্যান্য কর্মীগন। এদিন একে একে পুলিশ আধিকারিকরা তাদের সাথে বিদায়ী আই সির কাটানো মূহুর্ত তুলে ধরেন। এদিন সন্ধ্যায় জয়নগর থানায় এসে বিদায় সংবর্ধনা জানিয়ে যান জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক বিভাস সরদার, জয়নগর বিদ্যুৎ দফতরের স্টেশন মাস্টার সাইফুল্লা সরদার, বারুইপুর পৌরসভার কাউন্সিলার নমিতা সরদার,বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, জয়নগর ১ নং ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার সহ আরো অনেকে। এদিন রাতে বিদায়ী আই সি পার্থ সারথি পাল জয়নগর থানায় তার দুবছরের কর্মজীবনের খুটিনাটি তুলে ধরলেন এবং তার নতুন কর্মস্থলে সবাইকে যাওয়ার আমন্ত্রন ও করলেন। এদিন রাতে দায়িত্ব ভার বুঝে নিয়ে জয়নগর থানার নতুন আই সি সমরেশ ঘোষ বলেন,এই থানা কারুর একার নয়, সবার। এই থানায় একজন সিভিকের যেরকম দায়িত্ব আছে আধিকারিকের সেরকম দায়িত্ব আছে। সবাই মিলে একসাথে আমি কাজ করতে চাই।

জয়নগরের নিমপীঠে জয়নগরের মোয়ার মূল উৎপাদান কনকচূড় ধানের ব্যাপক চাষ হয়েছে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর ঃ শীত পড়ে গেছে। আর শীতের পরিচিত জয়নগরের মোয়া ও চাষ এবারে ভালই হয়েছে। আর তাই দিয়েই শুরু হয়ে গিয়েছে মোয়া তৈরির প্রক্রিয়া। দক্ষিণ ২৪ পরগনা

হাজির। এই মোয়া তৈরির অন্যতম উৎপাদান কনকচূ। ধান। এই ধানের খই দিয়ে তৈরি হয় সুস্বাদু জয়নগরের মোয়া। কনকচূ। ধান সংগ্রহ করে আনতে মোয়া প্রস্তুতকারকদের আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্তে ছুটতে হতো। এই সমস্যা সমাধানে এবার এগিয়ে এসেছে নিমপিঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র। নিমপীঠ আশ্রমের বিশাল এলাকা জুড়ে এবছর চাষ করা হয়েছে কনকচূড় ধান। আর সেই জেলা প্রশাসন এখন মোয়ার গুণগত মান বজায় রাখা ও উৎপাদন বাড়ানোর দিকে নজর দিয়েছে। নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে চাষ হয়েছে কনকচূড় ধান। এর পাশাপাশি এলাকার কৃষকদের এই চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফে। কনকচূড় ধানের চাষ মূলত হয় রায়দিঘির কাশীনগর, মন্দিরবাজারের লক্ষ্মীকান্তপুরে। মোয়ার মরশুম শুরুর আগে এসব এলাকা থেকে ধান নিয়ে গিয়ে তবেই মোয়া তৈরি শুরু হতো। এতে খরচও যেমন বেশি পড়ত, তেমনই গুণগত মান বজায় রাখতে গিয়ে নানা সমস্যা হতো। জয়নগরের মোয়া ব্যবসায়ীরা জানান, মোয়ার গুণগত মান নির্ভর করে কনকচূড় ধানের উপর। বাজারে এই ধানের ঘাটতি থাকায় অনেক অসাধু ব্যবসায়ী অন্য ধানের খই দিয়ে মোয় তৈরি করতেন। এর সমাধানে ব্লক কৃষি বিভাগ কনকচূড় ধানের চাষ প্রসারের উদ্যোগ নিয়েছিল। সুফলও মিলছে। জয়নগরের এক মোয়া ব্যবসায়ী বলেন গত বছর 'আমার তিন বিঘা জমিতে কনকচূড় ধান চাষ করেছিলাম। ভালোই ফলন হয়েছে। তাই এ বছর আবারো চাষ করেছি ফলে এবার আর দূরে ধান কিনতে যেতে হবে না। নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্দ্রের কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ সোমনাথ সরদার এই চাষের সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে হাতে কলমে প্রশিক্ষন ও দিচ্ছেন কৃষকদের। সব মিলিয়ে জয়নগরে কনকচূড় ধানের চাষ জয়নগরের মোয়ার জন্য আশীর্বাদ হয়ে কাজ করবে।

সীমান্ত লাগোয়া গ্রামে দু'বছরে শিশুর বিরল প্রতিভা, ঠোঁটস্থ বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানী থেকে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যমন্ত্রীর নাম

সৌরভ দাশ,বসিরহাট ঃ উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া ব্লকের রঘুনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঈশ্বরী গাছা গ্রামের বছর দুই এর শিশু অমন মন্ডল। বাবা মান্নান মন্ডল ব্যবসায়ী, মা মনিরা পারভিন বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। পরিবারের সদস্যরা জানান মাত্র দু-মাস বয়স থেকে শারীরিক বিভিন্ন অঙ্গ ভঙ্গি দেখে অবাক হয়ে যেতেন তারা। তাদের কথায়,ছোট অমনের সামনে মোবাইল ফোন ও বই পাশাপাশি রাখলে বইকেই বেছে নিতো সে। ১৩ মাস বয়সে দোতলার সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পরে গিয়ে মাথায় ও শরীরে একাধিক আঘাত নিয়ে হাসপাতাল থেকে পুনর্জীবন পায় অমন। বর্তমানে বাংলার সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানীর নাম অনায়যাসে বলতে পারে সে, পাশাপাশি বলতে পারে নানাবিধ সবজির নাম সহ মুখ্যমন্ত্রী,প্রধানমন্ত্রী র নামও। বয়সের অনুপাতে তার এই প্রতিভাকে বিস্ময় প্রতিভা হিসাবেই দেখছেন স্থানীয়রা, তবে শুধু স্থানীয়রাই নয় তার এই প্রতিভা কে স্বীকৃতি দিয়েছে ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডসও। ১৮মাস বয়সে তার উচ্চারণের ভিডিওগ্রাফি নিয়ে ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডস এর প্রতিযোগিতায় আবেদন করা হয়

তার পরিবারের তরফে। সেখানেই কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করে তার প্রতিভা। অতপূর ফিল্ড ভেরিফিকেশান করেন সংস্থার আধিকারিকরা। অবশেষে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে পুরস্কৃত হয় অমন। চলতি মাসের ৭ই নভেম্বর পদক ও সংশাপত্র দিয়ে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় সংস্থার তরফে। অমনের মা মনিরা খাতুন বলেন, গর্ভাবস্থা তে তিনিও পড়াশুনার প্রতি নিজেকে বেশী নিয়োজিত রেখেছিলেন। জন্মের পর অমন বোঝার মতো হলে তাকে মোবাইল ও বই দিওয়া হলে বরাবরই মোবাইলকে সরিয়ে রেখে বই নিে আগ্রহ প্রকাশ করত। তার কথায়,শিশুর আগ্রহ দেখে তারাও চেষ্টা চালিয়ে যান ও তাকে সব রকম ভাবে তৈরি করার চেষ্টা করেন। অতপূর আবেদন করা হয় ও এই স্বীকৃতি মেলে। আগামী দিনে বুক অফ এশিয়া রেকর্ডসই তাদের লক্ষ্য জানান অমনের মা সহ পরিজনরা।

বিবাহবার্ষিকীতে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন কলকাতার দম্পতির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১ ডিসেম্বর ঃ বিবাহবার্ষিকী মানেই সাধারণত জমকালো আয়োজন-পার্টি, উপহার, অতিথিসকার। কিন্তু কলকাতার এক দম্পতি তাঁদের বিশেষ দিনটিকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে উদযাপন করে সমাজের সামনে নজির স্থাপন করলেন। বৈবাহিক জীবনের ৫০ বছর পূর্তির উপলক্ষে তাঁরা আয়োজন করলেন এক অনন্য মানবিক উদ্যোগের-অসহায় ও শারীরিকভাবে বিশেষভাবে সক্ষম শতাধিক মানুষের হাতে কৃত্রিম অঙ্গ তুলে দেওয়ার অনুষ্ঠান। বিধাননগরে অনুষ্ঠিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানের নাম ছিল ' কে রং'। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় একশোরও বেশি শারীরিকভাবে অক্ষম মানুষ সেখানে উপস্থিত হন। শুধু কৃত্রিম অঙ্গ প্রদানই নয়, সকলের জন্য চিকিসা ও প্রয়োজনীয় থেরাপির ব্যবস্থাও করা হয়। নতুন অঙ্গ পেয়ে বহু মানুষের মুখে ফুটে ওঠে দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত হাসি। এই মহ উদ্যোগের পেছনে ছিল রং প্রস্তুতকারক সংস্থা জে কে প্রোটোম্যাক্স। সংস্থার ডিরেক্টর মনীশ গোয়েল বলেন, আমরা যেমন আমাদের রং দিয়ে বাড়িকে সুন্দর করে তুলি, তেমনই মানুষের জীবনের দু ঃখ-কষ্ট দূর করে তাঁদের জীবনে নতুন রং ফেরানোই আমাদের উদ্দেশ্য। এই অনুষ্ঠান আমাদের সেই সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতিফলন। ৭৫ বছরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা দম্পতি যুগল কিশোর গোয়েল ও সুষমা গোয়েল জানান, নিজেদের বিবাহবার্ষিকীকে এইভাবে উদযাপন করতে পেরে তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত। তাঁদের আশা-এমন মানবিক পদক্ষেপ দেখে সমাজের আরও মানুষ এগিয়ে আসবেন এবং বিশেষভাবে সক্ষম মানুষের প্রতি দায়িত্বশীল হবেন। নতুন কৃত্রিম অঙ্গ পেয়ে অনেকেই আনন্দে আপ্লুত। কারও কাছে এটি জীবনের নতুন পর্বের সূচনা, কারও কাছে আবার কর্মজীবনে প্রত্যাবর্তনের আশার আলো। দম্পতির এই উদ্যোগ প্রমাণ করল-সত্যিকারের উদযাপন হলো সেই যা অন্যের জীবনে আলো ফেলে।

'বিশ্ব এইডস দিবসে' হাওড়া জেলা হাসপাতাল থেকে সচেতনতা পদযাত্রা

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১ ডিসেম্বর ঃ 'বিশ্ব এইডস দিবসে' হাওড়া জেলা হাসপাতাল থেকে সচেতনতা পদযাত্রা। 'বৈষম্য দূরীকরণ, এইডস সমাপ্তিকরণ' এই স্লোগানকে সামনে রেখে এইচআইভি নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে ১ ডিসেম্বর 'বিশ্ব এইডস দিবসে' হাওড়া জেলা হাসপাতালে সোমবার এক পদযাত্রা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এইচআইভি সংক্রমণের জন্য এইডস মহামারি ছড়িয়ে. পড়ার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এবং যারা এই রোগে মারা গেছেন তাদের প্রতি শোকজ্ঞাপন করতে এই দিনটি বেছে নেওয়া হয়। এদিন হাওড়া জেলা হাসপাতাল থেকে এক সচেতনতা পদযাত্রা হাসপাতাল সংলগ্ন বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে হাসপাতালে এসে শেষ হয়। পরে হাসপাতালের সেমিনার হলে এই নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। হাওড়া জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বলেন, এইচআইভি আক্রান্তকে সমাজ থেকে আলাদা করে রাখার এখনো যে কিছু মানুষের মধ্যে সংস্কার আছে তা নিয়ে আমরা এদিনের কর্মসূচির মাধ্যমে সকলকে সচেতন করলাম। এইচআইভি আক্রান্তকে সমাজ থেকে আলাদা

করে রাখার কোনও প্রয়োজন নেই। এর যে খুব ভালো চিকিৎসা সম্ভব এবং মৃত্যুহারও কমে গিয়েছে তা আমরা সকলকে অবহিত করলাম। আমাদের জেলা সরকারি হাসপাতালে প্রতি মাসে এইচআইভি আক্রান্ত প্রায় আড়াইশ রোগী চিকিৎসা নিয়ে যান। সরকারি তরফে বিনামূল্যে এই নিয়ে কাউন্সেলিং এবং টেস্টিং হয়। আমরা এই বিষয়গুলো এদিনের কর্মসূচির মাধ্যমে তুলে ধরেছি। এছাড়াও লিফলেট বিলি করা হয়েছে। সচেতনতা বার্তা লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে র‍্যালি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এদিনের কর্মসূচিতে ডেপুটি হাওড়ার ডেপুটি সিএমওএইচ-৪, হাওড়া জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, হাওড়া জেলা হাসপাতালের নার্সিং ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রীরা সহ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্যের নতুন দল শিক্ষা সমৃদ্ধি পার্টি (এসএসপি)

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১ ডিসেম্বর ঃ সমগ্র বিশ্বের সামনে এবং বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কাছে রাজ্যের নতুন রাজনৈতিক দল ঘোষিত হল শিক্ষা সমৃদ্ধি পার্টির। আনুষ্ঠানিক আত্ম প্রকাশে সভাপতি অভিমন্যু শান্ডিল্য জানালেন যে নতুন দলের লক্ষ্য একটাই- একটি সত্যিকারের সোনার বাংলা গড়ে তোলা। এবং সেই নব নির্মাণের মূল ভিত্তি হবে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ-শিক্ষা,স্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধ বাংলা। SSP-এর সুপরিকল্পিত নকশা ও রোডম্যাপ ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত হয়েছে। আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনে জনগণের আশীর্বাদে সরকার গঠনের সুযোগ পেলে আমরা প্রতিটি প্রতিশ্রুতি সুনির্দিষ্টভাবে বাস্তবায়ন করব।আমরা আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনে ৫০টিরও বেশি আসনে প্রার্থী দেবে এবং দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে চাই- আগামী বছর এই রাজ্যে একটি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেই সরকার গঠনে শিক্ষা সমৃদ্ধি পার্টি প্রধান ভূমিকা পালন করবে।এই দিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দলের সভাপতি অভিমন্যু শান্ডিল্য,সাধারণ সম্পাদক শাহ আলাম মোল্লা,কোষাধ্যক্ষ গৌতম বাগচী এবং দলের মুখপাত্র সুভ্রব্রত রায .সহ অন্যান্যরা।

হাওড়ার বেকারির দোকানে হামলা চালালো দুষ্কৃতিরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১ ডিসেম্বর ঃ হাওড়ার জগবল্লভপুরে বেকারির দোকানে হামলা চালালো দুস্কৃতিরা, দলবল নিয়ে এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজির অভিযোগ। জখম বেশ কয়েকজন। জগবল্লভপুরের পোলগোস্তিয়া তালপুকুর এলাকায় রবিবার রাতে ওই ঘটনা ঘটে। এলাকায় মুহুর্মুহু বোমাবাজির ঘটনায় গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রের খবর, এলাকার তিন দুস্কৃতী এদিন রাতে ওই বেকারির দোকানে আসে। সেখানে দোকানের মালিকের সঙ্গে তাদের কোনও বিষয় নিয়ে বচসা শুরু হয়। এরপরই দুস্কৃতিরা আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে দোকান মালিকের মাথায় আঘাত করে। এরপর তারা বাইরে থেকে বেশ কিছু লোক এনে বোমাবাজি শুরু করে বলে অভিযোগ। দোকান লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ার পাশাপাশি ওই দুস্কৃতিরা রাস্তাতেও পরপর বোমাবাজি করে বলে অভিযোগ। এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, কমপক্ষে ২৫ থেকে ২৭টির মতো বোমা পড়ে ওই এলাকায়। এই ঘটনায় দোকানে দু'জন আহত হন। আহতদের নিয়ে যাওয়া হয় আমতা গ্রামীণ হাসপাতাল সহ স্থানীয় এক নার্সিংহোমে। এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে জগবল্লভপুর থানার বিরাট পুলিশ বাহিনী এবং র‍্যাফ। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশ সূত্রের খবর, বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণই নিয়ন্ত্রণে। এক বেকারি ফ্যাক্টরি নিয়ে গন্ডগোলের জেরেই ওই ঘটনা। ২ জন আহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। এদিকে, আহত ব্যবসায়ী আখতার আলি মল্লিক বলেন, আমি দোকানে মাল ডেলিভারি দিতে এসেছিলাম। তখন হঠাই ৩-৪জন দুস্কৃতী এসে অতর্কিতে হামলা করে। সঙ্গে সঙ্গে দোকানের শাটার বন্ধ করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা মাথায় পিস্তল ধরে। এরপর মারধর করে আমার হাত ভেঙে দেয়। এমনকি আমাকে লক্ষ্য করে হয় বোমাও ছোঁড়া হয়। কোনওরকমে আমি রক্ষা পাই। কয়েক বছর আগেও এই বেকারিকে কেন্দ্র করে গন্ডগোল হয়েছিল। জখম আরেক ব্যবসায়ী জানান, আমি ওই বেকারির দোকানে এসেছিলাম। তখনই আমার উপর পিছন থেকে হামলা চালানো হয়। কেন হামলা চালানো হয়েছে তা জানা নেই। দুস্কৃতীদের হাতে পাইপগান, পিস্তল এমনকি লাঠিসোঁটা ছিল। দুস্কৃতীদের মধ্যে দু'জন পরিচিত। এদিকে, এই ঘটনা নিয়ে পোলগুস্তিয়া গ্রামের প্রধান শেখ নিজাম বলেন, একই পরিবারের ৩ জন বাইরে থেকে প্রায় ৫০ জন পেশাদার দুস্কৃতি এনে সমিতির বাঁধ থেকে সারা এলাকায় বোমাবাজি করে। বিস্কুট কিনতে এসে একজন ব্যবসায়ীকে আক্রমণ করে। এরপর বোমাবাজি করতে করতে গ্রামে ঢোকে। বোমার আঘাতে প্রায় ৫ জন জখম হন। এই ঘটনায় আতঙ্কে গ্রামবাসীরা ঘরে ঢুকে যায়। দুস্কৃতিরা আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা নিয়ে তৈরি হয়েই গ্রামে ঢুকেছিল।

রাজ্যের নতুন লোকায়ুক্ত নিযুক্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যের নতুন লোকায়ুক্ত নিযুক্ত হলেন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রবীন্দ্রনাথ সামন্ত। তিনি অসীম রায়ের স্থলাভিসিক্ত হলেন। নবান্নে আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পৌরহিত্যে আয়োজিত বৈঠকে নতুন লোকায়ুক্তের নাম চূড়ান্ত করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। যদিও পূর্ব ঘোষণা মত নির্বাচক মন্ডলীর অপর সদস্য বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বৈঠকে যোগ দেননি। বিচারপতি সামন্ত বর্তমানে রাজ্যের রিয়াল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটি ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান। অন্যদিকে রাজ্যের মানবাধিকার কমিশনের সদস্য হিসাবে পুনরায় নিযুক্ত হয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ও মধুমতি মিত্র।

তৃনমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতির দের সংবর্ধনা ও এস আই আর সংক্রান্ত আলোচনা সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর, ১ ডিসেম্বর ঃ একদিকে এস আই আরের কাজ চলছে অন্যদিকে বিধানসভার প্রস্তুতি ও চলছে জোরকদমে তৃনমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সারা রাজ্য জুড়ে। আর তারই অঙ্গ হিসাবে সোমবার জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে জয়নগর বিধানসভার তৃনমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বুথ সভাপতি, BLA-2, PERS,WERS এর সংবর্ধনা সভা ও এস আই আর সংক্রান্ত এক আলোচনা সভা হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,জয়নগর এক নং ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস,তৃনমূল কংগ্রেসের জয়হিন্দ বাহিনীর জেলার সহ সভাপতি রাজু লস্কর,জেলা পরিষদের সদস্য বন্দনা লস্কর, জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, জয়নগর দু'নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মন্ডল, জয়নগর দু'নম্বর ব্লক সংখ্যালঘু সেলের সভাপতির শাহাবুদ্দিন শেখ,জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার,শামিম আহমেদ ঢালী,হারুন রশিদ মোল্লা, চন্দন চ্যাটার্জী সহ পৌরসভার একাধিক কাউন্সিলার,পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষরা, প্রধান, উপপ্রধান সহ আরো অনেকে। এদিন জয়নগর বিধানসভার তৃনমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতি, BKA2,PERS * WERS এর ৬৫০ জন কর্মীকে শীতের শাল তুলে দিয়ে সংবর্ধনা জানালেন বিধায়ক। এদিন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন, এস আই আর কাজে মানুষের পাশে থেকে খুব ভালো কাজ করছে কর্মীরা। তাই তাদের কাজকে সম্মান জানালাম আমার দলের পক্ষ থেকে। তৃনমূল কংগ্রেসের কর্মীরা মানুষের পাশে থেকে কাজ করতে জানে। এদিন তাদের কাজকে সংবর্ধনার পাশাপাশি এস আই আরের কাজ নিয়েও আলোচনা হয়।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত হলো শিশুদের নিয়ে কোলাহল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১ ডিসেম্বর ঃ সমাজের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র অসহায় শিশুদের নিয়ে কসবা অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হলো কোলাহল। গণ উন্নয়ন পরিষদ এর ব্যবস্থাপনায় প্রায় ৫০০ জন শিশু এই কোলাহল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে ছবি আঁকা থেকে শুরু করে গান, নাচ, খাওয়া-দাওয়া, নাটক, আবৃত্তি সবই ছিল এই শিশুদেরকে নিয়ে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিয় সরকার প্রাক্তন যুগ্ম অধিকর্তা ডিসিআরটি, ছিলেন কমলা সাহা প্রাক্তন ডেপুটি ডাইরেক্টর ডিসিআরটি, উপস্থিত ছিলেন মহুয়া সুর রায় প্রাক্তন ডেপুটি ডাইরেক্টর ডিসিআরটি, পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত কাজী মাসুম আক্তার, মলয় .দেওয়ানজি ও সুতপা সরকার, কুন্তল মজুমদার, অনন্যা ভট্টাচার্য এমডি নাদিম, সুব্রত দাস প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এই প্রসঙ্গে পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক কাজী মাসুম আক্তার বলেন, কোলাহল মানে শিশুদের কোলাহল। শিশু হল দেব শিশু। আমরা সমাজটাকে নষ্ট করে ফেলেছি। কিন্তু শিশুদের কোলাহলের মধ্যে আনন্দ রয়েছে, নির্মলতা রয়েছে, পবিত্রতা রয়েছে, ভালবাসার অবগাহন রয়েছে। এই ছেলেরা হচ্ছে প্রান্তিক ঘরের ছেলে। এরা হচ্ছে দেশের সম্পদ। ওরা এগিয়ে যাও মানে দেশ এগিয়ে যাওয়া। আমরা যখন বলি যে ভারতবর্ষ এগোচ্ছে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষে প্রান্তিক শিশুরাই এগোচ্ছে কিনা। সেই শিশুদের কোলাহল আমরা এখানেই দেখছি। শিশু দিবসকে কেন্দ্র করে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি গণ উন্নযন পর্ষদকে। যিনারা এই আয়োজন করেছেন। সুতপা ম্যাডামকে ধন্যবাদ জানাবো। এই প্রচেষ্টা সর্বোচ্চ ছড়িয়ে যাক। ওদের নাচ দেখতে পাচ্ছি, গান দেখতে পাচ্ছি, ড্রয়িং, নাটক, ওরাও তো ভারতবর্ষ। ওরাও তো পৃথিবী, ওরাও তো আগামী। ওদের মধ্যে প্রতিভা গুলো সুপ্ত থাকে। কেউ যদি বিচ্ছুরিত করার সাহায্য করে সেটাই বা কম কিসের। এই সন্ধ্যেবেলা কসবা অঞ্চলে এই কোলাহল প্রাঙ্গণে সেটাই দেখছি। মন ভরে যাচ্ছে। নাচছে, গাইছে, খেলছে, দেখছে, খাচ্ছে। আমরা ওদের তাড়িয়ে তাড়িয়ে আমরা শৈশবকে পুনর্জীবিত করছি। গণ উন্নয়ন পরিষদের ডিরেক্টর সুতপা সরকার বলেন, আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো অবহেলিত সম্প্রদায় কে নিযে .কাজ করা আমাদের মূল লক্ষ্য। একদম সমাজে যারা পিছিয়ে পড়া নারী-পুরুষ থেকে শুরু করে শিশুদের উপরে আমার কাজকর্ম করে থাকি। সমাজের নারী এবং শিশুরা বেশি অবহেলিত। তাদের ভেতরের যে সত্তাটাকে আমরা বিভিন্নভাবে জাগিয়ে তুলি। ৪২ বছর ধরে আমরা এমনই কাজ করে চলেছি। আমরা পশ্চিমবঙ্গ এবং উড়িষ্যা রাজ্যে আমাদের এই কাজ চলছে। এই অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণের চারিদিকে ছিল বিভিন্ন রকমের মুখরোচোখ খাবার। এবং একদিকে চলছে অনুষ্ঠান, আর অন্যদিকে রয়েছে দেখানো হচ্ছে ছোট ছোট কচিকাঁচাদের নিজের হাতে আঁকা ছবি। সত্যি খুব আনন্দদায়ক একটি অনুষ্ঠান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন বলেন, এরকম শিশুদের নিয়ে এই ধরনের প্রোগ্রাম সচরাচর দেখা যায় না। শিশুরা কত আনন্দে উল্লাসে এই অনুষ্ঠানে তারা একত্রিত হয়।

গোয়ালাবস্তির পলাতক দুই নেশা কারবারি পুলিশের হেফাজতে

আগরতলা, ১ ডিসেম্বর (হি.স.)ঃ পলাতক দুই নেশা কারবারিকে অবশেষে গ্রেফতার করতে সক্ষম হল এনসিসি থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম বাপি সরকার এবং রনিত সরকার। সম্প্রতি আগরতলা শহরের গোয়ালা বস্তি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিনজন নেশা কারবারিকে গ্রেফতার করা হলেও বাপি ও রনিত পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায়। তাদের ধরতে পুলিশ টানা অভিযান চালাচ্ছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ২৯ নভেম্বর জিবি বাজার এলাকা থেকে বাপি সরকারকে গ্রেফতার করে এনসিসি থানার পুলিশ। তাকে আদালতে পেশ করে তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হয়। রিমান্ড শেষে সোমবার তাকে ফের আদালতে সোপর্দ করা হয়। বাপি সরকারের জিজ্ঞাসাবাদের সূত্র ধরে রবিবার রাতে পুলিশ অপর পলাতক অভিযুক্ত রনিত সরকারকেও গ্রেফতার করে। এনসিসি থানার ওসি প্রাণজিত মালাকার জানান, ধৃত দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রয়েছে।

আসুস ২০২৫ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে ভারতের নং ২ কনজিউমার নোটবুক কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে

কলকাতা, ১ ডিসেম্বর ঃ আইডিসি কোয়ার্টারলি পার্সোনাল কম্পিউটিং ডিভাইস ট্র্যাকার, ২০২৫ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকের তথ্য অনুযায়ী, তাইওয়ানের প্রযুক্তি জায়ান্ট আসুস ২০২৫ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে ভারতে নং ২ কনজিউমার নোটবুক কোম্পানি হিসেবে তার অবস্থান আরও মজবুত করেছে। এই মাইলফলকটি আসুস-এর উল্লেখযোগ্য বছরের পর বছর ধরে প্রবৃদ্ধিকে প্রতিফলিত করে, যা মূলত গ্রাহকদের আরও কাছাকাছি পৌঁছানোর কৌশলগত মনোযোগের ফল। কোম্পানি তার প্রোডাক্ট পোর্টফোলিও উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারণ করার পাশাপাশি রিটেল টাচপয়েন্ট বৃদ্ধি করেছে, যার মাধ্যমে ভারতের ৬০০ জেলায় উন্নত প্রোডাক্টের অভিজ্ঞতা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ব্যবসা বিস্তৃত করা এবং নতুন অংশীদারদের যুক্ত করা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বাজারে উপস্থিতি শক্তিশালী করা পর্যন্ত, আসুস ইন্ডিয়া তাদের আসুস এআই পিসি কনজিউমার ও গেমিং নোটবুক, পাশাপাশি কক্ষ, ডেস্কটপ এবং অ্যাক্সেসরিজ সেগমেন্টে একাধিক যুগান্তকারী উদ্ভাবন নিয়ে এসেছে। এই বছর বহু-রঙের ভিভোবুক, ROG Ally X-এর উদ্বোধনসহ বেশ কয়েকটি সফল প্রচারাভিযান শুরু করা হয়েছে, যা দর্শকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে সাড়া ফেলেছে। এই সেগমেন্ট বাজারে তার আধিপত্য বজায় রেখেছে, শীর্ষস্থানীয় ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলিতে অন্যতম সর্বাধিক বিক্রীত পণ্য বিভাগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আসুস ইন্ডিয়া বিশ্বের হালকা Copilot PC: আসুস জেনবুক A14-এর উদ্বোধনও ঘোষণা করেছে এবং ভারতে NVIDIA RTX 5000 সিরিজে নং১ মার্কেট শেয়ার অর্জন করেছে। DT এবং Ai লাইন-আপের মাধ্যমে আসুস ভারতীয় বাজারের জন্য একাধিক ডিভাইস ও সমাধানের নতুন সিরিজও উপস্থাপন করেছে। ২০২৫ সালে প্রবেশের সময়, আমাদের কাছে একটি স্পষ্ট লক্ষ্য ছিল,ভারতের প্রধান পিসি ব্র্যান্ড হওয়া, যা এমন প্রযুক্তি দ্বারা সমর্থিত হবে যা গ্রাহকদের জন্য সুবিধা বাড়াবে। আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে কনজিউমার নোটবুক পিসি ক্যাটাগরিতে আমরা বছরের পর বছর ধরে ৭ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি, যা আমাদের এই ক্যাটাগরিতে দ্বিতীয় বৃহত্তম অবস্থানে নিয়ে এসেছে। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে, আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ আছি

অত্যাধুনিক সমাধান সরবরাহ করতে যা বিভিন্ন দর্শক গোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ করবে এবং আমাদের প্রদত্ত কার্যকারিতাগুলি সত্যিই ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতাকে উন্নত করবে। আর্নল্ড সু, ভাইস প্রেসিডেন্ট, কনজিউমার ও গেমিং পিসি, সিস্টেম বিজনেস গ্রুপ, আসুস ইন্ডিয়া বলেছিলেন। আসুস সমগ্র দেশ জুড়ে তার উপস্থিতিকে আরও মজবুত করেছে একটি সুসংহত রিটেল চ্যানেল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। বর্তমানে কোম্পানির রয়েছে ৩২০ এক্সক্লুসিভ স্টোর, ২০টি গুঙ্ক স্টোর এবং ৫০০০ বেশি মাল্টি-ব্র্যান্ড আউটলেট, যা ৬২৪টি জেলায় বিস্তৃত। ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে শক্তিশালী উপস্থিতির পাশাপাশি কোম্পানি এখন কুইক কমার্স চ্যানেলের মাধ্যমেও ল্যাপটপ ও অ্যাক্সেসরিজ সরবরাহ শুরু করেছে। ভোক্তাদের রিটেল অভিজ্ঞতাকে নতুনভাবে কল্পনা করে আসুস তার রিটেল টাচপয়েঃটগুলোকে ডিজিটাল লার্নিং এবং গেমিং অভিজ্ঞতার হাবে রূপান্তর করেছে, যেখানে স্থানীয় ইকোসিস্টেমের সঙ্গে মিলিত হয়ে ওয়ার্কশপ ও ইভেন্ট আয়োজন করা হচ্ছে। এই কৌশল ব্র্যান্ড লয়্যালটি বাড়ায় এবং টিয়ার ২ ও টিয়ার ৩ শহরের উদীয়মান নির্মাতাদের সমর্থন প্রদান করে। ২০২৫ সাল যত এগিয়ে আসছে, আসুস ইন্ডিয়া ২০২৬ সালে আরও ব। অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে, ক্রমবর্ধমান পিসি ল্যান্ডস্কেপে নেতৃত্ব দখলের উদ্দেশ্যে কোম্পানি AI PC এবং প্রিমিয়াম অফারিং-এ বিশেষভাবে মনোযোগ দিচ্ছে। ২০২৬ সালে নং১ স্থানকে চ্যালেঞ্জ করার লক্ষ্যও কোম্পানি স্থির করেছে। IDC-এর তথ্য অনুযায়ী, ভারতের ঐতিহ্যবাহী পিসি বাজার-যার অন্তর্ভুক্ত ডেস্কটপ, নোটবুক এবং ওয়ার্কস্টেশন-২০২৫ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে (Q3 2025) সর্বকালের সেরা ত্রৈমাসিক পারফরম্যান্স অর্জন করেছে, এই সময়ে বাজারে মোট শিপমেন্ট ৪.৯ মিলিয়ন ইউনিটে পৌঁছেছে, যা একটি নতুন সর্বোচ্চ রেকর্ড। এটি বছরের পর বছর ধরে ১০.১ শক্তিশালী প্রবৃদ্ধিকে নির্দেশ করে, যা তৃতীয় ত্রৈমাসিক ২০২৪-এ রেকর্ড করা আগের সর্বোচ্চ ৪.৫ মিলিয়ন ইউনিটের সংখ্যাকেও স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করেছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ২, সংখ্যা, মঙ্গলবার ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসু (৩০ নভেম্বর ১৯০৮ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। বিংশ শতাব্দীর একজন প্রভাবশালী বাঙালি কবি, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, কথাসাহিত্যিক, অনুবাদক, সম্পাদক ও সাহিত্য-সমালোচক ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকে আধুনিক কবিতার যারা পথিকৃৎ তিনি তাদের একজন। তিনি বাংলা সাহিত্য সমালোচনার দিকপাল ও কবিতা পত্রিকার প্রকাশ ও সম্পাদনার জন্য তিনি বিশেষভাবে সমাদৃত। অল্প বয়স থেকেই কবিতা রচনাসহ নিজের নাট্যদল গঠনে ভূমিকা রাখেন। তিনি প্রগতি ও কল্লোল নামে দু'টি পত্রিকায় লেখালেখিতে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবদ্দশাতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের বাইরে এসে যারা লেখালেখি করেছেন তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম। ইংরেজি ভাষায় কবিতা, গল্প, প্রবন্ধাদি রচনা করে তিনি ইংল্যান্ড ও আমেরিকায়ও প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর জন্ম তার মাতামহের বাড়ী কুমিল্লায়। তার পিতা ভূদেব বসু পেশায় ঢাকা বারের উকিল ছিলেন। তার মাতার নাম বিনয়কুমারী। বুদ্ধদেব বসুর মাতামহ চিন্তাহরণ সিংহ ছিলেন পুলিশ অফিসার। তার পৈতৃক নিবাস ছিল বিক্রমপুরের অর্থাৎ বর্তমান মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার মালখানগর গ্রামে। জন্মের চব্বিশ ঘণ্টা পরেই তার মাতা বিনয়কুমারীর ১৬ বছর বয়সে ধনুষ্টঙ্কার রোগে মৃত্যু ঘটে। এতে শোকাভিভূত হয়ে তার পিতা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করেন। মাতামহ চিন্তাহরণ ও মাতামহী স্বর্ণলতা সিংহ'র কাছে প্রতিপালিত হন বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেবের শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের প্রথমভাগ কেটেছে কুমিল্লা, নোয়াখালী আর ঢাকায়।

বুদ্ধদেব বসু ১৯১৮ সালে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় সচ্চিদানন্দ ইনস্টিটিউশনে পড়াশোনা করেন। পরবর্তীতে ১৯২১ সালে ১৩ বছর বয়সে তিনি ঢাকায় আসেন এবং প্রায় দশ বৎসর ঢাকায় শিক্ষালাভ করেন। বুদ্ধদেব বসু ১৯২৩ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯২৫ সালে ঐ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম বিভাগে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। ১৯২৭ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (বর্তমানে ঢাকা কলেজ) থেকে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আই. এ. পাস করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ থেকে ইংরেজিতে ১৯৩০-এ প্রথম শ্রেণীতে বি. এ. অনার্স এবং ১৯৩১-এ প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ছিলেন মেধাবী এক ছাত্র। বি. এ. অনার্স পরীক্ষায় তিনি যে নম্বর লাভ করেন তা একটি রেকর্ড; এবং অদ্যাবধি (২০২১) এ রেকর্ড অক্ষুণ্ণ আছে। অধ্যাপনার মাধ্যমেই তার কর্মময় জীবন শুরু। জীবনের শেষাবধি তিনি নানা কাজে-কর্মে ব্যাপৃত রেখেছেন। শিক্ষকতাই ছিল জীবিকা অর্জনে তার মূল পেশা। কর্মময় জীবনের শুরুতে স্থানীয় কলেজের লেকচারের পদের জন্য আবেদন করে দু'বার প্রত্যাখ্যাত হলেও ইংরেজি সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য পরিণত বয়সে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। বাঙলা ভাষার তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনার ক্ষীণস্রোতকে তিনি বিস্তৃত ও বেগবান করেন। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত কলকাতা রিপন কলেজে ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৫ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত স্টেটসম্যান পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন। ১৯৫২ সালে দিল্লি ও মহিশূরে ইউনেস্কোর প্রকল্প উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ১৯৫৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পিটসবার্গের পেনসিলভেনিয়া কলেজ ফর উইমেনে শিক্ষকতা করেন তিনি। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধদেব বসু তুলনামূলক ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এছাড়াও, তিনি সম্পাদক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন।

রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ শান্তিদেব

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা সেজন্য শান্তিদেব ঘোষকে গানের সঙ্গে শিখতে হল নাচ। দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিলেন কথাকলি নাচ শিখতে, এর বেশ কয়েক বছর পরে ক্যান্ডি ও জাভা-বালির নৃত্য শিখতে সিংহল, বর্মা ও ইন্দোনেশিয়ায় গিয়েছেন। একেবারেই শিশু বয়সে শান্তিদেব ঘোষ শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। শান্তিনিকেতন লেখাপড়া লিখেছেন শুধু নয় অল্প বয়সেই সংগীত, নৃত্য এবং অভিনয়ে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেন আরও বিস্তারিত বললে সংগীতে শান্তিদেব ঘোষের স্বাভাবিক অনুরাগ ও শক্তিমত্তার পরিচয়, ফলে রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে তাঁর সংগীতশিক্ষার সূচনা। ভীমরাও শাস্ত্রীর কাছে লিখেছেন হিন্দুস্থানি সংগীত। শান্তিদেবের যখন ১৯/২০ বছর তখনই তিনি বিশ্বভারতীতে নৃত্য গীত ও অভিনয়ের কাজে নিযুক্ত এবং সেই জন্য প্রায়ই তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ হত। তিনি রবীন্দ্রনাথের কতটা কাছের মানুষ ছিলেন, সেসময় বিশ্বভারতীর সকলেই জানতেন। ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে একদিন শান্তিদেবকে দেখামাত্রই খুশি হয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন তিনি এইমাত্র একটি নতুন গান রচনা করেছেন। সেটি এখনই তাঁকে শিখে নিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ যখনই কোনও নতুন গান রচনা করতেন তখনই সেটি কাউকে না শিখিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন না। রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে লেখা গানটির একটি কপি শান্তিদেব ঘোষের হাতে ধরিয়ে দিয়ে খাতা খুলে গানটি গাইতে লাগলেন। শান্তিদেব যখন ভাবলেন সুরটি তাঁর আয়ত্তে এসে গেছে, তখন গলা খুলে গাইতে লাগলেন গুরুদেবের সঙ্গে,গানটি শান্তিদেবের আয়ত্তে এসে গেছে দেখে রবীন্দ্রনাথ থামলেন। ওই সময়ে দিনেন্দ্রনাথ তাঁর 'সুরপুরী' নামের বাড়িতেই ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বোধহয় ভেবেছিলেন, দিনেন্দ্রনাথকে খবর দিয়ে আনাতে যে সময় যাবে, তার মধ্যে সুরের বদল ঘটতে পারে। সেই কারণে শান্তিদেব ঘোষকে হাতের কাছে পেয়েই গানটি শিখিয়ে দিতেন তিনি।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

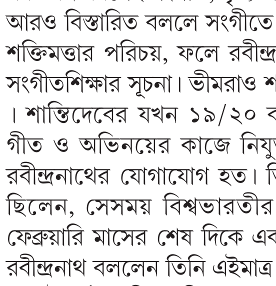

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বললেন,মা তাঁর সন্তানদের শক্তি দান করেন। মায়ের শক্তির অন্যতম অংশ হল তাঁর সন্তান। মাতা তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত। মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকবে না। সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন কর।

রামকৃষ্ণ দর্শন

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বললেন,মা ভবতারিণী পরম সত্যের উপাসক। মায়ের ভক্ত হলে তবেই শক্তি অর্জন করা সম্ভব। তিনি আরও বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। মা ভবতারিণী তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। মায়ের শক্তির অন্যতম অংশ হল তাঁর সন্তান। মাতা তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত। মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃশক্তি বন্দনায়। মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারন করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না।

সত্যজিৎ রায় ছবি তৈরির আগে সংলাপ, সঙ্গীত, চরিত্রাঙ্গন সব কিছু তৈরি করতেন স্বয়ং নিজে

রবীন্দ্রকুমার শীল

সুকুমার রায়কে নিয়ে আকাশবাণীতে 'আমার বাবা' নামক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'আমার জন্মের অল্পদিনের মধ্যেই বাবা অসুখে পড়েন, আর সেই অসুখেই ছত্রিশ বছর বয়সে তিনি মারা যান। আমার বয়স তখন আড়াই, এই আড়াই বছর বয়স কালে বাবা অসুখের মধ্যেই একটু ভালোর দিকে গেলে তাকে চেঞ্জে নিয়ে যাওয়া হতো আর তার সঙ্গে থেকে একজন লেখক সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়, তাছাড়া চিঠি, ডায়েরি ইত্যাদি তো আছেই। দুঃখের বিষয় সুকুমার রায় কোনো ডায়েরি লিখে জাননি। এটা আমাদের পরিবারের কেউই লেখেননি, কেবল একজন ছাড়া ইনি ছিলেন আমার। ছোটো কাকা সুবিমল রায়। তবে এই ডায়েরিতে কোনো আত্মসমীক্ষা স্থান পায়নি। ছোটকাকা বছরের পর বছর একই রকম ডায়েরি লিখে গেছেন। যাতে

আমিও যেতাম। অত কম বয়সের স্মৃতি স্থায়ী হয় কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন আছে, কিন্তু আমার এই সময় দু-একটা ঘটনা খুবই সামান্য হলেও এখনো মনে আছে। একবার বাবার সাথে সোদপুর গিয়েছিলাম, গঙ্গার ধরে বাড়ি বাবা একটা জানলার ধারে বসে আছেন আর আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে। বাবা বললেন, স্টিমার যাচ্ছে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের খোলা চত্বরে এসে গঙ্গায় স্টিমার দেখলাম তারপর একবার গিরিডি গিয়েছিলাম সেটা সোদপুরের আগে না পরে সেটা মনে নেই। এই স্মৃতিতে অবশ্য বাবা নেই আছে উশ্রী নদী আর আমাদের বুড়ো চাকর প্রয়াগ। আমি আর প্রয়াগ মিলে উশ্রীর ধারের বালি খুঁড়ে জল বার করছি, এমন সময় এক দেহাটি মেয়ে এসে তাতে হাত ধুয়ে গেল। ব্যাস এইটুকুই। এই দুই ঘটনাই যে সন্ধ্যার তাও আমার মনে আছে। সত্যি বলতে যে সুকুমার রায়কে আমি চিনেছি তার লেখা আর আঁকা থেকে আর আত্মীয় স্বজনের বর্ণনা থেকে। লেখা বলতে শুধু ছাপা লেখা নয়, সে লেখা যেমন আমার কাছে আছে ঠিক তেমনি অনেকের কাছেই আছে। সাহিত্যিক সুকুমার রায় তো কারুর একার সম্পত্তি নয়। আমার একটা বড়ো আফসোস এই যে 'হ য ব র ল'র পাণ্ডুলিপি আমি কখনো চোখে দেখিনি এবং তা যে কোথায় বা আবোল-তাবলের মূল ছবিগুলোই বা কোথায় তা কেউ জানে না। আরো আফসোস যে পাণ্ডুলিপি থেকে বা লেখার খসড়া সকাল থেকে শুতে যাওয়া পর্যন্ত দিনলিপির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যায়। সুকুমার রায়ের কোনো দিনলিপি নেই, যা আছে তা হলো কিছু নোটবই, কিছু পরিবারিক চিঠি, একটা হাতে লেখা পত্রিকার দুটো সংখ্যা, কিছু নাটকের পাণ্ডুলিপি আর একটি খেরোর খাতা। এর মধ্যে হাতের লেখা পত্রিকা দুটোই সব থেকে পুরানো তার নাম ছিল, 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'। প্রতিটা বইয়ের মলাট সুকুমার রায়ের নিজের করা, তার বয়স তখন সতের কী আঠের। এটা বোঝা যায় এতেই কারন কিছু লেখায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উল্লেখ আছে। সন ১৯০৫-০৬ তাতে লেখা আছে, সকলেই কমবেশি কলেজের ছাত্র, বাবা ছাড়া কারুর হাতের লেখা বোঝার উপায় নেই এবং সকলেই ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। এই পত্রিকার জন্যই লেখা 'ঝালাপালা' ও 'লক্ষণের শক্তিশেল'। বাবাদের তখন একটি ক্লাব ছিলো নাম ননসেন্স ক্লাব'।

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' কিংবা 'হীরক রাজার দেশে' যে সব গান রয়েছে সিনেমায় তা রিলিজ করলে মানিকবাবুকে ব্যান করে দিত। আজ থেকে কতবছর আগে তিনি যা লিখে গেছেন আজকের সমাজে তার প্রতিফলন। অধিকাংশ বাঙালি সত্যজিৎ রায়কে শুধু ফেলুদা, শঙ্কু, তারিণী খুড়োর মধ্যে শুধু সীমাবদ্ধ করে রাখতে চায়, কিন্তু বিশ্ব সিনেমা জগতে তাঁর অবদান সীমানাহীন।

তাঁর বিস্তার আসমুদ্র-হিমাচল। শান্তিনিকেতনে পড়তে পড়তেই তাঁর মাথায় সিনেমা তৈরি ইচ্ছা জাগে, তবে সিনেমা তৈরি করবো বললেই তো করা যায় না; তাই শুরু হলো লড়াই। প্রথমে পারিবারিক সন্দেশ পত্রিকায় লেখা, স্কেচ, বইয়ের অলংকরণ থেকে বিজ্ঞাপনের দুনিয়া। প্রথম জীবনে তেল সাবানের বিজ্ঞাপন করা ব্যক্তি যে কোনোদিন বিশ্ব চলচ্চিত্রের দাপটের সাথে এক স্বতন্ত্র দিক নির্দেশ করবে তা কেই বা জানত। সমায়ের সাথে সাথে সত্যজিৎ হয়ে উঠেছেন মহীরুহ। ছোটদের ছবি হীরক 'রাজার দেশে'। সত্যি ছোটদের? তা রাজনৈতিক দিক থেকেও বেশ তাৎপর্য পূর্ণ। 'ওরা যত বেশি পড়ে, তত বেশি জানে, তত কম মানে' এই সংলাপ আজকের দিনেও বারবার ফিরে এসেছে, অশিক্ষা-অন্ধবিশ্বাস আর সর্বোপরি ভুল চিন্তা-ভাবনা মগজে প্রবেশ করিয়ে সমাজের একশ্রেণীকে বিপথে চালিত করা হয়ে ছলেছে। তাইতো বোধয় উনি 'মগজ ধোলাইয়ের' কথা বলেছিলেন। জীবনের প্রথম লগ্নেই যে তিনি সাফল্যের স্বাদ পেয়েছিলেন একথা একদমই ভুল। খুব ছোট বয়সে হারিয়েছিলেন বাবাকে। বাবাকে নিয়ে তেমন স্মৃতি তার নেই বললেই চলে, তিনি তার বাবা আরো অনেক কথা বলতে গেলে শেষ হবে না। নিজের জীবনে তিনি তাঁর বাবাকে পেয়েছিলেন মাত্র আড়াই বছর, সুকুমার রায় যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে তাঁর প্রভাব সত্যজিতের ওপর কিভাবে পড়তো তা বলা মুশকিল। স্ত্রী বিজয়া রায়ের মতো করে কেউ তাঁকে কোনোদিন চিনতে পারেননি, আর তা সম্ভবও ছিল না। ১৯৫৫ সালে সত্যজিতের প্রথম সিনেমা 'পথের পাঁচালি' মানুষের জন্য উন্মুক্ত করা হয় সেই, 'পথের পাঁচালির' এক জায়গায় মিউজিকের প্রয়োজন ছিল কিন্তু সেখানে কোনো মিউজিক ছিল না, ছবির সঙ্গীত পরিচালক পণ্ডিত রবিশঙ্কর একরাতের মধ্যে মিউজিকের কাজ শেষ করেন কারণ তাঁর পরের দিন কোনো কনফারেন্স বা কোথাও যাওয়ার ছিল। দৃশ্যটা ছিল মিঠাইওয়ালা বাঁকে করে মিষ্টি ঝুলিয়ে যাবে, অপু-দুর্গা তাদের কুকুরের সাথে মিঠাইওয়ালার পিছু পিছু যাবে। মানিক বললেন, এখানে মিউজিক অত্যন্ত জরুরি কারণ হেঁটে চলা, বাঁকের মিষ্টির হাঁড়ি দুলতে দুলতে যাচ্ছে... এর মধ্যে একটা রিদম আছে, মিউজিক না হলে পুরো জিনিসটা ফাঁকা বা ফ্ল্যাট লাগবে। আমাদের ক্যামেরা ম্যান সুব্রত ভালো সেতার বাজাতেন। সেই ফাঁক ভরাট করার জন্য মানিক ওকে দিয়ে একটা ছোট্ট পিস বাজিয়ে রেকর্ড করে নিলেন এবং সেটা যে কি সুন্দর হয়েছিল, তা যারা 'পথের পাঁচালি' দেখেছেন তারা সবাই বুঝতে পারবেন।

সত্যজিৎ রায়ের ভাবনা চিন্তা যে কত সুদূর প্রসারী ছিলেন। সেটা বোঝা যায় যে তিনি সিনেমার স্ক্রিপ্ট লেখা, পরিচালনা ও সঙ্গীত পরিচালনায় দায়িত্ব গ্রহণ করতেন এবং কারোর ওপরে ভরসা করতেন না। সব কাজ সমন'র্কে নিখুঁত না হলে তিনি বাতিল করে দিতেন। ছবি নির্দেশের পাশাপাশি তাঁর সুরের প্রতি দখল ছিল মারাত্মক। সবাইকে পরাস্ত করে দেওয়ার মতো। তার প্রমাণ গুপী গাইন বাঘা বাইন থেকে শুরু করে হীরক রাজার দেশ এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কাব্যের মধ্যে দিয়ে রাজসভায় কথোপকথন তৈরি করাটা খুবই শক্ত কাজ। সেই শৈল্পিক কাজকে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে সমাপ্ত করেছেন এবং দর্শকদের বহবা পেয়েছেন। মানিকবাবুর স্ত্রী বিজয়া রায়ের বলছেন, মানিক গান লিখতে শুরু করেন দেবীর সময় থেকে, বাবু(সন্দীপ রায়)কে নিয়ে পুরী বেড়াতে গেছি ফিরে আসতে আমার শাশুড়ি মা বললেন,জান মামণি, তোমার স্বামী ব্রাহ্ম হইয়া শ্যামা সঙ্গীত লিখসে তখন'ই শুনলাম ওঁর লেখা গান..এবার তোমায় চিনেছি মা/তোমার নামে কালী মুখে কালী/অন্তরেতে নাই কালীমা। ব্রাহ্ম হয়ে কালী সঙ্গীত রচনা করেন দেবী ছবির জন্য। মানিকবাবুকে নিয়ে লিখতে গেলে বা জানতে গেলে সময় নামক বিষয়টিকে জীবন থেকে সরিয়ে দিতে হবে। বাংলার বিখ্যাত দুই পরিচালক সত্যজিৎ রায় ও ঋত্বিক ঘটক যাঁদের নাম সর্বজনবিদিত, তাঁদের সম্পর্ক কেমন ছিল? সকলের কাছে অজানা যে গায়ক কিশোর কুমারের মামা ছিলেন সত্যজিৎ রায়? তাহলে এই দুই কিংবদন্তিকে নিয়ে গল্পতো বলতেই হয়। তখন ঘরে বাইরের শ্যুটিং চলছে, একদিন মানিকবাবু মুম্বাই এলেন মিউজিক রেকর্ডের জন্য যেখানে 'চল রে চল সবে ভারত সন্তান' গানটি রেকর্ড করা হয়। রেকর্ডিং রুমে ঢুকে মানিকবাবু বলেন,কিশোর একদম খালি গলায় গাইতে হবে, ওপেন ভয়েস, আমি পিয়ানো বাজাবো। ছবি বিশ্বাসের সঙ্গে সৌমিত্রের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। 'ছবিদা এর নাম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, আমার পরের ছবি 'অপুর সংসারের' অপু। ব্যাস আমার চোখের সামনে যেনো জলসাঘর সেটের ঝাড় লণ্ঠন দুলে উঠলো। ফেলুদা পড়েনি এমন বাঙালি খুঁজে পাওয়া খুব মুস্কিল। এই ফেলুদা চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কীভাবে যুক্ত হলেন তা একটি ইতিহাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে। সব ছবির স্কেচ আগেই তৈরি করে নেন নিজের খাতায়। তারপরে ছবি তৈরি।

'নায়ক' ছবিতে উত্তমকুমার ছাড়া কাউকে ভাবা যায় না

বিশেষ প্রতিবেদক

যেদিন তিনি চির ঘুমের দেশে পাড়ি দিলেন, ঠিক তার দুই দিন পরে, ১৯৮০ সালের ২৬শে জুলাই, তাঁর স্মৃতিচারণে 'নায়ক' স্রষ্টা 'শ্রী সত্যজিৎ রায়' লিখেছিলেন, ''উত্তম কুমারকে যখন প্রথম ছবিতে দেখি তখনও আমি নিজে ছবির জগতে আসিনি। নতুন একটি হিরোর আবির্ভাব হয়েছে বলে শুনছিলাম, ছবিটিও নাকি ভাল, তাই স্বাভাবিক তাগিদেই গেলাম 'সাড়ে চুয়াত্তর' দেখতে। নির্মল দে-র ছবি, পরিচ্ছন্ন পরিচালনা, আঁটসাট চিত্রনাট্য। এই বিশেষ পরিচালকের কাজ ভাল লেগেছিল বলেই পরে দেখলাম 'বসু পরিবার' ও 'চাঁপাডাঙার বউ'। তিনখানা ছবি পর পর দেখে, মনে হল উত্তম কুমারের অভিনয় ও ব্যক্তিত্বে সত্যিই একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের দুর্গাদাস, প্রমথেশ, ধীরাজ, জহর গাঙ্গুলী প্রমুখের কাজের সঙ্গে এর বিশেষ মিল নেই। মনে হল ছেলেটি হলিউডের ছবি-টবি দেখে। অভিনয়ে থিয়েটারের গন্ধ নেই, চলায় -বলায় বেশ একটা সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য। ক্যামেরা বস্তুটিকে যেন বিশেষ তোয়াক্কা করে না। তার উপরে চেহারায় ও হাবেভাবে বেশ একটা মন টেনে নেওয়ার ক্ষমতা আছে। উত্তমকুমারের ভবিষ্যৎ আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এর দশ-বারো বছর পর উত্তম কুমারের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ আসে আমার। ইতিমধ্যে উত্তম-সুচিত্রার রোম্যান্টিক জুটি দর্শকদের মন জয় করেছে। লেখক পরিচালক প্রযোজক দর্শক সকলের চাহিদা চলে গেছে প্রেমের গল্পের দিকে। 'অগ্নিপরীক্ষা' বা 'হারানো সুর' দেখে এটা বুঝেছিলাম যে এই জুটির সাফল্যের পিছনে লেখক প্রযোজক পরিচালক দর্শক সমালোচক ফিল্ম-পত্রিকা সম্পাদক ইত্যাদি সকলের যতই অবদান থাকুক না কেন, এদের দু'জনের মধ্যেই এমন সব গুণ বর্তমান, যার রাসায়নিক সংমিশ্রণে সোনা ফলতে বাধ্য। শুধু উত্তমের কথা বলতে গেলে এটা বলা যায় যে, নায়িকার সান্নিধ্যে এলেই অনেক নায়কের মধ্যেই সিঁটিয়ে যাওয়ার ভাবটা ক্যামেরায় অব্যর্থ ভাবে ধরা পড়ে, উত্তম কুমারের মধ্যে সেটি নেই। বরং প্রেমের দৃশ্যে এঁর অভিনয় খোলে সবচেয়ে বেশি। নারী-পুরুষের সম্পর্ক যেখানে চিত্রকাহিনির অন্যতম প্রধান উপাদান, সেখানে এটা যে কত বড় গুণ সেটা সহজেই অনুমান করা যায়।

'নায়ক'-এর গল্প আমি লিখি উত্তমকুমারের কথা ভেবেই। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের এক অভিনয়-পাগল যুবক ছবিতে নেমে তরতরিয়ে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে যাচ্ছে। এই অবস্থায় এই যুবকের মনে কী ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে, তার মূল্যবোধে কী পরিবর্তন হতে পারে, এও ছিল গল্পের বিষয়।

চিত্রনাট্য শুনে উত্তম খুশি হয়। তার একটা কারণ হতে পারে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে কাহিনির সাদৃশ্য। আলোচনা করে বুঝলাম যে গল্পের গভীরে প্রবেশ করতে না চাইলেও, বা না পারলেও, তাঁর চরিত্রটি কীভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে সেটা উত্তম মোটামুটি বুঝে নিয়েছে। তাঁকে আগেও বলে রেখেছিলাম যে, সে যে ধরনের প্রেমের গল্পে অভিনয় করতে অভ্যস্ত, এটা সে ধরনের গল্প নয়। সুতরাং তাঁকে গতানুগতিক পথ কিছুটা ছাড়তে হবে। এতে যে প্রেম আছে, তা প্রচ্ছন্ন। এতে নায়কের দোষ-গুণ দুই আছে, এবং তা যে শুধু অন্তরে তা নয়। তাঁকে বললাম যে তোমার গালে যে সাম্প্রতিক পানবসন্তের দাগগুলি রয়েছে, সেগুলি ক্যামেরায় বোঝা যাবে, কারণ তোমাকে মেকআপ ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না।

এই সব প্রস্তাবে তাঁর সামান্য প্রাথমিক দ্বিধা উত্তম সহজেই কাটিয়ে উঠেছিল। এটা বলতে পারি যে , উত্তমের সঙ্গে কাজ করে যে তৃপ্তি পেয়েছিলাম, তেমন তৃপ্তি আমার এই পঁচিশ বছরের ফিল্ম জীবনে খুব বেশি পাইনি। উত্তম ছিল যাকে বলে খাঁটি প্রোফেশনাল। রোজকার সংলাপ সে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে কাজে নামত। তাঁর অভিনয় ক্ষমতা ছিল সহজাত। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর দখল ছিল ষোলো আনা। ফলে স্বভাবতই তাঁর অভিনয়ে একটা লালিত্য এসে পড়ত। রোজই দিনের শুরুতে সেদিনকার বিশেষ কাজগুলি সম্পর্কে একটা প্রাথমিক আলোচনার পর আমাকে নির্দেশ দিতে হত সামান্যই। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, নিছক নির্দেশের বাইরেও সে মাঝে মাঝে কিছু সূক্ষ্ম ডিটেল তাঁর অভিনয়ে যোগ করত যেগুলি সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব অবদান। এই অলংকরণ কখনই বাড়াবাড়ির পর্যায় পড়ত না; এটা সব সময়েই হত আমার পক্ষে একটা অপ্রত্যাশিত উপরি প্রাপ্তি। বড় অভিনেতার একটা বড় পরিচয় এখানেই। 'নায়ক'-এর পর 'চিড়িয়াখানা' ছবিতে উত্তমের সঙ্গে কাজ করেও একই তৃপ্তি পেয়েছি। 'চিড়িয়াখানা' ছিল নায়িকা-বর্জিত ছবি, ফলে বলা যেতে পারে উত্তমের পক্ষে আরও বড় ব্যতিক্রম।

আজ কাগজে পড়ে জানলাম যে উত্তমকুমার নাকি আড়াইশোর উপর ছবিতে অভিনয় করেছিল। এর মধ্যে অন্তত দুশো ছবি যে অচিরেই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। যে দেশে সৎ অভিনেতার অভাব, সেখানে এটাই স্বাভাবিক।

উকিলের কেরানি শংকরের লেখক হয়ে ওঠা

দেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক শংকরের ধারাবাহিক লেখনি লিখেন বিমল মিত্রের সঙ্গে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ শংকরের 'চৌরঙ্গী' বিমল মিত্রের 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'। এক টেবিলে কিস্তি লেখা হয়েছে ন্যাশনাল লাইব্রেরির রিডিং রুমে। শংকরের জীবনের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'চৌরঙ্গী'। ১৯৬২ সালে এটি প্রকাশের পর অভাবনীয় সাড়া ফেলে দেয়। পাঠক তাঁকে চিনতে শুরু করে তখন থেকেই। উপন্যাসটি

এতটাই জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার পাশাপাশি বিদেশি বিভিন্ন ভাষাতেও তা অনুবাদ হয়। আসলে লেখক শংকর যখন গল্প লেখেন তখন তিনি কোনও কিছুই চিন্তা না করে লেখেন। তবে কোনও বিষয়ে ওপরে গল্প বা উপন্যাস লিখবেন তা অবশ্য ছিক করে নেন। কিন্তু সেই গল্পের গতি কোনও দিকে গড়াবে তা কিন্তু মালুম করতে পারতেন না।

শংকরের প্রথম উপন্যাসের নামকরণ করেছিলেন লেখক কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র। অন্নদাশঙ্কর রায়কে প্রথম উপন্যাসের একটি কপি পাঠিয়ে ছিলেন। আশীর্বাদের সঙ্গে তিনি লিখেন, আপনার প্রথম সাফল্য যেন জীবনের শেষ সাফল্য না হয়। তবু অনেকেই তাঁর বিদ্রূপ সমালোচনা করেন। বিশেষত সাহিত্যিক মহল থেকে ধেয়ে আসে ব্যাঙ্গাত্মক কুৎসা উকিলের মুহুরী একখানা গল্প ভগবান তৈরি করে দিলেন। জীবন সংগ্রামের সৈনিক শংকর তখন ' কত অজানারে ' লিখে ২৮৫ টাকা পেলেন সেই টাকায় লেখকের বাড়িতে বিদ্যুৎ এল। এমনকি চৌরঙ্গী'-র সাফল্যের পরেও কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছে, এ সবই বানানো। হাওড়ার কানা গলিতে বিদ্যুৎবিহীন বাড়িতে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে ফাইভ স্টার গল্প কী করে লেখা হয়? নিশ্চয়ই কোনও বিখ্যাত সায়েবের অখ্যাত ইংরিজি বই থেকে চুরি করা! প্রথম উপন্যাস ' কত অজানারে' লিখে পান ২৮৫ টাকা,সেই টাকায় বাড়িতে লেখকের বিদ্যুৎ আসে। এরপরে ভাগিরথী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁর ছেলে শংকর হয়ে উঠলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা লেখক। শুধু কি লেখক! তিনি লিখলে সবসময় পাঠকদের কাছে সুখপাঠ্য হয়েছে আবার বাণিজ্যিক ভাবে তিনি সবসময় বেস্টসেলার।

তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'চৌরঙ্গী' ধারাবাহিক ভাবে শুরু হল ১৯৬১ সালে তবে সম্পাদক সাগরময় ঘোষের কড়া শর্ত লেখার সময় চঞ্চলমতি হওয়া চলবে না। অগত্যা লেখক শংকরের বিয়ের বাধা পড়ল। ডালহৌসি পাড়ায় একদিন এক বন্ধুর সাথে হঠাৎ দেখা,জানতে চাইলেন 'দেশ' পত্রিকার লেখাটা সে লিখেছে কিনা! লজ্জা একেবারে লাগেনি তা নয়, কিন্তু স্বীকার করতে হল। বন্ধুটিও আচমকা একটা কাগজ বের করে বলল, অটোগ্রাফ দে। মনে হয়েছিল সে ব্যঙ্গ করছে! অচিরেই ভুল ভাঙল, নিজের মুখে সে বলল তুই কোথায় উঠে যাচ্ছিস তা তুই নিজেই জানিস না। দে একটা সই, একদিন বলতে পারব 'শংকর' এর প্রথম অটোগ্রাফটা আমার কাছে আছে। কিন্তু সাহিত্যের অঙ্গনে কিভাবে প্রবেশ করলেন তিনি, কিভাবে হয়ে উঠলেন বাংলা সাহিত্যের বেস্টসেলার লেখক।

১৯৫৩ সালের অগস্ট মাসে বারওয়েল সায়েব মাদ্রাজে মামলা করতে গিয়ে হার্ট অ্যাটাকের বলি হলেন। নিজের প্রিয় কর্মীর জন্য ছোট্ট একটা চাকরি জুটিয়ে দেন । কয়েক মাস দু'টো কাজই করতেন। কিন্তু নতুন জায়গায় পদে পদে কনিষ্ঠ কেরানির অবহেলা ও অবমাননা। মনের দুঃখ মুছে ফেলার জন্যে চুপিচুপি লেখক হওয়ার মুসাবিদা শুরু হল। উৎসাহ দিতেন সহকর্মী আর এক কেরানি ভবানী ঘোষ। তিনিই এক দিন তাঁর বন্ধু ও লেখক রূপদর্শীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের টেবিলে বসে। বললেন, এই ছোকরার যে সব ঘটনা রয়েছে, তা এক দিন পাঠকদের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে। শংকরের কয়েকটি কথা শুনে গৌরকিশোর বলেন,আপনার লেখাগুলো নিয়ে একদিন আসুন, আমি আপনাকে দেশ পত্রিকার সাগরময়বাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

সাগরময় ঘোষ বলেন লেখাটা রেখে যেতে কিন্তু তিনটি সপ্তাহ যেন কোনও ভাবে তাঁকে জ্বালাতন না করা হয়। মনে মনে প্রবল উত্তেজনা অনুভব করেছেন আবার প্রশমিত করার চেষ্টা করেছেন । একদিন চলে এলেন বর্মন স্ট্রিটে, সাগরময় বলেন এতদিন কোথায় ছিলেন? আমরা খোঁজ করছি,অথচ আপনি পাণ্ডুলিপিতে নিজের ঠিকানাটুকু লেখেন নি। 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক বসতে বললেন, চায়ের প্রস্তাব করলেন। স্বয়ং সম্পাদক মহাশয়ের দপ্তরে বসে সসম্মানে চা পান একজন নতুন লেখকের জীবনে কতবড় প্রাপ্তি অনুধাবন করতে ভুল হয়নি শংকরের। তাই তিনি লিখেছেন, হে ঈশ্বর,আমার কপালে এতো সুখের সম্ভাবনা ছিল!

মণিশংকর মুখোপাধ্যায়ের পিতা হাওড়ার বাড়িতে তাদের অনাথ করে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আটটি নাবালক সন্তানের মা জননী শান্তভাবেই পুত্র মণিশংকরকে বলেছিলেন তোমাকে এবার কিছু রোজগার করতে হবে। এই শহরে আমি কাউকে চিনি না তোমাকে নিজের পথ খুঁজে নিতে হবে। জীবনের যুদ্ধে লড়াই করতে রাস্তায় কাপড়কাচা সাবানের বিক্রিওয়ালা হয়েছেন। পিতৃদেব হরিদেব বনগাঁ মহকুমা আদালতের আইনজীবী, মফস্বলের দাঁড়িপাল্লায় নিঃসন্দেহে কৃতী আইনজীবী, কিন্তু সাহিত্যের প্রতি তাঁর ঝোঁক নেহাত কম ছিল না। বনগাঁমে বা বনগাঁয় জন্ম শংকরের। দীর্ঘদিন ভাড়াবাড়িতে বসবাস করার পরে পিতৃদেব হরিপদ মুখার্জি নিজে একটা বাড়ি করতে চাইলেন। কিন্তু চাইলেই তো হয় না, পোস্ট অফিসে আছে মাত্র কয়েকশো টাকা। জাহান আলি বিশ্বাস বলে এক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী লিচুতলার আড্ডায় আসতেন। তিনি জানালেন দাম পরে দিলে হবে, ইট,সুরকি, সিমেন্ট তিনি দেবেন। বাড়ির কাজ শুরু হল। ওই বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে দেশছাড়া হতে হত হরিপদ উকিলকে। শিয়ালদহ স্টেশনে হরিপদ বাবুর সাথে দেখা এক মুন্সেফ সাহেবের। তিনি বললেন আপনি মহকুমা থেকে বড় জায়গায় চলে আসুন।

পাঠকদের দরবার

কৌতুকী ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

কেকা সরকার, টালিগঞ্জ

অভিনেতা বিকাশ রায়ের সাথে ভানুর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন প্রভাত মুখোপাধ্যায়, বলেছিলেন ভাল আর্টিস্ট,ঢাকা রেডিওয় সুন্দর অভিনয় করত। দুজনের কেউই তখন সিনেমায় আসেন নি। বিকাশবাবু নিজেও তখন রেডিওতে চাকরি করেন। প্রথম দেখা অভিনেতা বিকাশ রায়ের চোখে ভানু রোগা লিকলিকে কিন্তু মুখশ্রী অপূর্ব। সাম্যময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম থেকেই তাঁর ঘনিষ্ঠ সেই সম্পর্ক ছোট ভাইয়ের মতন কখনও বন্ধু, আক্ষরিক অর্থেই দুজন দুজনের সুখ দুঃখের সাথী।

ভানু ইজ ইকোয়াল টু কমেডি প্লাস সিরিয়াস। আর আমি ইজ ইকোয়াল টু শুধু সিরিয়াস। লজিকের হিসেবে আমার চেয়ে ভানু বড় অভিনেতা। না ওকে বলিনা বটে, কিন্তু আপনাদের কাছে শেষ বয়সে কথাটা স্বীকার করে গেলাম। কে বললেন! প্রখ্যাত অভিনেতা বিকাশ রায় ভানু সম্পর্কে এমন দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েছেন।

ভানু বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের শুধু স্নেহধন্য ছিলেন বললে অনেক কম বলা হয়। গোটা দিনের অনেকটা সময় দীনেশদার সঙ্গে কেটে যেত। দীনেশ গুপ্তের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করতেন। স্বভাবত বিপ্লবী অনন্ত সিংহের সাথে ভানুর যথেষ্ট গভীর যোগাযোগ ছিল।

একবার বিকাশ রায় অনন্ত সিংহের প্রযোজনায় একটি ছবি করেছিলেন নাম ' নতুন প্রভাত '। ওই ছবির এক চরিত্র মাস্টারমশাই টিবি রোগী। দিনরাত ক্রসওয়ার্ড পাজল করে বিশ - পঁচিশ হাজার টাকা তাঁর পাওয়ার লোভ। সবাই হাসাহাসি করে। কিন্তু ছবির শেষ দৃশ্যে সেই মাস্টারমশাই ভদ্রলোক যখন ক্রসওয়ার্ড পাজল নিয়ে পাগল হওয়ার আসল কারণ বলেন তখন কেউ আর চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না। বিকাশ রায়ের কথায় ভানু ওই চরিত্রে শেষ দৃশ্যে যে অভিনয় করেছেন তিনি কখনও ভুলতে পারবেন না।অবশ্য অনন্ত সিংহের জীবনে সব থেকে হিট ছবির নাম 'যমালয়ের জীবন্ত মানুষ ' একটি সময় তিনি ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট মনে করে টাকা খরচ করতে চাইছিলেন না। কিন্তু ভানু বন্দ্যোপাধ্যাযক নায়ক করে 'যমালয়ের জীবন্ত মানুষ ' বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে ব্লকবাস্টার। এই ছবি করে ভানুর কদর বহুগুণ বেড়ে যায় । অনন্ত সিংহ আরও দুটো ছবি করলেন ' ভ্রান্তি' ও ' সখের চোর' অবশ্য ছবি দুটি চলে নি।

যাঁর কথা দিয়ে শুরু হয়েছিল এই প্রতিবেদন অভিনেতা বিকাশ রায় সম্পর্কে ভানু যে কাহিনী শুনিয়েছেন। মানুষটার প্রতি এমনিতেই শ্রদ্ধা হবেই। ভানু তখন চারু অ্যাভেনিউয়ের বাড়িতে থাকেন। ১৯৪২/৪৩ সাল হবে । দিন কয়েক বাদে রেশন তুলতে হবে, হাতে পয়সা নেই। অগত্যা বিকাশ রায়ের কাছে ৪০ টাকা ধার চাইলেন। তিনি শুধু জানতে চেয়েছিলেন,কবে ফেরত দিবি? সত্যি বলতে সেদিন বিকাশ রায় টাকা দিয়েছিলেন বলে ভানুর বাড়িতে রেশন আসে।

দিল খোলা মানুষ ছিলেন ভানু। কোনও কথা তিনি গোপন করে রাখতে পারতেন না। সব সখা সবার সমানে বলে ফেলতেন। কারোর কাছে কোনও সময়ে হিংসা বা রাগ দেখাতেন না। বলা যেতে পারে নির্ভেজাল ভদ্রলোক। মন ভালো না থাকলে লোককে হাসানো সহজ কাজ নয়। সবচেয়ে কঠিন কাজ হল লোককে হাসানো। এর জন্য মনের দরজাকে উদার করে রাখতে হয়। সেখানে মুক্ত হাওয়ার প্রবেশ চাই।

মালদায় নতুন পুলিশ সুপারের দায়িত্ব নিলেন অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১ ডিসেম্বর ঃ মালদা জেলার নতুন পুলিশ সুপারের দায়িত্ব নিলেন অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পুরুলিয়া জেলার এসপি পদে ছিলেন তিনি। অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় বিদায়ী পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদবের স্থলাভিষিক্ত হলেন। প্রদীপকুমার যাদবকে উত্তর দিনাজপুর জেলা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সোমবার দুপুরে জেলা পুলিশ সুপারের দফতরে পুলিশ সুপারকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন বিদায়ী পুলিশ সুপার। উল্লেখ্য, রাজ্যজুড়ে বৃহস্পতিবার ১০টি জেলার পুলিশ সুপারদের বদলির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে নবান্ন। সেই তালিকায় অন্যতম নাম ছিল মালদার এসপি প্রদীপ যাদবের। তিনি পুলিশ সুপার থাকাকালীন আইনশৃঙ্খলাজনিত একাধিক বড় ঘটনা ঘটে গেছে মালদায়। চলতি বছরের গোড়ায় জেলা তৃণমূলের তৎকালীন সহ-সভাপতি দুলালচন্দ্র সরকারকে হত্যা থেকে শুরু করে শাসকদলের একের পর এক নেতা-কর্মী খুন হয়েছেন উত্তরবঙ্গের এই জেলায়। ফলে পুলিশ সুপারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে বার বার।

আগরতলা - শিলচর - আগরতলা এক্সপ্রেসের নতুন স্টপেজের সূচনা

মালিগাঁও, ১ ডিসেম্বর ঃ আঞ্চলিক সংযোগ আরও মজবুত এবং যাত্রীদের ভ্রমণ সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ত্রিপুরার পেঁচারথল রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন নং. ১৫৬৬৩ / ১৫৬৬৪ আগরতলা-শিলচর-আগরতলা এক্সপ্রেসের জন্য একটি নতুন স্টপেজ চালু করেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সোমবার, ১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে পেঁচারথল রেলওয়ে স্টেশনে অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা সহ রেলওয়ের বরিষ্ঠ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। পেঁচারথল স্টেশনে, ট্রেন নং. ১৫৬৬৩ (আগরতলা-শিলচর) ১৪.০১ ঘন্টায় পৌঁছাবে এবং ১৪.০৩ ঘন্টায় রওনা দেবে। ফের যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ১৫৬৬৪ (শিলচল - আগরতলা) ১৩.১৩ ঘন্টায় পৌঁছাবে এবং ১৩.১৫ ঘন্টায় রওনা দেবে। পেঁচারথল স্টপেজ হিসাবে সংযোজন, আঞ্চলিক রেল পরিষেবা শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। নতুন স্টপেজটি নর্থ ত্রিপুরা জেলা এবং আশেপাশের অঞ্চলের যাত্রীদের জন্য সুগম এবং আরও সুবিধাজনক ভ্রমণের বিকল্প প্রদান করবে, প্রয়োজনীয় রেল সুযোগ-সুবিধাগুলিতে অ্যাক্সেস উন্নত করবে এবং গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যগুলির সাথে সংযোগ বৃদ্ধি করবে। এই নতুন স্টপেজ চালু হওয়ার সাথে-সাথে, উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নির্ভরযোগ্য ও যাত্রীবান্ধব পরিবহনের মাধ্যমে যাত্রী সুবিধা বৃদ্ধি, আঞ্চলিক সংযোগ সম্প্রসারণ এবং সামগ্রিক উন্নয়নের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে।

মুখ্যমন্ত্রীর গাজোল সফর ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১ ডিসেম্বর ঃ আগামী বুধবার অর্থাৎ ৩ ডিসেম্বর জেলা সফরে মালদার গাজোলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলীয় জনসভাকে ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে। মঞ্চ নির্মাণের পাশাপাশি অন্যান্য কাজকর্মও চলছে জোরকদমে। সেই প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে গাজোল কলেজ ময়দানে মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবিত সভাস্থলে হেলিকপ্টারের ট্রায়াল রান হল সোমবার। এদিন প্রশাসনিক সূত্রেই জানা গেছে, আগামী ৩ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় গাজোল কলেজ ময়দানে দলীয় জনসভায় যোগদান করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই মুখ্যমন্ত্রীর আগমণের প্রাক্কালে সেজে উঠছে গোটা গাজোল কলেজ চত্বর।

দুটি কিডনি প্রায় অচল! নবদ্বীপের সুভাষের বাঁচার লড়াই-৫০ লাখ টাকার অস্ত্রোপচারের জরুরি আবেদন, ভরসা এখন মানুষের সাহায্যে

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১ ডিসেম্বর ঃ নবদ্বীপ মাঝদিয়া স্কুল মাঠ এলাকার বাসিন্দা বাবু স্বর্ণকারের পরিবারে নেমেছে চরম সংকটের ছায়া। মাত্র ২০১১ সাল থেকেই কিডনির জটিল রোগে ভুগছে তাঁর ছেলে সুভাষ স্বর্ণকার। দীর্ঘ চিকিৎসা- ওষুধ, ইনজেকশন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা-সব মিলিয়ে বহু বছরের সঞ্চয় শেষ। এখন চিকিৎসকের স্পষ্ট বক্তব্য-আর কোনও ওষুধে কাজ হবে না, সুভাষকে বাঁচাতে হলে জরুরি ভিত্তিতে কিডনি প্রতিস্থাপন করতে হবে। খরচ প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। এই অঙ্ক বাবুদের মত এক দরিদ্র পরিবারের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। মায়াপুরের একটি হোটেলের সামান্য কর্মচারী বাবু স্বর্ণকার। স্ত্রী, এক কন্যা সন্তান ও অসুস্থ সুভাষকে নিয়ে টিনের ছোট্ট ঘরেই তাঁদের সংসার। রান্নাঘর থেকে ঠাকুরঘর-সবই একই জায়গায়। ছেলের চিকিৎসার খরচ তুলতে গিয়ে বহু আগেই নিঃস্ব হয়ে গেছেন বাবু। তবুও সন্তানের জন্য দমে যাননি তিনি। দীর্ঘদিন ধরে ব্যাঙ্গালোরে চিকিৎসা চললেও ব্যয় বহন করা অসম্ভব হয়ে পড়ায় বাবু

ছেলেকে নিয়ে ফিরে আসেন নবদ্বীপে। বর্তমানে কলকাতার পিজি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। চার মাস আগে শেষ পরীক্ষা রিপোর্ট দেখার পর চিকিৎসকেরা জানিয়ে দেন-সুভাষের দুটি কিডনিই প্রায় অচল। তাই আর দেরি নয়, এখনই করতে হবে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট। একসময় পড়াশোনা ও খেলাধুলা দুটোই সমান ভালোবাসত সুভাষ। অসুস্থতা তাকে থামিয়ে দিলেও মনোবল ভাঙাযনি কিছুই। বিছানায় শুয়েই বই হাতে ধরে রাখে সে। ইতিমধ্যেই মাধ্যমিক পাস করেছে। তার স্বপ্ন উচ্চশিক্ষা নিয়ে একদিন নিজের পায়ে দাঁড়ানো-পরিবারকে অভাব থেকে তুলে আনা। বাবার যত্নে আজও ঘরের কোণে পড়ে আছে তার সাইকেল। ধুলো জমে গেলেও বাবু প্রতিদিন সময় পেলে মুছে রাখেন। একটাই আশা- সুভাষ সুস্থ হয়ে আবার যেন এই সাইকেলটা চালাতে পারে! অসুস্থ ছেলেকে সামনে দেখে কথা বলতে বলতে চোখ ভিজে যায় সুভাষের মায়ের। তিনিও মানুষের কাছে হাতজোড় করে আবেদন করেছেন ছেলেকে বাঁচানোর জন্য। এরই মাঝে পাড়া-প্রতিবেশী, স্থানীয়রা পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের দাবি- সোশ্যাল মিডিয়া ও ক্রাউড ফান্ডিংয়ের মাধ্যমে অনেক অসম্ভব কাজই সম্ভব হয়, সুভাষের ক্ষেত্রেও যেন সেই আশার আলো জাগে। সবাই একটাই প্রার্থনা করছেন- নবদ্বীপের এই ছেলেটি যেন সুস্থ হয়ে আবার হাসিমুখে ফিরে আসতে পারে স্বাভাবিক জীবনে।

রানাঘাটে বিজেপির শক্তি বিস্তার! প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে দুই শতাধিক বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থকের বিজেপিতে ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১ ডিসেম্বর ঃ নদীয়ার রানাঘাট দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির

কার্যালয়ে রবিবার সন্ধ্যায় রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ল ব্যাপক যোগদান অনুষ্ঠানে। সিপিআইএম ও তৃণমূল থেকে প্রায় দেড়শো থেকে আড়াইশো কর্মী-সমর্থক একযোগে বিজেপিতে যোগ দিলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের হাত ধরে। এদিনের সাংগঠনিক সভায় উপস্থিত ছিলেন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জগন্নাথ সরকার, জেলা সভানেত্রী অপর্ণা নন্দী, রানাঘাট উত্তর-পশ্চিমের বিধায়ক পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়, রানাঘাট উত্তর-পূর্বের বিধায়ক অসীম বিশ্বাস, চাকদার বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ, কৃষ্ণগঞ্জের বিধায়ক আসিস বিশ্বাস-সহ বিজেপির একাধিক স্থানীয় নেতৃত্ব। সভামঞ্চে দাঁড়িয়েই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমান রাজ্য সরকারকে তীব্র আক্রমণে শান দেন বিপ্লব দেব। তিনি দাবি করেন- আগামী ২৬ তারিখেই বিজেপি সরকার গঠন করবে। তারপরই শুরু হবে বাংলার প্রকৃত উন্নয়ন। একইসঙ্গে তৃণমূল সরকারের নানা দুর্নীতি ও ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে বিপ্লব দেব জানান, সাধারণ মানুষের আস্থা দ্রুতই বিজেপির দিকে ঝুঁকছে। জেলা সভানেত্রী অপর্ণা নন্দী বলেন, তৃণমূল ও সিপিআইএম থেকে প্রায় আড়াইশো কর্মী আজ বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। এতে পরিস্কার- মানুষ আর শাসক দলের প্রতি আস্থা রাখছেন না। পাশাপাশি 'এস আই আর' নিয়ে তৃণমূল নেতৃত্বের ভূমিকা ও মন্তব্যকে কটাক্ষ করে জেলা নেতৃত্ব জানান, তৃণমূল ভয় পেয়েই এখন বিজেপির বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের আশ্রয় নিচ্ছে। যোগদান পর্বে নবাগত কর্মীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিপ্লব দেব। বিজেপির দাবি- এই ব্যাপক যোগদানই বোঝাচ্ছে, রানাঘাট ও আশপাশের এলাকায় বদলের হাওয়া শুরু হয়ে গেছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ২৭.১১.২০২৫। এক্সইএন/বিআরএল, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, রুম নং-৪৪, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত ই- টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং ঃ টিএন-১৫০-২৫-২৬। কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনে কেজিকে কর্ড শাখায় [i] ব্রিজ নং ১৩-এর রিগার্ডারিং [আপ ও ডাউন সাবলাইনে আরইউবি] [ii] ব্রিজ নং এক্স-২৭-এর রিগার্ডারিং [আপ ও ডাউন উভয়তেই আরইউবি] এবং [iii] স্টেশন এসজিবিএ এবং পিকিউএস-এর মধ্যে ব্রিজ নং এক্স/১৫-এর রিগার্ডারিং [আপ ও ডাউন লাইনে আরইউবি]। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫,৮৯,৬৭,০৭৩.৯৬ টাকা। **ইএমডিঃ** ৪,৪৪,৮০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৯.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৯.১২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্যান্য বিবরণ **www.ireps. gov. in**-তে পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করা হবে। (SDAH-279/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেল, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ (**সিনিয়র ডিইএন/I/হাওড়া**-এর অধিক্ষেত্রের জন্য) নিম্নরূপ কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা, প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং ও টেন্ডার নং; কাজের বিবরণ; আনুমানিক ব্যয়; বায়না মূল্য ঃ (১) ১৭৫_২০২৫-২৬, তারিখ ২৭.১১.২০২৫।** সিনি. ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে এইএন/বিডিসি-এর অধিক্ষেত্রাধীনে মেমারী, পাণ্ডুয়া, ব্যাণ্ডেলে-তে ট্র্যাক মেশিন সাইডিং (ইআই)-৩টির ব্যবস্থা ; ২,১১,৭৭,২৬২.২৩ টাকা; ২,৫৫,৯০০ টাকা। **(২) ১৭৬_২০২৫-২৬, তারিখ ২৭.১১.২০২৫।** সিনি. ডিইএন/১/হাওড়া-এর অধিক্ষেত্রাধীনে এইএন/ট্র্যাক-এর এইএন/লিলুয়া-এর অধীনে শেওড়াফুলি, আরামবাগ এবং গোঘাট-এ ৩টি এবং নালিকুলে এবং তারকেশ্বরে-তে ০২টি এবং হাওড়া-তে ০১টি ইআই ট্র্যাক মেশিন সাইডিং (পিআই)-এর ব্যবস্থা করা; ৪,১৫,৫১,০০৫.৬০ টাকা; ৩,৫৭,৮০০ টাকা। **(৩) ১৭৭_২০২৫-২৬, তারিখ ২৭.১১.২০২৫।** সিনি. ডিইএন/১/হাওড়া-এর শাখার অধীনে স্যান্ড হাম্প ও অন্য আনুষঙ্গিক কাজের উন্নতি;৮২,৯৯,১০০.৯৫ টাকা; ১,৬৬,০০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য(প্রতিটির জন্য)। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** আট (০৮) মাস (ক্রঃ নং ১ এর জন্য), বারো (১২) মাস (ক্রঃ নং ২ এর জন্য) এবং ছয় (০৬) মাস (ক্রঃ নং ৩ এক জন্য)। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোন কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আবেদনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে জমা করা কোনও অফার অনুমোদন করা হবে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৫.১২.২০২৫-এ দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps. gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি পেমেন্ট —** ই-টেন্ডারিং সম্পর্কে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (টিডিসি), কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-426/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE
KHARUBERIA GRAM PANCHAYAT
KHARUBERIA,SHYAMPUR, HOWRAH

NOTICE INVITING e-TENDER No.WB/HOW/KGP/NIET-10/25-26

The KHARUBERIA GRAM PANCHAYAT, KHARUBERIA, SHYAMPUR, HOWRAH invites e-tender for the **10(Ten)** different works. Bid submission start date (online) **01/12/2025 at 06.30 P.M**. Bid Submission closing date (online) **03/01/2026 at 10:30 A.M**. Bid opening date for Technical Proposals **06/01/2026 at 11:00 A.M**. For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Kharuberia Gram Panchayat

বৈঁক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI — Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
সম্পদ পুনরুদ্ধার দপ্তর
কলকাতা জোন
৫, বিটিএম সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন-০৩৩-২২১০৭৪৪৮

গাড়ির নিলাম বিক্রয় | **নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ০৯.০১.২০২৬**

আটককৃত (যানবাহন) সম্পদের ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ঋণগ্রহীতা/গ্রাহক এবং জামিনদারদের বিশেষ করে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এই বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের বারবার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও, তারা উক্ত নোটিশে উল্লিখিত যানবাহন ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, ব্যাংক কর্তৃক যানবাহনগুলি জব্দ করা হচ্ছে। **যানবাহনগুলি ০৯.০১.২০২৬ তারিখে https://baanknet.comeauction-psb ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইন ই-নিলাম/বিডিং-এর মাধ্যমে সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত বিক্রয়ের জন্য রাখা হবে।** যানবাহনগুলি ''যেমন আছে যেখানে আছে'', ''যা আছে যেমন আছে'', এবং ''যা আছে তাই'' বিক্রি করা হবে যাতে ঋণগ্রহীতা/গ্রাহক/জামিনদারদের কাছ থেকে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার বকেয়া পাওনা আদায় করা যায়। ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের বিবরণ, বকেয়া পরিমাণ, অস্থাবর সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং জামানত জমা নিম্নরূপ দেওয়া হল-
ঋণগ্রহীতাদের আবারও অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা আপনার যানবাহনের দখল ফিরে পেতে উপরোক্ত তারিখের আগে মোট বকেয়া, অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং খরচ জমা দিন, অন্যথায় তা বিক্রি করে আপনার অ্যাকাউন্টে অর্থ সমন্বয় করা হবে।

ক্রম. নং.	শাখা (যোগাযোগ নম্বর) / ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা / (২৬-০৩-২০২৫) তারিখের বকেয়া পরিমাণ	গাড়ির বিবরণ	রিজার্ভ মূল্য / আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) / বিড ইনক্রিমেন্ট মূল্য	পার্কিং ইয়ার্ডের বিবরণ
১	গড়িয়া (যোগাযোগ নম্বরঃ +৯১৮৪৮১৯৫৪৯৫০) / ঋণগ্রহীতাঃ কৃষ্ণ নস্কর ঠিকানাঃ ৩৪ সাহাপুর রোড, দুর্গাপুর কলোনি, কলকাতা-৭০০০৫৩ / মোট পাওনা ৬,৭৭,০৪১.০০/- টাকা এবং প্রযোজ্য সুদের হারে অপ্রয়োগযোগ্য সুদ, অন্যান্য খরচ এবং ব্যয় ২৭.১০.২০২৫ তারিখ থেকে প্রযোজ্য	তৈরি - MARUTI SUZUKI INDIA LTD মডেল নাম - DZIRE LXI ইঞ্জিন নং. - ZINENF074971, চ্যাসিস নং. - MA3ZFDFSKSD174433 রেজি. নং. - WB 09 B 8192	টাকা ৫,১০,০০০/- টাকা ৫১,০০০/- টাকা ১,০০০/-	৫ বিটিএম সরণি, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার পার্কিং স্পেস, স্টার হাউস, কলকাতা-৭০০০০১, কলকাতা টি বোর্ডের কাছে
২	শ্যাম বাজার (যোগাযোগ নম্বরঃ +৯১৮৯১০৬১৬৯৫৩) / ঋণগ্রহীতাঃ সুব্রত চৌধুরী ঠিকানাঃ ১৬/৫/এইচবি/৩৭/১৪২ মুরারি পুকুর রোড, কলকাতা-৭০০০৬৭ মোট পাওনা ৪৯,১৭৮.০০/- টাকা এবং প্রযোজ্য সুদের হারে অপ্রয়োগযোগ্য সুদ, অন্যান্য খরচ এবং ব্যয় ১১.১০.২০২১ তারিখ থেকে প্রযোজ্য	তৈরি - SUZUKI MOTOR CYCLE INDIA PVT LTD মডেল নাম - BURGMAN STREET ইঞ্জিন নং. - AF212160512, চ্যাসিস নং. - MB8EA11AJK8216145 রেজি. নং. - WB 08 G 8802	টাকা ১৯,৫০০/- টাকা ১,৯৫০/- টাকা ১,০০০/-	৫ বিটিএম সরণি, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার পার্কিং স্পেস, স্টার হাউস, কলকাতা-৭০০০০১, কলকাতা টি বোর্ডের কাছে

যানবাহন পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়ঃ ০৯-১২-২০২৫, ১৬-১২-২০২৫, ২৩.১২.২০২৫ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট স্টক ইয়ার্ডে

ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ০৯-০১-২০২৬ ৫.০০ টা পর্যন্ত

শর্তাবলী

(i) নিলাম বিক্রয় / বিডিং শুধুমাত্র **''অনলাইন বিডিং প্রক্রিয়া'' এর মাধ্যমে ''যেমন আছে যেখানে আছে''** ভিত্তিতে এবং **''যেমন আছে যা আছে''** ভিত্তিতে এবং **''যাহাই হউক না কেন''** ওয়েবসাইট ই-নিলাম পোর্টাল https://baanknet.comeauction-psb/ এর মাধ্যমে করা হবে।
(ii) নিলামের তারিখের অনেক আগে BAANKNET-এর অনুসরণীয় পদ্ধতি অনুসারে প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি এবং নিবন্ধন ফি প্রদান করে দরদাতাদের BAANKNET-এ নিজেদের নিবন্ধিত করতে হবে। নিবন্ধন প্রক্রিয়াটি কমপক্ষে দুই কার্যদিবস সময় নেয়। (নিবন্ধন প্রক্রিয়াটি উপরের ওয়েবসাইটে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে)
(iii) ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ০৯-০১-২০২৬ সকাল ১১:০০ টা থেকে ০৫:০০ টা পর্যন্ত সম্পত্তির জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১০ মিনিটের এক্সটেনশন সহ ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০৯-০১-২০২৬ বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত। নিলাম সংরক্ষিত মূল্য এবং প্রথম বর্ধিত মূল্যের উপর শুরু হবে। সম্পত্তিটি সংরক্ষিত মূল্য এবং প্রথম বর্ধিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।
(iv) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ https://baanknet.com/eauction-psb/ ঠিকানায় BAANKNET-এ রক্ষিত তার দরদাতার অ্যাকাউন্টে তৈরি চালানের মাধ্যমে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/ আরটিজিএস ট্রান্সফারের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে।
(v) ইচ্ছুক দরদাতাকে খেয়াল রাখতে হবে যে নিলামের তারিখের কমপক্ষে একদিন আগে ইএমডি স্থানান্তর করা হয়েছে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে BAANKNET-এ রক্ষিত তার ওয়ালেটে ইএমডির পরিমাণ প্রতিফলিত হচ্ছে।
(vi) অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংকের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্য অনুসারে, সম্পত্তি/সম্পত্তির উপর কোনও দায়বদ্ধতা নেই। তবে, আগ্রহী দরদাতাদের তাদের দর জমা দেওয়ার আগে নিলামে তোলা সম্পত্তি/সম্পত্তির দায়বদ্ধতা, মালিকানা এবং সম্পত্তির উপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন দাবি/অধিকার/পাওনা সম্পর্কে স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করা উচিত। ই-নিলাম বিজ্ঞাপনটি ব্যাংকের কোনও প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং এটিকে বিবেচনা করা হবে না। সম্পত্তিটি ব্যাংকের জানা বা অজানা সমস্ত বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দায়বদ্ধতা সহ বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত কর্মকর্তা/সুরক্ষিত ঋণদাতা কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/পাওনার জন্য কোনওভাবেই দায়ী থাকবে না। দর জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তি পরিদর্শন এবং তাদের সন্তুষ্ট করা আগ্রহী দরদাতাদের দায়িত্ব হবে।
(vii) উপরে তালিকাভুক্ত বিশদগুলি অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংকের সর্বোত্তম তথ্য অনুসারে বলা হয়েছে। এই পাবলিক নোটিশে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং/অথবা ব্যাংক জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে না।
(viii) সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য আগ্রহী দরদাতারা সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান অথবা পুনরুদ্ধার বিভাগের, জোনাল অফিস, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
(ix) সফল দরদাতার বকেয়া অর্থ জমা (ইএমডি) আংশিক বিক্রয় বিবেচনার জন্য রাখা হবে। ইএমডি এবং পরবর্তী দরপত্রের অর্থ জমার উপর কোনও সুদ প্রযোজ্য হবে না। বিক্রয়ের ১ দিনের মধ্যে ইতিমধ্যেই পরিশোধিত ইএমডি এবং চূড়ান্ত দরপত্রের মূল্যের অবশিষ্ট পরিমাণ, বিক্রয়ের ১৫ দিন বা তার আগে সমন্বয় করার পরে, সফল দরদাতাকে চূড়ান্ত দরপত্রের মূল্যের ২৫ জমা দিতে হবে। সফল দরদাতা কর্তৃক জমা না দেওয়ার ফলে ইতিমধ্যে জমা দেওয়া সম্পূর্ণ অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে এবং সম্পত্তি পুনরায় নিলামে তোলা হবে এবং খেলাপি দরদাতার সম্পত্তি/পরিমাণের উপর কোনও দাবি/অধিকার থাকবে না।
(x) কারণ যাই হোক না কেন, সাইটে প্রবেশে কোনও বাধা বা বিলম্বের জন্য দরদাতাদের প্রতি ব্যাংক/অনুমোদিত কর্মকর্তা/পরিষেবা প্রদানকারীর পূর্ব-নিলামের কোনও দায় থাকবে না।
(xi) ই-নিলামে অংশগ্রহণের আগে দরদাতাদের পরিষেবা প্রদানকারী কর্তৃক গৃহীত ই-নিলামের শর্তাবলী এবং পদ্ধতিগুলির স্বীকৃতি জমা দিতে হবে। দরদাতা কর্তৃক জমা দেওয়া দরপত্র বাতিল/প্রত্যাহার করা যাবে না এবং দরদাতা চূড়ান্ত দরপত্র মূল্যে সম্পত্তি কিনতে বাধ্য থাকবেন। দরদাতার পক্ষ থেকে এখানে উল্লেখিত ই-নিলামের কোনও শর্তাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হলে খেলাপি দরদাতার দ্বারা প্রদত্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
(xii) বিক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলী সম্বলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েব পৃষ্ঠা পোর্টালে উপলব্ধ/প্রকাশিত (১) https://baanknet.com/eauction-psb/ (২) www.bankofindia.co.in.
(xiii) ই-নিলাম প্রক্রিয়ার আগে বা চলাকালীন কোনও অসুবিধা বা সহায়তার প্রয়োজন হলে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর (https://baanknet.com/eauction-psb/) অনুমোদিত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, যার বিবরণ ই-নিলাম পোর্টালে পাওয়া যাবে।
(xiv) সমস্ত বিধিবদ্ধ পাওনা / অ-বিধিবদ্ধ পাওনা / প্রযোজ্য স্ট্যাম্প শুল্ক / অতিরিক্ত স্ট্যাম্প শুল্ক / স্থানান্তর চার্জ / সমস্ত ফি / মূল্যায়ন চার্জ / নিবন্ধন চার্জ, স্ট্যাম্প শুল্ক, কর, প্রযোজ্য টিডিএস ইত্যাদি সহ অন্যান্য পাওনা সফল দরদাতাকে বহন করতে হবে।
(xv) খেলাপি দরদাতার জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত হলে, সম্পত্তির উপর বা পরবর্তীতে বিক্রি করা অর্থের কোনও অংশের উপর তার দাবি থাকবে না।
(xvi) অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংক গ্রহণযোগ্য না হলে যেকোনো দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা যেকোনো সময় নিলামের শর্তাবলী স্থগিত/বাতিল/স্থগিত/বন্ধ করার অথবা পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে, যদি কোন কারণ না দেখিয়ে এবং এই বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে। সফল দরদাতার ঘোষণার বিষয়ে অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং সকল দরদাতার উপর বাধ্যতামূলক হবে।
(xvii) ইন্টারনেটে বিভ্রাট, বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা কারিগরি কারণ বা ই-নিলামকে প্রভাবিত করে এমন কোনও কারণ/আকস্মিকতার জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না।
(xviii) সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য গ্রহণ এবং সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের পরে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করা হবে। বিক্রয় শংসাপত্র সফল দরদাতার নামে জারি করা হবে। বিক্রয় শংসাপত্রে নাম পরিবর্তনের জন্য দরপত্র জমা দেওয়া/নিলামে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনও অনুরোধ গ্রহণ করা হবে না।
(xix) ব্যর্থ দরদাতার ইএমডি তাদের নিজ নিজ ওয়ালেটে ফেরত দেওয়া হবে যা BAANKNET-এ রক্ষিত থাকবে। দরদাতাকে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ফেরত দেওয়ার জন্য BAANKNET-এর কাছে একটি অনুরোধ করতে হবে। দরদাতারা কোনও সুদ, খরচ, খরচ এবং অন্য কোনও চার্জ (যদি থাকে) দাবি করতে পারবেন না।
(xx) সফল দরদাতারা ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের পরে স্টক ইয়ার্ড থেকে সমস্ত যানবাহন (গুলি) ডেলিভারি নেওয়ার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০২.১২.২০২৫

স্বা/- জোনাল ম্যানেজার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax:-2680-6092

Notice for invitation e-Tender
e-Tender Notice No- WBMAD/C/HCM/Eng/APAS/NIT20/11e/25
Memo No-: 2659/Eng/S.D **Dated : 29.11.2025**

e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for Civil & Electrical works under this Municipality. **Vide e-Tender ID No. 2025_MAD_963822_01-16** Closing date of Bid submission is **31.12.2025 up to 14.50 hours**. Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality under APAS Scheme & visit website-**https://wbtenders.gov.in**

Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

OFFICE OF THE PARA DEVELOPMENT BLOCK
PARA :: PURULIA
TENDER NOTICE

Block Development Officer, Para Development Block, District-Purulia invites Tender for the following items on:-
- NIT No.:- **04/BDO/Para of 2025-26 (Sl. No.-01 to 19)**
- No. of Work:-**19 (Ninety) nos.**
- Last Date of Application:- **11.12.2025 up to 16.00 hours.**
- Date of issue of Tender paper:- **12.12.2025 at 11.00 hours. To 16.00 hours.**
- Last date of dropping of Tender papers **17.12.2025 up to 14:00 hours** in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
- Date of Opening of Tender **17.12.2025 after 14:00 hours.**

For more details go to website: **www.parablock.org and www.puruliazp.nic.in** and also may contact to Para Panchayat Samity office on working day's at office hours.

Sd/- Block Dev. Officer
Para Dev. Block

Rajakata Gram Panchayat
At-Bikramdihi, P.O- Dhagara, Dist-Bankura

The Pradhan, Rajakata Gram Panchayat hereby invites sealed e-Tender from the resourceful and experienced bidders for the execution of work(s) of the following e-NITs, **e-NIT No. 05/2025 -2026**, **NIT No. 06/ 2025-2026** Dated: 01/12/2025. All information available **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-Pradhan
Rajakata Gram Panchayat

BHAGABATIPUR GRAM PANCHAYAT
(Under chanditala-1 Dev Block)
Bhagabatipur, Hooghly

E-tenders are invited online through **https://wbtenders.gov.in** by the prodhan Bhagabatipur Gram Panchayat, Bhagabtipur, Hooghly for Vide NIT NO: 028/APAS/ BGP/2025-26. Dated: 01/12/2025 (FOR 16 NOS OF SCHEMES).
Vide NIT NO: 029/APAS/BGP/2025-26. Dated: 01/12/2025 (FOR 4 NOS OF SCHEME).
Vide NIT NO: 030/APAS/BGP/2025-26. Dated: 01/12/2025 (FOR 4 NOS OF SCHEME)
Vide NIT NO: 031/APAS/BGP/2025-26. Dated: 01/12/2025 (FOR 1 NOS OF SCHEME).
Bid submission last date (online): **31/12/2025 at 10.00 AM**
Technical bid opening date: **02/01/2026 at 10.00 AM**
Details information is available at this office within working days.
Thanking You

Pradhan
Bhagabatipur Gram Panchayat
Bhagabtipur, Hooghly

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer(Civil)/Borough-X, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : EEC/093/245/2025-2026/APAS
Name of work : **Mending of Asphaltum road near 38, 30, 23/A etc. Dr. Deodhar Rahman Road in Ward No.-093, Br-X, (Scheme ID-APAS/01/160/245/0001).** Estimated Value (including GST and CESS) : **₹ 2,40,580.86.** Earnest Money: ₹ **4,900.00.** Time of completion : **45 days.**

(2) NIT No. : EEC/093/219/2025-2026/APAS
Name of work : **Levelling of Asphaltum Road surface near 15D, A/168 etc. Lake Gardens in Ward No.-093, Br-X, (Scheme ID-APAS/01/160/219/0001).** Estimated Value (including GST and CESS) : ₹ **2,07,058.60.** Earnest Money: ₹ **4,200.00.** Time of completion : **45 days.** Last date and time of submission of Bid : **23.12.2025 – 12 Noon.**(for Sl. No. 1 & 2). Date & Time of Opening of Bid : **25.12.2025 – 12 Noon.** (for Sl. No. 1 & 2).

(3) NIT No. : EEC/093/233/2025-2026/APAS
Name of work : **Improvement of Asphaltum Road near 20B, 25, 28/1B etc. Gariahat Road (West) in Ward No.-093, Br-X, (Scheme ID-APAS/01/160/233/0002).** Estimated Value (including GST and CESS) : ₹ **1,49,601.42.** Earnest Money: ₹ **3,000.00.** Time of completion : **45 days.**

(4) NIT No. : EEC/092/071/2025-2026/APAS
Name of work : **Levelling of Road surface near Premises No. 43/6/6, 43/6/56 Jheel Road etc. in Ward No.-092, Br-X, (Scheme ID-APAS/01/149/219/0002).** Estimated Value (including GST and CESS) : ₹ **2,15,870.17.** Earnest Money: ₹ **4,400.00.** Time of completion : **50 days.**

(5) NIT No. : EEC/093/221/2025-2026/APAS
Name of work : **Levelling of Asphaltum Road surface near D/589, 154/45, 164/9/7 etc. Lake Gardens in Ward No. 093, Br-X. (Scheme ID-APAS/01/160/221/0001).** Estimated Value (including GST and CESS) : ₹ **2,35,226.39.** Earnest Money: ₹ **4,800.00.** Time of completion : **45 days.**

(6) NIT No. : EEC/093/254/2025-2026/APAS
Name of work : **Improvement of Asphaltum Road near 4/4, 3/11, 3/17A etc. Poddar Nagar in Ward No. - 093, Br-X. (Scheme ID-APAS/01/160/254/0002).** Estimated Value (including GST and CESS) : ₹ **1,77,488.83.** Earnest Money: ₹ **3,600.00.** Time of completion : **45 days.**

(7) NIT No. : EEC/092/072/2025-2026/APAS
Name of work : **Levelling of Road surface near Premises No. 3/1, 3/1N, 8/3 Naskarpara Lane etc. in Ward No. - 092, Br.-X. (Scheme ID-APAS/01/149/215/0001).** Estimated Value (including GST and CESS) : ₹ **2,11,566.15.** Earnest Money: ₹ **4,300.00.** Time of completion : **50 days.** Last date and time of submission of Bid : **24.12.2025 – 12 Noon.**(for Sl. No. 3 to 7). Date & Time of Opening of Bid : **26.12.2025 – 12 Noon.** (for Sl. No. 3 to 7). The bid forms and other details are available on and from : **28.11.2025 (from 5 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 7).

(8) NIT No. : X/098/034/2025-2026/APAS
Name of work : **Maintenance of Asphaltum Road near 26, 35, 9 Pallisree etc. in Ward No.-098, Br.-X. (APAS ID-APAS/01/152/186/0004).** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **2,00,128.85.** Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Period of completion : **45 days.** Last date and time of submission of Bid : **27.12.2025 – 12 Noon.** Date & Time of Opening of Bid : **30.12.2025 – 12 Noon.**

(9) NIT No. : X/098/030/2025-2026/APAS
Name of work : **Maintenance of road with allied work near 2/45B, 2/20, 2/57, 2/31, 2/63, 2/4, 2/8B Netaji Nagar in Ward No. - 098, Br.-X (APAS ID-APAS/01/152/191/0005).** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **1,21,373.94.** Earnest Money: ₹ **2,500.00.** Period of completion : **45 days.**

(10) NIT No. : X/098/031/2025-2026/APAS
Name of work : **Repairing of Asphaltum Roads near 5/17A, 5/73A, 5/3A Netaji Nagar etc. in Ward No. - 098, Br.-X (APAS ID-APAS/01/152/193/0004).** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **1,16,420.07.** Earnest Money: ₹ **2,500.00.** Period of completion : **45 days.**

(11) NIT No. : X/098/027/2025-2026/APAS
Name of work : **Maintenance of Asphaltum Road near 1/69, 1/71, 1/70, 1/7 Netaji Nagar etc. in Ward No. 098, Br.-X.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **2,15,950.17.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of completion : **30 days.**

(12) NIT No. : X/098/032/2025-2026/APAS
Name of work : **Maintenance of Asphaltum Road near 226/1, 233A/5 NSC Bose Road etc. in Ward No. 098, Br.-X. (APAS ID-APAS/01/152/208/0004).** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **2,49,374.59.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of completion : **45 days.**

(13) NIT No. : X/098/029/2025-2026
Name of work : **Maintenance of Paver block footpath near Chopra Goli to Ranikuthi Ghat in Ward No. 098, Br.-X.** Estimated Cost (including GST and CESS) : ₹ **2,98,973.36.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of completion : **30 days.** Last date and time of submission of Bid : **26.12.2025 – 12 Noon.**(for Sl. No. 9 to 13). Date & Time of Opening of Bid : **29.12.2025 – 12 Noon.**(for Sl. No. 9 to 13).

(14) NIT No. : X/097/030/2025-2026
Name of work : **Urgently require maintenance of road and other allied works opposite to East India to NSC Bose Road under Ward No. 97, Br.-X.** Estimated Value (including GST and CESS) : ₹ **2,96,638.36.** Earnest Money: ₹ **5,940.00.** Time of completion : **45 days.**

(15) NIT No. : X/097/115/2025-2026/APAS
Name of work : **Maintenance of Asphaltum Road by lowering near 40/2, 40/15 Moore Avenue etc. in Ward No. 097, Br.-X. (APAS/01/152/101/0001).** Estimated Value (including GST and CESS) : ₹ **3,35,727.12.** Earnest Money: ₹ **6,720.00.** Time of completion : **45 days.** Last date and time of submission of Bid : **29.12.2025 – 4 p.m.** (for Sl. No. 14 & 15). Date & Time of Opening of Bid : **31.12.2025 – 4 p.m.** (for Sl. No. 14 & 15).

(16) NIT No. : X/095/059/2025-2026/APAS
Name of work : **Maintenance of passage near 57B, 93, 97 Aswini Nagar etc. in Ward No. 95, Br.-X. (Scheme ID - APAS/01/152/51/0003).** Estimated Value (including GST and CESS) : ₹ **2,24,871.03.** Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Time of completion : **30 days.**

(17) NIT No. : X/097/113/2025-2026/APAS
Name of work : **Maintenance of Asphaltum Road near 2/88 Regent Colony etc. in Ward No. 97, Br.-X. (APAS/01/152/78/0007).** Estimated Value (including GST and CESS) : ₹ **2,05,064.28.** Earnest Money: ₹ **4,105.00.** Time of completion : **45 days.**

(18) NIT No. : X/097/114/2025-2026/APAS
Name of work : **Cleaning and mending of drainage system near 81/15, 2/68A, 2/81/4 Regent Colony etc. in Ward No. 97, Br.-X. (APAS/01/152/78/0005).** Estimated Value (including GST and CESS) : ₹ **1,98,503.33.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Time of completion : **45 days.** Last date and time of submission of Bid : **29.12.2025 – 1 p.m.** (for Sl. No. 16 to 18). Date & Time of Opening of Bid : **31.12.2025 – 1 p.m.** (for Sl. No. 16 to 18). The bid forms and other details are available on and from : **02.12.2025 (5 p.m.)** (for Sl. No. 8 to 18).

(19) NIT No. : X/095/061/2025-2026/APAS
Name of work : **Maintenance of Asphaltum Road near 5/11, 5/22 Azadgarh etc. in Ward No. 95, Br.-X. (Scheme ID - APAS/01/152/60/0003).** Estimated Value (including GST and CESS) : ₹ **1,80,502.83.** Earnest Money: ₹ **3,620.00.** Time of completion : **45 days.** Last date and time of submission of Bid : **31.12.2025 – 1 p.m.** Date & Time of Opening of Bid : **02.01.2026 – 1 p.m.**

(20) NIT No. : X/095/064/2025-2026/APAS
Name of work : **Repairing of passage near 2/45, 2/36A, 2/42 Azadgarh etc. in Ward No. 95, Br.-X. (Scheme ID - APAS/01/152/54/0001).** Estimated Value (including GST and CESS) : ₹ **1,59,153.86.** Earnest Money: ₹ **3,200.00.** Time of completion : **30 days.**

(21) NIT No. : X/095/063/2025-2026/APAS
Name of work : **Repairing of passage near 7/33, 7/17, 7/38 Bijoygarh etc in Ward No. 95, Br.-X. (Scheme ID - APAS/01/152/41/0002).** Estimated Value (including GST and CESS) : ₹ **3,74,183.57.** Earnest Money: ₹ **7,500.00.** Time of completion : **45 days.**

(22) NIT No. : X/095/062/2025-2026/APAS
Name of work : **Maintenance of Asphaltum road near 1/144, 1/108, 1/96 Azadgarh etc in Ward No. 95, Br.-X. (Scheme ID - APAS/01/152/58/0002).** Estimated Value (including GST and CESS) : ₹ **2,16,807.09.** Earnest Money: ₹ **4,350.00.** Time of completion : **45 days.**

(23) NIT No. : X/095/060/2025-2026/APAS
Name of work : **Maintenance of passage near 6, 2/2A, 2/17, 27/1 Samajgarh etc. in Ward No. 95, Br.-X. (Scheme ID - APAS/01/152/42/0002).** Estimated Value (including GST and CESS) : ₹ **2,49,107.94.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Time of completion : **30 days.**

(24) NIT No. : X/097/031/2025-2026
Name of work : **Urgently require maintenance of footpath from Madhuban (N.S.C Bose Road) to MB Sarani under Ward No. 97, Br.-X.** Estimated Value (including GST and CESS) : ₹ **2,02,193.16.** Earnest Money: ₹ **4,050.00.** Time of completion : **45 days.**

(25) NIT No. : X/096/25/2025-2026/UTTARAN
Name of work : **Improvement of under ground sewerage system near Prem. No. 77/1 Ibrahimpur Road etc. in Ward No. 096, Br.-X.** Estimated Value (including GST and CESS) : ₹ **3,92,102.76.** Earnest Money: ₹ **7,850.00.** Time of completion : **45 days.** Last date and time of submission of Bid : **30.12.2025 – 1 p.m.** (for Sl. No. 20 to 25). Date & Time of Opening of Bid : **01.01.2026 – 1 p.m.** (for Sl. No. 20 to 25). The bid forms and other details are available on and from : **05.12.2025 (from 5 p.m.)** (for Sl. No. 19 to 25). from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 25). (1566/25-26)

মনে রাখবেন-শাসনে নয়, ভালোবাসায়ই গড়ে ওঠে শিশুর সুস্থ মন,জানেন কি

সপ্তাহান্ত মানেই আনন্দ, বিশ্রাম আর খোলা হাওয়ায় খুদেদের একটু বেশি স্বাধীনতা। বেশিরভাগ বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে শনিবার ও রবিবার ছুটি থাকে। ফলে শুক্রবার বিকেলের ঘণ্টা প।তেই যেন খুদেদের মনে উৎসবের ঢেউ ওঠে। পড়াশোনার তাড়া তুলনায় কম থাকে, রাতজাগা সিনেমা দেখা, খেলাধুলো, আড্ডা-সব মিলিয়ে ছোটরা সপ্তাহান্তটা কাটায় দারুণ খোশমেজাজে। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় রবিবারের সন্ধে নামতেই। মনখারাপ, খিটখিটে মেজাজ, হঠা কান্নাকাটি-সব মিলিয়ে 'মনডে ব্লুজ'-এর লক্ষণ যেন মাথা তুলতে শুরু করে। অনেক বাবা-মা ভাবেন, শিশুটি হয়তো আলসেমি করছে বা অতিরিক্ত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই তারা বকাঝকা শুরু করেন। কিন্তু প্যারেন্টিং বিশেষজ্ঞদের মতে, বকা কোনও সমাধান নয়। বরং শিশুর মানসিক চাপ আরও বাড়িয়ে দেয়। শিশু মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন, ঘরোয়া কিছু অভ্যাস আর সংবেদনশীল আচরণের মাধ্যমে খুব সহজেই শিশুর এই 'মনডে ব্লুজ' দূর করা যায়। তার আগে জানতে হবে, কেন আদৌ এমনটা হয়।

কেন হয় 'মমনডে ব্লুজ'? প্রথম কারণটাই সবচেয়ে সাধারণ- রুটিনের বদল। সপ্তাহান্তে বহু বাড়িতেই ঘুমোতে দেরি হয়। দেরিতে ঘুমোলে দেরিতেই ওঠে শিশুরা। এতে শরীরের অভ্যন্তরীণ ঘড়ি বা বায়োলজিক্যাল ক্লক সম্পূর্ণ এলোমেলো হয়ে যায়। রবিবার রাতে সময়মতো ঘুমোতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই অসুবিধা হয়, আর সোমবার সকালবেলায় স্কুলে ওঠা হয়ে দাঁড়ায় যন্ত্রণাদায়ক। এর প্রভাব প। শিশুর মুডেও।

দ্বিতীয়ত, বয়স একটু বাড়লে অর্থাৎ কিশোর পড়ুয়ারা অনেক সময় পড়াশোনার চাপ, পরীক্ষা, প্রজেক্ট-এসব নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভোগে। সপ্তাহান্তের স্বল্প স্বাধীনতার পর আবার সেই চাপের মুখোমুখি হতে চায় না তারা। তাই সোমবারকে এড়িয়ে যেতে চায় মন থেকে। অনেক সময় আবার স্কুলে কোনও সমস্যা-বন্ধুর সঙ্গে

মনোমালিন্য, শিক্ষককে ভয় পাওয়া, অতিরিক্ত প্রতিযোগিতার চাপ-এসবও সোমবার স্কুলে না যাওয়ার পেছনে বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়।কোন লক্ষণগুলো দেখলে বুঝবেন খুদে 'মনডে ব্লুজ'-এ ভুগছে?রবিবার সন্ধ্যা নামতেই আচরণে বদল চোখে প।বে।

- ছোটখাটো ব্যাপারেও খিটখিটে হয়ে ওঠা।
- হঠা কান্নাকাটি শুরু করা।
- খাওয়াদাওয়ার প্রতি অনীহা।
- শারীরিক অস্বস্তির অজুহাত দেওয়া-বিশেষ করে পেটব্যথা বলার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।
- সোমবার সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে জেদাজেদি করা।
- বাবা-মায়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে চাওয়া বা আলাদা হতে না চাওয়া।
- স্পষ্টভাবে বলা-আমি স্কুলে যাব না।

এই লক্ষণগুলো একবারেই সাধারণ। কিন্তু নিয়মিত দেখা দিলে অবশ্যই গুরুত্ব দেওয়া জরুরি।

কীভাবে সামলাবেন খুদেকে?

১. রুটিন ঠিক রাখুনঃ সপ্তাহের পাঁচটা দিনের মতোই শনি ও রবিবারেও শিশুকে নির্দিষ্ট সময়ে শুইয়ে দিন। বিশেষজ্ঞদের মতে, নিয়মিত ঘুমের রুটিনই 'মনডে ব্লুজ' কমানোর সবচেয়ে ব। অস্ত্র। শোবার ঘরে মোবাইল, ট্যাব বা টিভি রাখা যাবে না-এসব স্ক্রিন ডিভাইস ঘুমে ব্যাঘাত ঘটায়।

২. রবিবার রাতে কোনও অনুষ্ঠান নয়ঃ অনেক বাবা-মা ভাবেন, রবিবার একটু দেরি করে ঘুমোলেই বা ক্ষতি কী! কিন্তু ক্ষতি হয়। দেরিতে ঘুমোতে গেলে সোমবার সকালটা পুরোপুরি বিগড়ে যায়। তাই রবিবার রাতে পারিবারিক আড্ডা, সিনেমা নাইট বা কোনও অনুষ্ঠান এড়িয়ে চলাই ভালো।

৩. আগেভাগেই স্কুলের প্রস্তুতি ঃ রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে শিশুকে নিয়ে স্কুলের ব্যাগ সাজিয়ে নিন-এতে খুদের মনে পরের দিনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি তৈরি হয়। তারা বোঝে, আগামীকাল স্কুলে যেতেই হবে, কিন্তু সেটা স্বাভাবিক নিয়মের অংশ।

৪. ইতিবাচক কথোপকথনঃ শুক্রবার থেকেই ধীরে ধীরে বলতে থাকুন যে সোমবার স্কুল আছে- তবে কঠোর সুরে নয়। শিশুকে বুঝিয়ে বলুন, কেন স্কুলে যাওয়া জরুরি, সেখানে তার কী কী ভালো জিনিস অপেক্ষা করছে-বন্ধুরা, টিফিন, খেলাধুলো, ক্লাসের গল্প। এতে তার মনে স্কুল নিয়ে ইতিবাচক অনুভূতি তৈরি হবে।

৫. পছঃেদর টিফিন রাখুনঃ সোমবার সকালে ব্যাগে শিশুর পছন্দের টিফিন রাখুন। ছোট একটি আনন্দের উৎস তার মন ভালো করতে পারে। অনেক সময় এই সামান্য ব্যাপারই তাকে উৎসাহিত করে স্কুলে যেতে।

৬. সহানুভূতি দেখানঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো-শিশুর ভয় বা অনীহাকে গুরুত্ব দিন। তাকে চাপ দেবেন না। তার কথা মন দিয়ে শুনুন। বাবা-মায়ের সহানুভূতি শিশুকে নিরাপত্তা দেয়, উদ্বেগ কমায়।খুদে মানেই তার উপর চাপ দিয়ে সবকিছু করানো যাবে-এমন ভুল ধারণা থেকে বেরিয়ে আসা প্রয়োজন। শিশুরা মানুষ, তাদেরও আবেগ আছে, ভয় আছে, অস্বস্তি আছে। তাই বকাঝকা করে নয়, বরং ভালোবাসা, বোঝাপড়া আর একটি স্থির রুটিনের মাধ্যমে 'মনডে ব্লুজ' কাটিয়ে তোলা যায় সহজেই। মনে রাখবেন-শাসনে নয়, ভালোবাসায়ই গড়ে ওঠে শিশুর সুস্থ মন।

সম্পর্কে আগ্রহ কমে যাচ্ছে? প্রেমিকের আচরণের ১০টি লক্ষণই বলে দেবে দূরত্ব বাড়ছে নিঃশব্দেই

সম্পর্কের সমীকরণ সময়ের সঙ্গে বদলায়-এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সব পরিবর্তনই সুখকর নয়। এমন অনেক সম্পর্ক রয়েছে, যেখানে শুরুতে কথার শেষ নেই, মেসেজের পাহাড়, অনবরত ফোন, প্ল্যান, স্বপ্ন-সবই ছিল। অথচ কয়েক মাস কিংবা কয়েক বছরের মধ্যে সেই জোর, সেই উষ্ণতা আর থাকে না। ধীরে ধীরে দূরত্ব বাড়তে থাকে। দু'জনের মধ্যে কথা কমে আসে, যোগাযোগ ভাঙতে শুরু করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বিচ্ছেদ কখনওই একদিনে ঘটে না। একজন অনেক আগেই তার মন সরিয়ে নেয়, আচরণে বুঝিয়ে দেয় যে আগ্রহ তার আর আগের মতো নেই। অন্যজন তখনও সম্পর্ক বাঁচানোর মরিয়া চেষ্টা করে, ভাবতে থাকে-' কি কিছু ভুল করলাম?' অথচ বাস্তবটা অনেক সহজ-প্রেমিক হয়তো আপনার প্রতি তার টান হারিয়ে ফেলেছেন।এমন পরিস্থিতিতে নিজের মূল্যবোধকে অবহেলা না করে লক্ষণগুলো চিনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের। কারণ সম্পর্ক যতই মূল্যবান হোক, একতরফা লড়াইয়ে তার অস্তিত্ব টেকে না। চলুন জেনে নেওয়া যাক, কোন কোন আচরণ স্পষ্টভাবে বলে দেয় প্রেমিক আগ্রহ হারাচ্ছেন।

১. আচমকা অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ঃ সম্পর্কে সময় দেওয়া প্রথম শর্ত। আগে তিনি নিয়মিত ফোন করতেন, মেসেজ করতেন। আর এখন? ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনকি দিনের পর দিন কোনও খোঁজ নেই। মেসেজের উত্তরও নেই। আর ফিরে এসে কোনও ব্যাখ্যাও নেই। এটাই প্রথম লক্ষণ-আগ্রহ হারানো মানুষের কাছে সময় বের করা কঠিন নয়, অগ্রাধিকারটাই বদলে গেছে।

২. যত্নের ওঠা-নামা ঃ একদিন ভীষণ কেয়ারিং, পরদিন সম্পূর্ণ উদাস-এই আচরণ আপনাকে দ্বিধায় ফেলতে বাধ্য। আপনি ভাববেন, কোনও ভুল করেছেন কি না। কিন্তু আসল সমস্যা অন্যত্র। এমন আচরণ তখনই দেখা যায়, যখন প্রেমিক আবেগগতভাবে দূরে যেতে শুরু করেছে। বলতে পারছে না, তাই আচরণেই বুঝিয়ে দিচ্ছে।

৩. একসঙ্গে সময় কাটাতে অনীহা ঃ একসময় দু'জন মিলে রেস্তোরাঁয় যেতেন, সিনেমা দেখতেন, ঘুরতেন। এখন কোথাও যাওয়ার কথা বললেই অসীম ব্যস্ততা! টানা অজুহাত। এর মানে স্পষ্ট-আপনি আর তার অগ্রাধিকারের তালিকায় নেই।

৪. যোগাযোগ শুধু সুবিধেমতো ঃ আপনি কথা বলতে চাইলে সাড়া নেই, কিন্তু ওর সুবিধা হলে তখনই মেসেজ আসে। এটাই স্বার্থপর সম্পর্কের লক্ষণ। আগের মতো সমান প্রয়াস নেই। যোগাযোগ একদিকে ঝুঁকে গেছে-দূরত্ব তখনই তৈরি হতে থাকে।

৫. সমস্যা সমাধানে অনীহা ঃ সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি হবেই। কিন্তু সমাধানের চেষ্টা না থাকলে সম্পর্ক দু ঃস্থ হয়ে পড়ে। আপনি কথা বলতে চাইলে সে বিষয় পালটায় বা বলে-এখন নয়। এই এড়িয়ে যাওয়া প্রমাণ করে, তার আর আগ্রহ নেই সম্পর্কটাকে ঠিক করতে।

৬. নিজের মূল্য নিয়ে সংদেহ তৈরি হওয়া ঃ সঙ্গীর আচরণ কি আপনাকে নিজের সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে বাধ্য করছে? ভাবাচ্ছে-আপনি কি যথেষ্ট? এই সম্পর্ক কি সত্যিই আপনাকে গুরুত্ব দিচ্ছে? আপনার আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরলে বুঝবেন সম্পর্কের অভ্যন্তরে সমস্যা গভীর।

৭. একতরফা উদ্যোগ ঃ সম্পর্ক সমানভাবে দুই জনের। কিন্তু যদি দেখেন সব পরিকল্পনা আপনাকেই করতে হচ্ছে-ডেট থেকে শুরু করে কথোপকথন জমিয়ে তোলা পর্যন্ত- তবে বোঝাই যায়, অন্যজনের আর মন নেই এই সম্পর্কে।

৮. পরিবারের সঙ্গে পরিচয় করাতে না চাওয়া ঃ যে মানুষ সত্যিই সম্পর্কটাকে গুরুত্ব দেয়, সে কখনওই আপনাকে গোপন রাখবে না।

যদি প্রেমিক এখনও পরিবার বা কাছের মানুষকে আপনার কথা না বলে থাকে, তবে বুঝতে হবে- সম্পর্ক নিয়ে তার সিরিয়াসনেস কমছে।

৯. সুযোগ পেলেই ফ্লার্টিং ঃ ন্যদের সঙ্গে অতিরিক্ত ফ্লার্ট করা, ইনবক্সে নিত্য নতুন ' আচরণ নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করে। যে ভালোবাসে, সে কখনই এমন কিছু করবে না যা আপনাকে আঘাত করতে পারে বা সন্দেহ তৈরি করে।

১০. প্রতিশ্রুতি ভাঙা অভ্যাস ঃ দেখা করার কথা বলে আপনাকে অপেক্ষা করায়, কিন্তু আসে না। ক্ষমা চাইবার প্রয়োজনই মনে করে না। বারবার কথা দিয়ে তা ভাঙে। এটাই শেষ সতর্কবার্তা-সে আসলে সম্পর্ক থেকে মন সরিয়ে নিয়েছে। সম্পর্কে দূরত্ব বাড়ছে বুঝলে প্রথমেই নিজেকে দোষারোপ করবেন না। অনুভবের জায়গা বদলে যেতে পারে, সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু তা লুকিয়ে রাখা বা আপনাকে অন্ধকারে রাখা ঠিক নয়। নিজের সম্মান, অনুভূতি ও মানসিক শান্তির প্রতি দায়বদ্ধ থাকুন। আগ্রহ হারানো সম্পর্ক ধরে রাখার চেষ্টা যতই করুন না কেন, একসময় সেটা কষ্টে পরিণত হয়। তাই লক্ষণগুলো চিনে নিন, নিজের হৃদয়কে গুরুত্ব দিন। কখনও কখনও ছেড়ে দেওয়াই নতুন শান্তির দরজা খুলে দেয়।

সম্পর্ক, মন ও মানসিকতার গভীরে লুকিয়ে থাকা সত্যিটাই জানুন

বিচ্ছেদ-একটি শব্দ, যার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য অনুভূতি, স্মৃতি, ব্যথা, অস্বস্তি, শূন্যতা। প্রেম যেমন জীবনের এক অনিবার্য অধ্যায়, তেমনই বিচ্ছেদও বাস্তবের অংশ। সম্পর্ক ভেঙে গেলে পৃথিবী থেমে যায় না, জীবন চলতেই থাকে। মানুষের মনও ধীরে ধীরে সামলে নেয় সেই শূন্যতা। তবে প্রশ্ন হচ্ছে-সামলে ওঠার সেই সময়ে কি প্রাক্তনের স্মৃতি পুরোপুরি মুছে যায়? উত্তর- একেবারেই না।

কিন্তু আজকের ডিজিটাল যুগে বিচ্ছেদ মানেই কি দূরে সরে যাওয়া? শরীরিক দূরত্বের পরও যখন প্রাক্তনের ছবি, পোস্ট, ভিডিও থেকে শুরু করে।

Name Change
I, Rasidul Banda (Old Name) S/O– Taju Banda resident of Vill & Po-Binodnagar , Ps-Tehatta , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741155 do hereby declared that I have changed my name from Rasidul Banda to Rashidul Banda and henceforth I shall be known as Rashidul Banda (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 01/12/2025. My name Rashidul Banda & Rasidul Banda both are same and one identical person.

Name Change
I, FAJLUL SAIK (OLD NAME) S/O- DABIR residing at VILL-SANTOSHPUR PO-BANSBERIA , P.S-HOGOLBERIA DIST-NADIA PIN-741122, west bengal do hereby declare that I ,have changed my name from (old name) FAJLUL SAIK to (new name) FAZLUR RAHAMAN SEKH and henceforth I shall be known as (new name) FAZLUR RAHAMAN SEKH in all purpose , vide an affidavit before the Notary public at Berhampore court on 02/12/2025.(new name) FAZLUR RAHAMAN SEKH and FAJLUL SAIK (old name) both name are same and one identical person.

Name Change
I, AMIT SAIK (OLD NAME) S/O- FAJLUL SAIK residing at VILL-SANTOSHPUR PO-BANSBERIA , P.S-HOGOLBERIA DIST-NADIA PIN-741122, west bengal do hereby declare that I ,have changed my name from (old name) AMIT SAIK to (new name) AMIT SEKH and henceforth I shall be known as (new name) AMIT SEKH in all purpose , vide an affidavit before the Notary public at Berhampore court on 02/12/2025.(new name) AMIT SEKH and AMIT SAIK (old name) both name are same and one identical person.

Name Change
I, ASIT KR SAHA (OLD NAME) S/O- LATE DIJENDRA NATH SAHA residing at VILL& PO- TULASIHATA , P.S- HARISHCHANDRAPUR DIST-MALDA PIN-732140, west bengal do hereby declare that I ,have changed my name from (old name) ASIT KR SAHA to (new name) ASIT KUMAR SAHA and henceforth I shall be known as (new name) ASIT KUMAR SAHA in all purpose , vide an affidavit before the Notary public at Berhampore court on 02/12/2025.(new name) ASIT KUMAR SAHA and ASIT KR SAHA (old name) both name are same and one identical person.

Name Change
I,ABUL KALAM MAHALOT (old name) S/O-LATE NABIJAN MAHALAT , residing at VILL-GORKOLA POKAJIGRAM CHANDIPUR PS-ENGLISHBAZAR DIST-MALDA PIN-732103 West Bengal, I have changed my nameABUL KALAM MAHALOT (old name) to ABDUL KALAM MAHA LAT (new name) and Shall henceforth beknown as ABDUL KALAM MAHALAT (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the notary publicat Berhampore court on 02/12/2025.(NEW NAME) ABDUL KALAM MAHALAT and (old name) ABUL KALAMMAHALOT Both name are same and one identical Person.

Name Change
I, FAROZ ALI SEKH (Old Name) CHHAPED SHAIKH Residing at Vill. Sonatola, Post. Rupdaha, Ps. Dhubulia Dist Nadia, Pin- 741140, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from FAROZ ALI SEKH TO FAROJ ALI SHAIKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) FAROJ ALI SHAIKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 19 Nov 2025, FAROJ ALI SHAIKH and FAROZ ALI SEKH both are Same and one identical person.

Name Change
I, Rubel Islam , my father's (Old Name) Md Johrul Islam resident of Vill & Po- Padmanabhpur , Ps-Hariharpara , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742166 do hereby declared that I have changed my father's name from Md Johrul Islam to Jahidul Islam and henceforth my father's name shall be known as Jahidul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 01/12/2025. My father's name Jahidul Islam & Md Johrul Islam both are same and one identical person.

Name Change
I, Balamali Ghosh (old name) Son of Dulal Ghosh, residing at Vill-Jamirdanga Paschim Para, Po-Mahatpur, Ps-Chapra, Nadia Pin-741164, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Banamali Ghosh (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 01/12/2025. Balamali Ghosh (old name) and Banamali Ghosh (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I HASI BUL MOLLA MY SON RAJBIR MOLLA HIS BIRTH CERTIFICATE HIS NAME HASBEEN RECORDED AS AJBIR MOLLA AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 28/5/25 MY SON RAJBIR MOLLA AND AJBIR MOLLA IS SAME PER SON R/O VILL BETBERIA P.S CHAPRA DIST NADIA.

Name Change
I AVHA DEVI, W/O UGRADEB JHA residing at 162A/38 Prince Anwar Shah Road, P.S.-Lake, Kolkata - 700045, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ABHA DEVI as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 28/11/2025. AVHA DEVI and ABHA DEVI both are same and identical person.

Name Change
I UGARDEV JHA and UGRADEV JHA S/O UMAKANT JHA residing at 162A/38 Prince Anwar Shah Road, P.S.-Lake, Kolkata -700045, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as UGRADEB JHA as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 28/11/2025. UGARDEV JHA and UGRADEV JHA and UGRADEB JHA both are same and identical person.

Name Change
I, Md Safiuddin Gazi (old name) son of Habibar Rahaman, residing at 5, Balbaliya Purba Para, Shankarpur, Baruipur, Dist: South 24 Parganas, Pin: 743372, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Safiuddin Gazi (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 01/12/2025. Md Safiuddin Gazi (old name) and Safiuddin Gazi (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Nizamuddin Gazi (old name) son of Safiuddin Gazi, residing at 5, Balbaliya Purba Para, Shankarpur, Baruipur, Dist: South 24 Parganas, Pin: 743372, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Md Nizamuddin Gazi (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 01/12/2025. Nizamuddin Gazi (old name) and Md Nizamuddin Gazi (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Babor Ali (old name) residing at Mamdalipur, Natunpara, Rajpur, Hariharpara, Dist- Murshidabad , Pin-741165 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from BABOR ALI to BABAR ALI SK and henceforth I shall be known as BABAR ALI SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 01/12/2025. BABOR ALI and BABAR ALI SK both are same and one identical person.

Name Change
I, Sandha Das (old name) residing at Salikadanga, Jagaipur, Nowda, Dist-Murshidabad , Pin- 741121 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SANDHA DAS to SANDHYA DAS and henceforth I shall be known as SANDHYA DAS (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 01/12/2025. SANDHA DAS and SANDHYA DAS both are same and one identical person.

Name Change
I, Sham Kumar Sardar (old name) residing at Dubapara , Kajipara, Raninagar , Dist- Murshidabad , Pin- 742306 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SHAM KUMAR SARDAR to SHYAM KUMAR SARDAR and henceforth I shall be known as SHYAM KUMAR SARDAR (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 01/12/2025. SHAM KUMAR SARDAR and SHYAM KUMAR SARDAR both are same and one identical person.

Name Change
I, Parmina Khatun (old name) residing at Nischintapur, Sukantapally, Rampurhat , Rampurhat , Dist- Birbhum , Pin- 731224 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from PARMINA KHATUN to PARMINA BEGAM and henceforth I shall be known as PERMINA BEGAM (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 01/12/2025. PERMINA KHATUN and PERMINA BEGAM both are same and one identical person.

Name Change
I, Reshma Bibi (old name) residing at Shashidharpur, Jafrabad , Murshidabad, Dist- Murshidabad , Pin-742149 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from RESHMA BIBI to RESHMA KHATUN and henceforth I shall be known as RESHMA KHATUN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 01/12/2025. RESHMA BIBI and RESHMA KHATUN both are same and one identical person.

Name Change
I, Milan Sk (Old Name) S/O– Abdul Owadud Sekh resident of Uttarpara, Belgram, Panchthupi, Burwan, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742161 do hereby declared that I have changed my name from Milan Sk to Milan Sheikh and henceforth I shall be known as Milan Sheikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 01/12/2025. My name Milan Sheikh & Milan Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Tafijul (Old Name) S/O–Dawat Ali resident of Vill-Kheria , Po-Katlamari, Ps-Pukhuria , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732102 do hereby declared that I have changed my name from Tafijul to Tafijul Hoque and henceforth I shall be known as Tafijul Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Malda court on 12/11/2025. My name Tafijul Hoque & Tafijul both are same and one identical person.

Name Change
I, Ajikul (Old Name) S/O–Sifanu Sekh residing Chandpur , Jalalpur , Kaliachak , Malda , West Bengal 732206 do hereby declared that I have changed my name from Ajikul to Sekh Aajikul and henceforth I shall be known as Sekh Aajikul (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/11/2025. My name Sekh Aajikul & Ajikul both are same and one identical person.

Name Change
I, Saikul Islam (Old Name) S/O–Safikul Alam resident of Vill-Achhra, Po-Amritakunda , Ps-Nabagram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Saikul Islam to Saiful Islam and henceforth I shall be known as Saiful Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Lalbagh court on 31/10/2025. My name Saiful Islam & Saikul Islam both are same and one identical person.

Name Change
I, Safiya Bibi (Old Name) W/O–Abu Hossain Mondal residing at Vill-Bhatsala , PO-Ramna Basantapur , PS- Domkal , Murshidabad, West Bengal 742406 do hereby declared that I have changed my name from Safiya Bibi to Safia Bibi and henceforth I shall be known as Safia Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/11/2025. My name Safia Bibi & Safiya Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, Sabiwar Rahman (Old Name) S/O–Nazrul Mia residing at Vill & PO-Tenkaraipur , PS-Islampur , Murshidabad, West Bengal 742304 do hereby declared that I have changed my name from Sabiwar Rahman to Sabiar Rahaman and henceforth I shall be known as Sabiar Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 01/12/2025. My name Sabiar Rahaman & Sabiwar Rahman both are same and one identical person.

Name Change
I, Naosaid Sk (Old Name) S/O–Sovani resident of Vill & Po-Khargram, Ps- Khargram, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742147 do hereby declared that I have changed my name from Naosaid Sk to Naosaidd and henceforth I shall be known as Naosaidd (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/11/2025. My name Naosaidd & Naosaid Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Papon Mia (Old Name) S/O–Sabiar Rahaman residing at Vill & PO-Tenkaraipur , PS-Islampur , Murshidabad, West Bengal 742304 do hereby declared that I have changed my name from Papon Mia to Papon Miya and henceforth I shall be known as Papon Miya (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 01/12/2025. My name Papon Miya & Papon Mia both are same and one identical person.

Name Change
I, Nemai Chandra Saha (Old Name) S/O–Late Dharani Lal Saha residing at Vill-Charswarupganj Anandapara, PO-Gadigachha, PS-Nabadwip , Nadia , West Bengal 741315 do hereby declared that I have changed my name from Nemai Chandra Saha to Nemai Chand Saha and henceforth I shall be known as Nemai Chand Saha (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 01/12/2025. My name Nemai Chand Saha & Nemai Chandra Saha both are same and one identical person.

Name Change
I, Motiur Rahaman (Old Name) S/O–Humayun Kabir residing at Vill-Uladanga , PO-Pilki , PS-Sagardighi , Jangipur , West Bengal 742237 do hereby declared that I have changed my name from Motiur Rahaman to Matiur Rahaman and henceforth I shall be known as Matiur Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/11/2025. My name Matiur Rahaman & Motiur Rahaman both are same and one identical person.

Name Change
I, Golam Mostufa (Old Name) S/O–Majed Sk resident of Vill-Barsatigola, Po & Ps-Bhagwangola , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742135 do hereby declared that I have changed my name from Golam Mostufa to Golam Mostafa and henceforth I shall be known as Golam Mostafa (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Berhampore court on 10/09/2025. My name Golam Mostafa & Golam Mostufa both are same and one identical person.

Name Change
I, Alamgir (Old Name) S/O–Sekh Aajikul residing Chandpur , Jalalpur , Kaliachak , Malda , West Bengal 732206 do hereby declared that I have changed my name from Alamgir to Alamgir Sekh and henceforth I shall be known as Alamgir Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/11/2025. My name Alamgir Sekh & Alamgir both are same and one identical person.

Name Change
I, Abdul Odut Sk (Old Name) S/O–Mahid Sekh resident of Belgram, Panchthupi, Burwan, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742161 do hereby declared that I have changed my name from Abdul Odut Sk to Abdul Owadud Sekh and henceforth I shall be known as Abdul Owadud Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 01/12/2025. My name Abdul Owadud Sekh & Abdul Odut Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, NOOR ISLAM (OLD NAME) S/O-SALAM SEKH residing at VILL- KHARGRAM PO-KHARGRAM , P.S-KHARGRAM DIST-MURSHIDABAD PIN-742147, west bengal do hereby declare that I ,have changed my name from (old name) NUR ISLAM SK to (new name) NOOR ISLAM and henceforth I shall be known as (new name) NUR ISALM SK in all purpose , vide an affidavit before the LD JM 1ST Class at Kandi court Dist-Murshidabad dated on 14/11/2025.(new name) NUR ISLAM SK & NOOR ISLAM (old name) both name are same and one identical person.

Name Change
I, RAJEMUDDIN SK (OLD NAME) S/O-HAMED ALI residing at VILL- KHARGRAM PO-KHARGRAM , P.S- KHARGRAM DIST-MURSHIDABAD PIN-742147, west bengal do hereby declare that I ,have changed my name from (old name) RAJEMUDDIN SK to (new name) RAJEMADDIN SEKH and henceforth I shall be known as (new name) RAJEMADDIN SEKH in all purpose , vide an affidavit before the Notary public at Berhampore court on 02/12/2025.(new name) RAJEMADDIN SEKH & RAJEMUDDIN SK (old name) both name are same and one identical person.

Name Change
I, SARYQUL SK (OLD NAME) S/O-ABDUS SALAM residing at VILL- KHESAR POMARGRAM , P.S-KHARGRAM DIST-MURSHIDABAD PIN-742147, west bengal do hereby declare that I ,have changed my name from (old name) SARYQUL SK to (new name) SORIKUL SK and henceforth I shall be known as (new name) SORIKUL SK in all purpose , vide an affidavit before the Notary public at Berhampore court on 02/12/2025. (new name) SORIKUL SK & SARYQUL SK (old name) both name are same and one identical person.

Name Change
I, MD EBRAHIM SK& ALI EBRAHIM (old name) S/O- LATE SAYED ALI , residing at VILL-ANANDAPUR POBUDHIA PS-ENGLISHBAZAR DIST-MALDA PIN-732128 West Bengal, I have changed my nameMD EBRAHIM SK&ALI EBRAHIM (old name) to EBRAHIM ALI (new name) and Shall henceforth be known asEBRAHIM ALI(new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court on02/12/2025.(NEW NAME) EBRAHIM ALI and (old name) MD EBRAHIM SK& ALI EBRAHIMBoth name aresame and one identical Person.

Name Change
I, Nikhil Maity (Old Name) S/o Guruprasad Maity Residing at Nutun Pally, Podrah, District - Howrah, Pin - 711109, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Nikhil Kumar Maity (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 24-11-2025. Nikhil Maity (Old Name) and Nikhil Kumar Maity (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, PRIYANKA MANNA D/o Ram Kumar Manna & W/o Soumyajit Mondal residing at Ichapur Canal Side Purbapara, P.O. Santragachi, P.S. Jagacha, Dist-Howrah, Pin-711104, W.B. do hereby declare through an affidavit dated 01-12-2025 before the before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Howrah that my name is PRIYANKA MANNA which is rightly recorded in my Aadhaar Card being 7770 0649 6958 and also in my Passport No. T2213576.That my name was wrongly given as Priyanka Mondal in the passport of my daughter Angelina Mondal vide passport No 2215556.I declare that PRIYANKA MANNA and PRIYANKA MONDAL is one and same person being the mother of Angelina Mondal.

Name Change
I, Nikhil Maity (Old Name) S/o Guruprasad Maity Residing at Nutun Pally, Podrah, District - Howrah, Pin - 711109, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Nikhil Kumar Maity (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 24-11-2025. Nikhil Maity (Old Name) and Nikhil Kumar Maity (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, MAMON DUTTA(Old Name) D/o MAHADEV DUTTA residing at 166/A Khetra Lane, P.O. & P.S. Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin-742101, W.B. have changed my name and shall henceforth be known as MAMONI DUTTA(New Name) vide an affidavit sworn before the Ld. S.D.E.M 1st Class at Berhampore, Murshidabad vide affidavit No. 2426 dated 28/11/2025. MAMON DUTTA and MAMONI DUTTA both are same and one identical person.

Name Change
I, PRIYANKA MANNA D/o Ram Kumar Manna & W/o Soumyajit Mondal residing at Ichapur Canal Side Purbapara, P.O. Santragachi, P.S. Jagacha, Dist-Howrah, Pin-711104, W.B. do hereby declare through an affidavit dated 01-12-2025 before the before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Howrah that my name is PRIYANKA MANNA which is rightly recorded in my Aadhaar Card being 7770 0649 6958 and also in my Passport No. T2215556. I declare that PRIYANKA MANNA and PRIYANKA MONDAL is one and same person being the mother of Angelina Mondal.

Name Change
I, Ayesha Khatun (Old Name) W/O-Samsul Hoque residing at of Vill+Po-Panchgram , Ps- Nabagram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742184 do hereby declared that I have changed my name from Ayesha Khatun to Ayesa Rahaman and henceforth I shall be known as Ayesa Rahaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/09/2025. My name Ayesa Rahaman & Ayesha Khatun both are same and one identical person.

Name Change
I, Naosaid Sk (Old Name) S/O–Sovani resident of Vill & Po-Khargram , Ps- Khargram , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742147 do hereby declared that I have changed my name from Naosaid Sk to Naosaidd and henceforth I shall be known as Naosaidd (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/11/2025. My name Naosaidd & Naosaid Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, FERDOUSI BEGAM(Old Name) W/o Jahiruddin Mallick @ Jaharuddin Mollick residing at Vill-Nawabpur, P.O. Nawabpur Bazar, P.S-Chanditala, Dist-Hooghly, Pin-712701 W.B. do hereby solemnly affirm and declare my actual name FERDOWSI BEGUM MALLICK and shall henceforth be known as FERDOWSI BEGUM MALLICK(New Name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, at Serampore dated 29/11/2025. FERDOUSI BEGAM and FERDOWSI BEGUM MALLICK both are same and one identical person.

Name Change
I, Tania Barik (Old Name) W/o Saanjeev Deepak Gianani D/o Gobardhan Barik Residing at 6 P.C Road, Tollygunge, District - Kolkata, Pin - 700033, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Tania Saanjeev Gianani (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore, vide affidavit no 63329 Date 26-09-2025. Tania Barik (Old Name) and Tania Saanjeev Gianani (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Safi Biswas (পুরাতন নাম) পিতা Ajijul Biswas ঠিকানা Umarpur, Ramnagar, Kumari Ramnagar, District - Nadia, Pin- 741502, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 01-12-2025 এর Affidavit no 60/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Chhafiuddin Biswas (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Chhafiuddin Biswas (নতুন নাম) ও Safi Biswas (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Shaikh Hasibul Islam (Old Name) S/o Abdul Hasem Residing at Vill - Maheshwarpur, P.o - Puinan, P.s - Dadpur , District - Hooghly, Pin - 712305, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sekh Hasibul Islam (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 58/2025 Dated 01-12-2025. Shaikh Hasibul Islam (Old Name) and Sekh Hasibul Islam (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Supiya Khatun (Old Name) D/o Sekh Manjur Rahaman W/o Sk Abbas Uddin Residing at Vill - Beta, P.o - Sinhet, P.s - Dadpur, District - Hooghly, Pin - 712305, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sufiya Khatun (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 59/2025 Dated 01-12-2025. Supiya Khatun (Old Name) and Sufiya Khatun (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Probin Karmakar (Old Name) S/o Arabinda Karmakar Residing at Vill - Prasantanagar, P.o - Kazipara, P.s - Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700124, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Prabir Karmakar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 28-11-2025. Probin Karmakar (Old Name) and Prabir Karmakar (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Protima Pakhira (Old Name) W/o Gopinath Pakhira Residing at Vill - Rampur, P.o - Korasia, District - Paschim Medinipur, Pin - 721201, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Pratima Pakhira (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 01-12-2025. Protima Pakhira (Old Name) and Pratima Pakhira (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Jadab Chandra Karmakar (Old Name) S/o Prahlad Karmakar Residing at Hatiara Pal Para, New Town, District - North 24 Parganas, Pin - 700157, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Jadab Karmakar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 01-12-2025. Jadab Chandra Karmakar (Old Name) and Jadab Karmakar (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Sampa Karmakar (Old Name) W/o Jadab Karmakar Residing at Hatiara Pal Para, New Town, District - North 24 Parganas, Pin - 700157, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Shampa Karmakar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 01-12-2025. Sampa Karmakar (Old Name) and Shampa Karmakar (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Nazrul (Old Name) S/o Safi Ahmad Residing at 25C, Alimuddin Street, P.o+P.s - Park Street, District - Kolkata, Pin - 700016, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Md Nazrul Islam (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 01-12-2025. Md Nazrul (Old Name) and Md Nazrul Islam (New Name) both are same and one identical person.

মায়াপুর ইসকনে সমাপ্ত হল ৭ দিন ব্যাপী ২৯ তম গীতা জয়ন্তী মহোৎসব, উপস্থিত অসংখ্য বৈষ্ণব ভক্তগণ

দেবাশিষ কংসবণিক, মায়াপুর, ১ ডিসেম্বর ঃ সোমবার দুপুরে একযোগে বেশ কয়েক হাজার বৈষ্ণব ভক্তের কন্ঠে গীতা পাঠ ও শান্তি মহাযজ্ঞের মধ্যে দিয়ে সমাপ্ত হয় পর্যটন নগরী মায়াপুর ইসকন চন্দ্রদ্বয় মন্দিরে ৭ দিন ব্যাপী ২৯ তম ভক্তিবেদান্ত গীতা একাডেমী পরিচালিত গীতা জয়ন্তী মহোৎসব। বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও গত ২৫ নভেম্বর মঙ্গলবার মায়াপুর ইসকনে মন্দিরে সূচনা হয়েছিল গীতা জয়ন্তী মহোৎসব। সোমবার গীতা জয়ন্তী মহোৎসবের সমাপ্তি দিনে সকাল থেকে শুরু হয় দেশ-বিদেশ থেকে আসা প্রায় পাঁচ হাজার ভক্ত সমাগমে গীতা পাঠ ও শান্তি মহাযজ্ঞ। গীতার জ্ঞানালোকে বিশ্ববাসীর হৃদয়কে উদ্ভাসিত ও গীতা অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের মনোবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই মহান গীতা মহোৎসবের আয়োজন। পরমেশ্বর

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে সমরাঙ্গনে অমিত শক্তিশালী ধনুর্ধ অর্জুনকে গীতার জ্ঞান দান করেছিলেন। এই শুভ তিথিতে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হতাশাগ্রস্ত অর্জুনের মধ্যে কথোপকথনই গীতা। মায়াপুর ইসকন চন্দ্রদ্বয় মন্দিরের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, ভক্তি বেদান্ত গীতা একাডেমী ভারতবর্ষে বিশেষত বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দি তিনটি ভাষায় গীতা স্টাডি কোর্সের মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদের গীতা ও ভগবত পড়ার সুযোগ করে দিয়েছে। তিনি বলেন, গীতাকে বলা হয় মানব ধর্মতত্ত্বের একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ। আজ থেকে ৫১১৮ বছর পূর্বে ভগবত গীতার দিব্য জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রদান করলেও গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, এর পূর্বেও তিনি এই জ্ঞান অন্যকে প্রদান করেছিলেন। মহাভারতের শান্তি পর্বে ভগবত গীতার ইতিহাসে উল্লেখ আছে,কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন যে, তিনি প্রথম এই জ্ঞান সূর্য দেখতে প্রদান করেন এবং সূর্যদেবতা মনুকে প্রদান করেন। মায়াপুর ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক আরও জানান, গীতার জ্ঞানে বিশ্ববাসীর হৃদয়কে উদ্ভাসিত ও গীতা অধ্যানরত ছাত্র-ছাত্রীদের মনোবলকে বৃদ্ধি করতেই এই মহান উৎসবের আয়োজন।

রেললাইন থেকে মৃতদেহ উদ্ধার

মলয় দত্ত, পুরুলিয়া, ১ ডিসেম্বর ঃ রেল লাইনের ধারে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আদ্রা ডিভিশনের সিরজাম স্টেশনের কাছে রেললাইনের পাশের একটি ঝোপের মধ্যে প্রথমে দেহটি দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপরই খবর দেওয়া হয় আদ্রা জিআরপি ও স্থানীয় কাশীপুর থানায়। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে। অন্যদিকে রেল লাইনের অদূরে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয় এলাকায়। কাশীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক শুভঙ্কর সরকার জানান, খবর পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ উদ্ধার করেছে এবং ময়নাতদন্তের জন্য পুরুলিয়ার দেবেন মাহাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তিনি আরও জানান, মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনও অজানা। আনুমানিক বয়স প্রায় ৪০ বছর। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করা হয়েছে এবং কাশীপুর থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, মৃতদেহের একাংশ পচে যাওয়া অবস্থায় পাওয়া গেছে। তাই ধারণা করা হচ্ছে, মৃত্যু কয়েকদিন আগের। তবে ওই ব্যক্তি ট্রেন থেকে পড়ে মারা গিয়েছেন, নাকি এর আড়ালে অন্য কোনও রহস্য লুকিয়ে রয়েছে, সব দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা তারক মুখার্জি বলেন, মৃতদেহের কিছু অংশ পচে যাওয়ায় আমাদের মনে হয়েছে ঘটনাটি বেশ কয়েকদিন আগের। সঠিক তদন্ত হলে আসল রহস্য সামনে আসবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ ঘটনার প্রতিটি দিক গভীরভাবে তদন্ত করে দেখছে বলে জানা গেছে।

কাটিংয়ের সময় ঝলসে জখম ৩ শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১ ডিসেম্বর ঃ লোহার পাত কাটিংয়ের সময় গ্যাস লিক করে ঝলসে জখম হল ৩ শ্রমিক। সোমবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুরের সগড়ভাঙায় বেসরকারি কারখানায়। জানা গেছে, সোমবার দুপুরে কারখানায় গ্যাস কাটার দিয়ে কাটিংয়ের কাজ করছিল অভিজিত ভুই, উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় ও মৃণাল রায় নামে তিন শ্রমিক। তখনই গ্যাস লিক করে আগুনে ঝলসে যায় তাঁরা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনজনকেই দুর্গাপুর বিধান নগরের বেসরকারি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তারা চিকিৎসাধীন রয়েছে। মৃণাল রায়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে আহত তিনজনেই বাঁকুড়ার বাসিন্দা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কোকওভেন থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

Dehimondalghat-I Gram Panchayat
Baradabar, Ajodhya, Dist-Howrah
Email ld-dmghat1@gmail.com
AMADER PARA AMADER SAMADHAN WORK TENDER
1. Tender Reference No: DMGhat-I-APAS-08 of 2025-26. Bid submission upload start date(online): **02/12/2025 10.00 A.M.** Last date of upload Bid submission(Online): **08/12/2025 up to 15.30 P.M.** Technical Bid Opening date(Online): **11/12/2025 at 10.00 A.M.** For details visit office of the undersigned.
Sd/- Prodhan
Dehimondalghat-I Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেলগণ রঞ্জিত রায় পিতা পরেশ নাথ রায়, সাকিম- রামপুরহাট ব্যাঙ্ক রোড, প্রণবপল্লী, পোঃ+ থানা রামপুরহাট, জেলা- বীরভূম হাল সাকিম- রামপুরহাট গান্ধীপার্ক (পূর্ব) বীণাপাণি এপার্টমেন্ট, ওয়ার্ড নং ০৬, পোঃ + থানা রামপুরহাট, জেলা- বীরভূম, মহাশয় বিগত ইং ১৩।০৩।২০২৪ তারিখ রামপুরহাট এ ডি এস আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 3472/2024 নম্বরযুক্ত একখানি কোবলা অলোক কুমার সাহা পিতা মৃত হরিমোহন সাহা সাকিম রামপুরহাট বিবেকানন্দ রোড সাহা পাড়া, ওয়ার্ড নং ০৬. পোঃ + থানা- রামপুরহাট, জেলা- বীরভূম, এর নিকট হইতে বীরভূম জেলার অন্তর্গত রামপুরহাট থানার অধীন ৭৭ নং জে. এল, ভুক্ত রামপুরহাট মৌজার এল.আর, খতিয়ান ২৭৮ হইতে সাবেক (আর.এস) দাগ নং-১৬৪৫- ষোল শত পঁয়তাল্লিশ হইতে আগত এল, আর (হাল) দাগ নং- ২৯০৭- উনত্রিশ শত সাত, রকম- বাউন্ড নির্মিত্ত ফ্ল্যাট, মোট পরিমান ৩৪ (চৌত্রিশ) শতক মধ্যে ১৭ (সতেরো) শতক মধ্যে ১৭১ বর্গফুট অর্থাৎ ০.৩৯৩ (শূন্য দশমিক তিন নয় তিন) শতক মায় তদস্থিত সেকেণ্ড ফ্লোর (2nd Floor Flat No- B, 3BHK) Flat No- B মূল ফ্ল্যাটের পশ্চিম- দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। যাহার কার্পেট এরিয়া ৯৩৮.৭৫ (নয় শত আটত্রিশ দশমিক সাত পাঁচ) বর্গফুট, কভার্ড এরিয়া ১০৩২.৭৫ বর্গফুট সুপার বিল্ডাপ এরিয়া ২০% সহ- ১২৩৯.৩ (এক হাজার দুই শত ঊনচল্লিশ দশমিক তিন) বর্গফুট, মেঝে টাইল্স, তৎসহ বেসমেন্টে ফোর হুইলার গ্যারেজ ১৩০ বর্গফুট ও টুহুইলার ৩০ বর্গফুট একুনে (১৩০+৩০) ১৬০ বর্গফুট, মেঝে সিমেন্ট, লিফট্ সহ যাহা আপনার দখলে থাকিবে। বিনাপানী ফ্ল্যাটের যাহার পশ্চিমে- পৌরসভার ১২ ফুটের ঢালাই রাস্তা। লিঙ্ক ধূলোডাঙ্গা রোড। সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি রেজিস্ট্রি করিবার জন্য অলোক কুমার সাহা পিতা-মৃত হরিমোহন সাহা মহাশয় বিগত ইং- ১৫।০৭।২০১৯ তারিখ রামপুরহাট সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে রেজি নং-I -6693/ 2019 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে দিব্যেন্দু মুখার্জী, পিতা- সনৎ কুমার মুখার্জী, রামপুরহাট চালধোয়ানী পাড়া, ওয়ার্ড নং ১৫, পোঃ + থানা- রামপুরহাট, জেলা- বীরভূম, মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, যাহা আইন মতে সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষনে আমার মক্কেল রামপুরহাট ১ বি.এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে তাহার নাম নথিভুক্ত করিবার জন্য দরখাস্ত দায়ের করিবেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পনের (১৫) দিনের মধ্যে রামপুরহাট ১ বি.এল.এন্ড এল.আর.ও নিকট লিখিতভাবে উপযুক্ত কারণ সহ জানাইবেন। অন্যথায় যথাযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।
SAMSUL ALAM
ADVOCATE,
RAMPURHAT COURT
EN NO-1411/78
Mob No.-8926195169

Nit-13/SIM/2025-26, Date-11/11/2025
Tender ID-2025_ZPHD_947662_1
2025_ZPHD_947730_1
2025_ZPHD_947769_1
2025_ZPHD_947816_1
2025_ZPHD_947885_1
2025_ZPHD_949293_1
2025_ZPHD_949427_1
2025_ZPHD_949459_1
2025_ZPHD_949504_1
2025_ZPHD_949530_1
2025_ZPHD_949559_1
2025_ZPHD_951263_1
2025_ZPHD_951449_1
2025_ZPHD_951464_1
2025_ZPHD_951483_1
2025_ZPHD_952461_1
2025_ZPHD_954763_1
2025_ZPHD_954856_1
2025_ZPHD_954967_1
2025_ZPHD_955983_1
2025_ZPHD_956056_1
2025_ZPHD_956080_1
2025_ZPHD_956123_1
2025_ZPHD_957462_1
2025_ZPHD_958293_1
2025_ZPHD_958415_1
2025_ZPHD_962553_1
2025_ZPHD_962597_1
2025_ZPHD_962628_1
2025_ZPHD_962663_1
Sd/-Prodhan
Simulpur Gram Panchayat

OFFICE OF THE NALPUR GRAM PANCHAYAT
2025_ZPHD_963352_1, 2025_ZPHD_963352_2, 2025_ZPHD_963352_3, 2025_ZPHD_963352_4
Publish Date **29-Nov-2025 10:00 AM**, Document Download / Sale End Date **30-Dec-2025 09:00** AM, Bid Submission End Date **30-Dec-2025 09:00 AM**
Prodhan
Nalpur Gram Panchayat

সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল আরপিএফ পূর্বরেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ ডিসেম্বর ঃ যাত্রীদের জন্য আবারও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল আরপিএফ পূর্বরেল। পূর্ব রেলের রেল সুরক্ষা বাহিনী কর্মীরা দেশব্যাপী 'অপারেশন আমানত' উদ্যোগের মাধ্যমে যাত্রীদের জিনিসপত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। হাওড়া, শিয়ালদহ, আসানসোল এবং মালদা ডিভিশনের আরপিএফ দলগুলি বিভিন্ন ট্রেন এবং রেল স্টেশন চত্বর থেকে বিভিন্ন লাগেজ জিনিসপত্র সফলভাবে উদ্ধার করেছে। উদ্ধার করা জিনিসপত্রের মধ্যে রয়েছেঃ ২টি কম্বল, ১টি স্যুটকেস এবং ১৬টি ব্যাগ যাতে কাপড়, নথিপত্র, ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র, একটি ল্যাপটপ, মোবাইল চার্জার, হাতঘড়ি, জুতো, প্যান কার্ড, এটিএম কার্ড, ভোটার আইডি, আইসিআইসিআই ভিসা কার্ড, পোস্ট ব্যাঙ্ক কার্ড, স্মার্ট কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাওয়ার ব্যাঙ্ক, মেকআপ কিট, হ্যান্ডওয়াশ, ক্রিম, পাউডার, অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং নগদ প্রায় ২২,০০০ টাকা। রেল সূত্রে জানানো হয়েছে উদ্ধারকৃত জিনিসপত্রের মোট মূল্য প্রায় ২,৭৫,৫০০ টাকা। হাওড়া, ডানকুনি, বর্ধমান, শিয়ালদহ, নৈহাটি, আসানসোল, দুর্গাপুর, জামতারা, সুলতানগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, জামালপুর এবং ভাগলপুর স্টেশনের ট্রেন এবং রেল স্টেশন থেকে এই জিনিসপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। যথাযথ যাচাই-বাছাই এবং নথিপত্র খতিয়ে দেখার পরে উদ্ধার হওয়া সমস্ত জিনিসপত্র তাদের প্রকৃত মালিকদের কাছে যথাযথভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে। হারানো জিনিস ফিরে পেয়ে, রেল যাত্রীরা পূর্ব রেলের প্রতি তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁদের এই কাজের প্রসংশা করেছেন। পূর্ব রেলের আরপিএফ অপারেশন আমানত এর অধীনে যাত্রীদের সম্পত্তি রক্ষা এবং তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদান করে চলেছে। 'অপারেশন আমানত' হল ভারতীয় রেলের একটি বিশেষ উদ্যোগ যার মাধ্যমে রেল সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) যাত্রীদের ফেলে যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়া জিনিসপত্র, যেমন মোবাইল ফোন ইত্যাদি খুঁজে বের করে তাদের দ্রুত ফেরত দিয়ে দেয়। এই অভিযানের উদ্দেশ্য হল যাত্রীদের হারানো সামগ্রী পুনরুদ্ধার করা এবং তাঁদের ভ্রমণকে আরও সুরক্ষিত ও চিন্তামুক্ত করা। অপারেশন আমানতের উদ্দেশ্যঃ হারানো সামগ্রী পুনরুদ্ধার করা। যাত্রীদের ফেলে যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়া জিনিসপত্র খুঁজে বের করে মালিককে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বিশেষ ভাবে উদ্যোগী রেল কর্তৃপক্ষ।

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধূপগুড়ি, ১ ডিসেম্বর ঃ ভয়াবহ আগুনে ঢাকল ধূপগুড়ি। সোমবার ধূপগুড়ি পুর এলাকার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের একটি গুদামে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। মুহূর্তের মধ্যেই কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। আগুন নেভাতে বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের। জানা গেছে, চটের বস্তা, প্লাস্টিকের বাক্স এবং কার্টুনের গুদামে বিধ্বংসী আগুন লাগে। খবর পেয়েই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে যায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। পরবর্তীতে পার্শ্ববর্তী ময়নাগুড়ি থেকেও আরও একটি ইঞ্জিন আসে। গুদামে মজুত সমস্ত মালপত্রই ভস্মীভূত হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে আসেন ধূপগুড়ি থানার পুলিশ সহ পুরসভার প্রাক্তন বোর্ড অফ এডমিনিস্ট্রেশনের সদস্যরা। গুদাম পার্শ্ববর্তী একটি বাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাড়িঘর। গুদাম মালিক উত্তম ভৌমিক বলেন, আগুনের তীব্রতায় সব শেষ হয়ে গেল।

মেট্রোয় বদলে যাবে খোলনলচে, এসি হয়ে যাবে প্ল্যাটফর্ম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ডিসেম্বর ঃ মেট্রো রেলওয়ে কলকাতা ভারতের প্রথম এবং এশিয়ার পঞ্চম মেট্রো রেল নেটওয়ার্ক। এটি ৭০-এর দশকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নির্মিত এবং চালু করা হয়েছিল। যখনই এবং যে কোনও প্রযুক্তিগত আপগ্রেড, অটোমেশন বিকশিত হয়েছে, ব্লু লাইনে মেট্রো রেলওয়ে কলকাতা এবং অন্যান্য সমস্ত নতুন করিডোরে একইভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মেট্রো রেলওয়ে কলকাতায় উন্নত নির্ভরযোগ্যতা এবং যাত্রী সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য, তার ভবিষ্যত পরিকল্পনার অংশ হিসাবে, প্ল্যাটফর্ম এসি, টানেল ভেন্টিলেশন, লিফট, এসকেলেটর এবং সাম্প পাম্প সহ সমস্ত সিস্টেমের কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ সহজতর করার জন্য ব্লু লাইনের প্রতিটি স্টেশনে বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (বিএমএস) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই উদ্যোগটি মেট্রো রেল ভবনের কেন্দ্রীয় অবস্থান থেকে সমস্ত বৈদ্যুতিক সম্পদ এবং তাপমাত্রার দূরবর্তী পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণের পথ প্রশস্ত করবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে, প্রতিটি স্টেশনকে একটি ক্লাস্টার হিসাবে একত্রিত করা হবে এবং এই পাঁচটি স্টেশনের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট স্টেশনে অবস্থিত একটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে এই ধরণের স্টেশনগুলির সমস্ত সম্পদ (প্রতিটি পাঁচটি) পর্যবেক্ষণ করা হবে। এই ধরণের সমস্ত পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম অবশেষে মেট্রো রেল ভবন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে রিয়েল টাইম ভিত্তিতে তত্ত্বাবধান / নিয়ন্ত্রণ করা হবে। কোনও মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্টেশনগুলির পরিবেশের তাপমাত্রা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাঙ্ক্ষিত স্তরে নিয়ন্ত্রণ করা হবে এবং টানেল বা প্ল্যাটফর্মের যেকোনো ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি বাজার শব্দের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাকে জানানো হবে। যখনই টানেলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে, মাটির নীচের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে, টানেলের মধ্যে আগুন লাগবে বা টানেলের ভিতরে ট্রেনের ভিড় হবে, তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাযুচলাচল পাখা নিজে থেকেই কাজ শুরু করবে। ইতিমধ্যেই পরিকাঠামোগত কাজের জন্য বা ব্লু লাইনে সংস্কারের কাজ শুরুর জন্য টেন্ডার হয়ে গেছে। ধাপে ধাপে এক বছরের মধ্যে বদলে যাবে দমদম থেকে টালিগঞ্জ। পাশাপাশি কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন নির্মাণের কাজ চলবে দ্রুত গতিতে।

ঘুমন্ত অবস্থায় মাকে খুন করার অভিযোগ যুবকের বিরুদ্ধে

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১ ডিসেম্বর ঃ মনে হলো তাই মাকে মেরে দিল এক যুবক! চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থানার অন্তর্গত খয়রা গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃত ওই মহিলার নাম মিনতি গোস্বামী (৬৩)। অভিযুক্ত ছেলের নাম রঘুনাথ গোস্বামী (৩৫)। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বর্তমানে রঘুনাথ মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভরতপুর থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন , প্রাথমিক তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি অভিযুক্ত ওই যুবক ক্যান্সারে আক্রান্ত। গ্রামে তার একটি মুদির দোকান রয়েছে। কেন ওই যুবক হঠাৎ করেই মাকে খুন করল সেই বিষয়ে এখনও আমরা নিশ্চিত নই। অভিযুক্ত ওই যুবক এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। হাসপাতাল থেকে ওই যুবককে ছাড়া হলে তারপর তাকে এই খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হবে। বর্তমানে সে পুলিশি প্রহরায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে সাথে জানা গেছে, রবিবার রাতে রঘুনাথ গোস্বামী নিজের ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ ওই যুবক নিজের মায়ের ঘরে যান এবং ঘরে থাকা একটি ধারালো অস্ত্র দিয়ে মায়ের মাথায় আঘাত করে তাকে খুন করেন। রঘুনাথ যখন মিনতিদেবীর উপর হামলা চালায় সেই সময় তিনি ঘুমিয়ে থাকায় কোনওরকম প্রতিরোধ করতে পারেননি বলে পুলিশের অনুমান। কিন্তু কী কারণে ঘুমন্ত অবস্থায় মাকে ওই যুবক খুন করলো সেই বিষয়ে কেউ সঠিক কোনও উত্তর দিতে পারেননি। অভিযুক্ত ওই যুবকের কাকা নয়ন গোস্বামী বলেন, আমার দাদার মৃত্যুর পর থেকে আমার ভাইপো রঘুনাথ এবং বৌদি মিনতি বাড়িতেই থাকতো। গত এক সপ্তাহ ধরে রঘুনাথের মানসিক কিছু সমস্যা দেখা দেওয়ায় রবিবার সকালে চিকিৎসার জন্য তাকে বহরমপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, বহরমপুরে ডাক্তার রাঘুনাথকে দেখার পর কিছু ওষুধ দিয়েছিল এবং তার উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা রয়েছে বলে আমরা তখন জানতে পারি। গতকাল গভীর রাতে রঘুনাথ রক্তমাখা গায়ে আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত হয় এবং বলে সে মাকে মেরে ফেলেছে। প্রথমে আমরা তার কথা বিশ্বাস করিনি। আমি তখন রঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করেছি করলাম মাকে কেন মারলি? সে তখন আমাকে উত্তর দেয়,'মন হলো, তাই মেরে দিলাম'। নয়নবাবু বলেন, রঘুনাথের এই উত্তর শোনার পর ঘাবড়ে গিয়ে আমি কয়েকজনকে নিয়ে ওই বাড়িতে যাই এবং বাড়ির ছাদ টপকে ভেতরে ঢুকে দেখতে পাই ঘরের মধ্যে সত্যিই আমার বৌদির দেহ পড়ে রয়েছে। তার মাথায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত ছিল এবং গোটা ঘর রক্তে ভেসে যাচ্ছিলো। হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, রঘুনাথ উচ্চ রক্তচাপের মাত্র একটা ওষুধ খেয়েছিলো। সম্ভবত রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার কারণে সে এই কান্ড ঘটিয়ে ফেলেছে। আর কিছুদিন চিকিৎসার মধ্যে থাকলে এই দুর্ঘটনা ঘটতো না। মাধব দাস নামে ওই গ্রামের এক বাসিন্দা বলেন, রঘুনাথ গ্রামে অত্যন্ত ভালো ছেলে হিসেবে পরিচিত ছিল। ৩ বছর আগে তার বাবা মারা গেছেন। তারপর থেকে সে নিজের ব্যবসার কাজেই বেশিরভাগ সময় ব্যস্ত থাকতো। ওই যুবকের সম্প্রতি কিছু মানসিক সমস্যা হচ্ছিল বলে আমরা আজ জানতে পেরেছি। সেই কারণে গতকাল থেকে ডাক্তার দেখানো শুরু হয়েছিল। মানসিক সমস্যা থেকেই ওই যুবক মাকে খুন করেছে কিনা তা পুলিশের তদন্ত করে দেখা উচিত।

ঝাড়গ্রামে বালি পাচার কাণ্ডে ইডির তল্লাশি, ব্যবসায়ীর বাড়িতে অভিযান শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ১ ডিসেম্বর ঃ ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুরে বালি পাচার কাণ্ডের খতিয়ান করতে ফের একবার সক্রিয় হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সোমবার সকাল সাতটায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) পরিচালিত একটি দল অভিযান শুরু করে। অভিযানের লক্ষ্য এক ব্যবসায়ীর বাড়ি, যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে জাল চালান ব্যবহার করে অবৈধভাবে বালি তোলা ও বিক্রি করার। ইডি সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত ব্যবসায়ীর নাম অভিষেক পাত্র, পরিচিত বিলটু। পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ি থানায় বহু আগে থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে অবৈধ বালি তোলা ও বিক্রির অভিযোগ ছিল। সেই অভিযোগকে ভিত্তি করে সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় বাহিনী সঙ্গে নিয়ে অভিষেক পাত্রর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। সোমবার সকালেই ইডি আধিকারিকরা বাড়িতে পৌঁছান। যদিও অভিষেক পাত্র নিজে কলকাতায় আছেন, কারণ তাঁর বাবা ক্যানসার আক্রান্ত ও কলকাতার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাই অভিযানের সময় অভিষেকের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা যায়নি। তবে তল্লাশি চালিয়ে ইডি আশা করছে, বালি পাচারের সঙ্গে জড়িত বেশ কিছু যোগসূত্র তারা উদ্ধার করতে পারবে। তল্লাশি অভিযান শুরু হওয়ার পরই ইডি আধিকারিকরা বাড়ির বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করতে থাকেন। সূত্রের খবর, বাড়ির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র, চালান, ইলেকট্রনিক ডিভাইস ও অন্যান্য নথি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই তথ্য থেকে পাচারচক্রের আরও গভীর তথ্য বের করতে সাহায্য হবে বলে মনে করছে ইডি। অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে অভিযানস্থলে সতর্কতা বজায় রাখা হয়, যাতে তথ্য ফাঁস না হয়। ইডির এক মুখপাত্র জানান, এই অভিযান সম্পূর্ণভাবে অবৈধ বালি তোলা ও বিক্রির যোগসূত্র খতিয়ে দেখার জন্য। এখন পর্যন্ত বাড়ির সদস্যদের কাছ থেকে প্রাথমিকভাবে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তবে পুরো চিত্র স্পষ্ট করতে আরও সময় লাগবে। ইডি সূত্রে জানা যায়, এই ধরনের অভিযান কেবল ঝাড়গ্রামেই নয়, গোটা রাজ্যে বালি পাচার চক্রের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হিসেবে নেওয়া হচ্ছে।

SNIT No - WBIW/EE/KMD/SNIT-05/2025-26
On behalf of the Governor of W.B. the Executive Engineer, Kangsabati Mechanical Division, Khatra, Bankura invites tender for the Electrical Works:- 1) Amount Put to Tender Rs: 21,77,977.00(Electrical). Last date of application of tender 04.12.2025 to 16.30 Hrs. Details information are available from the office of the undersigned and departmental website www.wbiwd.gov.in and https://wbtenders.gov.in.
Sd/- M. Kundu
Executive Engineer,
Kangsabati Mechanical Division,
Khatra, Bankura.

বিজ্ঞপ্তি
শ্রীমতী করবী ঘোষ দীং মহাশয়গন ইংরাজীর ২৮।০৭।২০১১ তারিখে কমল সরকার মহাশয়াকে ০০৭৫০ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, হাওড়ার অ্যাঃ ডিঃ, সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে উষা গুপ্তা মহাশয়াকে ৭৬২৮ / ২০১১ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, উষা গুপ্তা মহাশয়া ইংরাজীর ০৮/ ০৭২০২৪ তারিখে হাওড়ার অ্যাঃ, ডিঃ, সাব রেজিষ্টী অফিসে ৭৮০১ নং দলিল বলে মঞ্জু ঢুলিয়া কে বিক্রি করেন, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোনো ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা- বালি, জে এল-১৪, হাল দাগ নং- ১৯৬৮৫।

OFFICE OF THE SAHAPUR GRAM PANCHAYAT
P.O:BELKULAI, PS.-PANCHLA, Dist: HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER No- (1) 226/SGP/NIT/APAS/2025-26, (2) 227/SGP/NIT/APAS/2025-26, (3) 228/SGP/NIT/APAS/2025-26 Date: 29/11/2025 For and on behalf of the Pradhan, Sahapur Gram Panchayat invites E-tender for 31(Thirty-one)Nos. different works. Last date of Submission of Tender **30.12.2025 at 11.00 Hrs.** Time & Date for opening of Technical Bids on **01.01.2026 at 12.00 Hrs.** For details visit GP office of any working days or visit website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Sahapur Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেলগণ ১) বিশ্বজিৎ বিশ্বাস পিতা মৃত বিশ্বনাথ বিশ্বাস ২) শ্যামলী বিশ্বাস স্বামী - বিশ্বজিৎ বিশ্বাস সাকিম পাঁচগাছিয়া লোহাপটী রোড কান্দি, পোঃ + থানা -কান্দি, জেলা- মুর্শিদাবাদ। হাল সাকিম- রামপুরহাট গান্ধীপার্ক (পূর্ব) বীণাপাণি এপার্টমেন্ট, ওয়ার্ড নং ০৬, পোঃ + থানা- রামপুরহাট, জেলা- বীরভূম, মহাশয় বিগত ইং- ০৬।০৭।২০২৩ তারিখ রামপুরহাট এ ডি এস আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-8597/2023 নম্বরযুক্ত একখানি কোবলা অলোক কুমার সাহা পিতা- মৃত হরিমোহন সাহা সাকিম - রামপুরহাট বিবেকানন্দ রোড সাহা পাড়া, ওয়ার্ড নং ০৬, পোঃ + থানা- রামপুরহাট, জেলা -বীরভূম, এর নিকট হইতে বীরভূম জেলার অন্তর্গত রামপুরহাট থানার অধীন ৭৭ নং জে. এল, ভুক্ত রামপুরহাট মৌজার এল.আর. খতিয়ান ২৭৮ হইতে সাবেক (আর.এস) দাগ নং- ১৬৪৫- ষোল শত পঁয়তাল্লিশ হইতে আগত এল.আর (হাল) দাগ নং- ২৯০৭ উনত্রিশ শত সাত, রকম- বাউন্ড নির্মিত্ত ফ্ল্যাট, মোট পরিমান ৩৪ (চৌত্রিশ) শতক মধ্যে ১৭ (সতেরো) শতক মধ্যে ৯১ বর্গফুট অর্থা ০.২০৮ (শূন্য দশমিক দুই শূণ্য আট) শতক মায় তদস্থিত সেকেণ্ড ফ্লোর (2nd Floor, Flat No- C, 2BHK) Flat No- C মূল ফ্ল্যাটের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। যাহার কভার্ড এরিয়া ৬০৪.০৪ (ছয় শত চার দশমিক শূণ্য চার) বর্গফুট এবং সুপার বিল্ডাপ এরিয়া ২০% সহ ৭২৪.৮৫ (সাত শত চব্বিশ দশমিক আট পাঁচ) বর্গফুট, মেঝে টাইল্স, তৎসহ বেসমেন্টে টুহুইলার গ্যারেজ ৩০ বর্গফুট, মেঝে সিমেন্ট, যাহার পশ্চিমে- পৌরসভার ১০ ফুটের ঢালাই রাস্তা। লিঙ্ক ধূলোডাঙ্গা রোড, সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি রেজিস্ট্রি করিবার জন্য অলোক কুমার সাহা পিতা - মৃত হরিমোহন সাহা মহাশয় বিগত ইং ১৫।০৭।২০১৯ তারিখ রামপুরহাট সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে রেজি নং- I-6693/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে দিব্যেন্দু মুখার্জী, পিতা- সনৎ কুমার মুখার্জী, রামপুরহাট চালধোয়ানী পাড়া, ওয়ার্ড নং ১৫, পোঃ+ থানা- রামপুরহাট, জেলা - বীরভূম, মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, যাহা আইন মতে সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষনে আমার মক্কেল রামপুরহাট ১ বি.এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে তাহার নাম নথিভুক্ত করিবার জন্য দরখাস্ত দায়ের করিবেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পনের (১৫) দিনের মধ্যে রামপুরহাট ১ বি.এল.এন্ড এল.আর.ও নিকট লিখিতভাবে উপযুক্ত কারণ সহ জানাইবেন। অন্যথায় যথাযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।
SAMSUL ALAM
ADVOCATE,
RAMPURHAT COURT
EN NO-1411/78
Mob No.-8926195169

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জানাইতেছি যে আমরা ১। শ্রীমতি মৌসুমী দে স্বামী - শ্রী তরুন কুমার দে ২। শ্রী তরুন কুমার দে পিতা- শ্রী রমেশ চন্দ্র দে উভয়ের ঠিকানাঃ অরবিন্দ রোড, বক্সিবাগান থানা-জগাছা, পোঃ- সাঁত্রাগাছি, জেলা- হাওড়া। আমরা জগাছা থানার অধীন সাত্রাঁগাছি মৌজায় অন্তর্গত জে. এল নং ১০৪ এর অধীন হাল-৭৯৫, ১১৩৯ / ১, ৩০৯৮ নং খতিয়ানে হাল-৩২৮৫, ৩২৮৪, ৩৩০৬, ৩৩০৭, ৩৩০৫ নং দাগ মোট - ৪ চার কাঠা পরিমান জমি ১। শ্রীমতী সুলেখা মন্ডল, ২। শ্যামল মন্ডল এর পক্ষে আমমোক্তার ও স্বয়ং- শ্রীমতী সুলেখা মন্ডল এর নিকট হইতে খরিদ করিয়া নাম খারিজ এর আবেদন করিয়াছি। উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল নং- I-০৫১৩০৯৫৩/ ২০২৩ D.S.R II হাওড়া। উক্ত আমমোক্তার নামা সম্বন্ধে কারো কোন অভিযোগ থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে বালি BL & LR অফিসে যোগাযোগ করুন অন্যাথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি
শ্রী মামনী মন্ডল দীং মহাশয়গন ইংরাজীর ১৭.০৮.২০১৮ তারিখে সোমা সরকার মহাশয়াকে ০৫০২০০৫৯১ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, হাওড়ার অ্যাঃ ডিঃ, সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে আশা রাজভড় মহাশয়কে ৫৪৪৩ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন ইংরাজীর ২১।০৫।২০২৫ তারিখে হাওড়ার আঃ, ডিঃ, সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোনো ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী জগাছা ভুমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা- জগদীশপুর, জে এল-০২, হাল দাগ নং- ৪৮১৮।

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল সন্তু বাগ, পিতা অজিত বাগ, সাং- জয়চন্ডীতলা, পোঃ ও থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া মহাশয় বিগত ইংরাজী- ১৬।০৫।২০১৮ তারিখে ডোমজুড় সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৫০৪০২৬৩৯ নং দলিল দ্বারা আরতী পন্ডিত স্বামী তরুণ পন্ডিত এর নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার ডোমজুড় থানার অধীন ডোমজুড় মৌজায় জে. এল.- ৩৩ নং ভুক্ত, এল, আর. ৩৩৮৬ নং খতিয়ানে এল. আর. ৫৩২৪ নং দাগে ডাঙ্গা ১. আনায় ২৭ শতকের মধ্যে ০১ কাঠা ০২ ছটাক ১০ বর্গফুট বা ১.৮৮ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা বিগত ইংরাজী ২০১৬ সালে ডোমজুড় সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ০৫০৪০০২৩৩ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতার পক্ষে ১। ঘনশ্যাম নবজ্জা পিতা - ঘোতন নবজ্জা, সাং- জয়চন্ডীতলা, পোঃ ও থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া ২। উত্তম নস্কর পিতা- সুফল নস্কর সাং- ঝালুয়ারবেড়, পোঃ- মাকড়দহ, থানা- ডোমজুড় জেলা- হাওড়া মহাশয় দ্বয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোনপ্রকার আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও ডোমজুড় অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

OFFICE OF THE PARA DEVELOPMENT BLOCK
PARA :: PURULIA
TENDER NOTICE
Block Development Officer, Para Development Block, District-Purulia invites Tender for the following items on:-
- NIT No.:- **03/BDO/Para of 2025-26 (Sl. No.-01 to 25)**
- No. of Work:- **25 (Twenty Five) nos.**
- Last Date of Application:- **09.12.2025 up to 16.00 hours.**
- Date of issue of Tender paper:- **10.12.2025 at 11.00 hours. To 16.00 hours.**
- Last date of dropping of Tender papers **15.12.2025 up to 14:00 hours** in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
- Date of Opening of Tender **15.12.2025 after 14:00 hours.**

For more details go to website: **www.parablock.org and www.puruliazp.nic.in** and also may contact to Para Panchayat Samity office on working day's at office hours.
Sd/- Block Dev. Officer
Para Dev. Block

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA :: PURULIA
TENDER NOTICE
Executive Officer, Para Panchayat Samity, District-Purulia invites Tender for the following items on:-
- NIT No.:- **02/EO/PPS of 2025-26(2 nd Call) (Sl. No.-01 to 27)**
- No. of Work:- **27 (Twenty Seven) nos.**
- Last Date of Application:- **08.12.2025 up to 16.00 hours.**
- Date of issue of Tender paper:- **10.12.2025 at 11.00 hours. To 16.00 hours.**
- Last date of dropping of Tender papers **12.12.2025 up to 14:00 hours** in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
- Date of Opening of Tender **12.12.2025 after 14:00 hours.**

For more details go to website: **www.parablock.org** and **www.puruliazp.nic.in** and also may contact to Para Panchayat Samity office on working day's at office hours.
Sd/- Executive Officer
Para Panchayet Samity

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সি-এমসিসি-আর১-তাং ২৪.১১.২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র সিডিও, সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর ডিভিশন নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী **www.ireps.gov.in**-এ ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ কেবলমাত্র অনলাইনে আবেদন করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। অফলাইন টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। বিশদের জন্য অনুগ্রহ করে ডকুমেন্ট সেকশনে আপলোড করা টেন্ডার নথি পড়ুন। **কাজের নাম ঃ** ০৩ বছরের জন্য "সাঁতরাগাছি কোচিং ডিপোতে নতুন কম্পোজিট গ্রিডের কোচে যান্ত্রিক সাফাইকরণ।"। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩২,৮৯,২২,৯৩৯.৬৯ টাকা। **ইএমডি ঃ** ১৭,৯৪,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** ১০,০০০ টাকা (অফেরতযোগ্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ২৬.১২.২০২৫-এ দুপুর ১২টা। (PR-899)

TENDER NOTICE
Jagatballavpur -II Gram Panchayet
E-tenders is invited from the resourceful and experience bidders for execution of different works vide **Etender-NIT MEMO No. JBPUR-II/397/2025, Date: 28/11/2025** Last date of Tender droping: **31.12.2025, 11.30am,** Date of opening of Bibs: **02.01.2026, 11.30AM,** Details Contact: **wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Jagatballavpur -II Gram Panchayet

বিজ্ঞপ্তি
আমার ক্লায়েন্ট স্বরূপ দে, চন্দ্রনাথ দে-র ছেলে, ১৩৪, আপার বি.পি. এম.বি. সরানল, পোস্ট অফিস এবং পোস্ট অফিস, উত্তরপাড়া, জেলায় বসবাস করেন। হুগলি, পিন- ৭১২২৩২, চারটি দলিল হারিয়েছে, অর্থাৎ এ.ডি.এস.আর. উত্তরপাড়া অফিসে নিবন্ধিত পরিবহন দলিল, ২০২১ সালের ০৫৩৫৫ নম্বরে এবং এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর অফিসে নিবন্ধিত পরিবহন দলিল, ২০০৩ সালের ০২৮৭৩ নম্বরে এবং এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর অফিসে নিবন্ধিত পরিবহন দলিল, ২০০৬ সালের ০৭২৮৪ নম্বরে এবং এ.ডি.এস.আর. উত্তরপাড়া অফিসে নিবন্ধিত পরিবহন দলিল, ২০১৮ সালের ০২৩২ নম্বরে এবং ২৫.১১.২০২৫ তারিখে জি.ডি. এন্ট্রি নং ১৫৬২ অনুসারে উত্তরপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে একটি সাধারণ ডায়েরি দায়ের করেছে। যে কোনও ব্যক্তির যদি এই বিষয়ে কোনও দাবি, ভাগ, অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, অথবা কোনও আপত্তি থাকে, তাহলে এই তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে তা নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবহিত করতে হবে, যার মধ্যে সহায়ক দলিল প্রমাণ থাকবে, যেখানে দাবির পরে যদি কোনও দাবি থাকে তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং আর কোনও দাবি গ্রহণ করা হবে না।
পল্লবী কর্মকার
অ্যাডভোকেট
ফোন নম্বর ৯০০৭৮২৪৯৫৭

OFFICE OF THE
Bhandergacha Gram Panchayat
Under Amta-I Dev. Block
TENDER NOTICE
Sealed Tenders are invited by the Pradhan, Bhandergacha Gram Panchayat, Panpur, Amta, Howrah, for 1 no. of work vide Memo No.- **311/Bhan/APAS/2025** SL NO-01 TO 43, **Date- 28.11.2025,(wbtenders.gov.in)**. Date of e-Published:- 01-Dec-2025 11:00 AM, Closing Date:- **31-Dec- 2025 10:00 AM**, Opening Date (Technical):- 02-Jan-2026 11:00 AM. Date of Opening of Bid (Financial) :- To be Notified latter on .Detail information available at this GP Office during the working hours.
Sd/-
Pradhan,
Bhandergacha Gram Panchayat,
Panpur, Amta, Howrah.

Office of the
Tapna Gram Panchayat
Samruk, Uluberia, Howrah
Notice Inviting E-Tender
TenderRef:(i) TAP/e-NIT-12/2025-26 (ii) TAP/e-NIT-13/2025-26 (iii) 442/NIT/APAS/TGP/25 BID SUB. CLOSING DT: 27-12-2025 AT 11AM & 30-12-2025 & 05-12-2025 Technical bid opening DT 29-12-2025 & 02-01-2025 & 05-12-2025 AT 11 AM Electronic Tenders are hereby invited by the Prodhan, Tapna Gram Panchayat, Uluberia-I Block for implementation of NINETY THREE (93) No. work within Tapna Gram Panchayat, Howrah. Details are available in (**http://wbtenders.gov.in & http://etender.wb.nic.in**) and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Tapna Gram Panchayat

Office of the councilor
Dhuliyan Municipality
P.O Dhuliyan, Dist Murshidabad
Corrigendum Notice
Ref: NIT 02(2025-2026)
1 Last Date of Receiving application, Purchasing of Tender paper and dropping of Tender paper has been changed Last date of Application date: is **08.12.2025 Up to 3.00 PM instead of 01/12/2025 at 3. Pm** Purchasing tender paper Is **10.12.2025 3.00 Pm instead of:-03.12.2025 Up to 3:00 PM** Receiving the tender Paper Is **12.12.2025 3.00 Pm instead of: 05.12.2025 Up to 3.00 PM** 2. For all electrical work bidder must be submitted valid electrical supervisory license from WestBengal electrical licensing board. A warranty of LED light for 5 years shall have to be submitted with application.
Chairman/EO
Dhuliyan Municipality

Office of the Block Development Officer
Udyanarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE
E-Tender No. **WB/HWH/UNPUR/NIET-6/BDO/25-26**, Dt-26/11/2025 for **38 nos** scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Development Block.**Tender ID-2025_ZPHD_961351 1 to 2025_ZPHD_961351_38** & One (1) Corrigendum Notice, Dt-29/11/2025. Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in**
SD/-
Block Development Officer
Udaynarayanpur Dev. Block

KHARAGPUR - II PANCHAYAT SAMITI
Madpur: Paschim Medinipur
e- Tender Notice
NIeT No. WBPMID/KGPII/EO/eNIT23/25-26
NIeT No. WBPMID/KGPII/EO/eNIT24/25-26
NIeT No. WBPMID/KGPII/EO/eNIT25/25-26
NIeT No. WBPMID/KGPII/EO/eNIT26/25-26
NIeT No. WBPMID/KGPII/EO/eNIT27/25-26
NIeT No. WBPMID/KGPII/EO/eNIT28/25-26
NIeT No. WBPMID/KGPII/EO/eNIT29/25-26
NIeT No. WBPMID/KGPII/EO/eNIT30/25-26
Intending bidders may access detailed information and respond from e-procurement portal of Govt. Of West Bengal. **https://www.wbtenders.gov.in. on or from 18/11/2025 at 6.00 P.M. to 28/12/2025 upto 5.55 P.M**
Sd/- Executive Officer ,
Kharagpur II Panchayat Samiti

Chakpara Anandanagar Gram Panchayat
Bhattanagar, Liluah, Howrah
NIT No. WB/HWH/BJPS/CAGP/NIT14/25-26.
e-Tender are hereby invited from the experienced, bonafied and resourceful bidders for **12 Nos.** different works. e-Published Date: **29/11/2025 from 06:00 PM**. Bid submission start date : **29/11/2025 from 06:00 PM**. Bid submission end date : **31/12/2025 up to 11:00 AM**. Bid opening date for Technical : **02/01/2026 at 11:00 AM**. Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/- Pradhan
Chakpara Anandanagar Gram Panchayat

প্রসিদ্ধদের দুর্দশা দেখে শামিকে ‘মিস’ করছেন কাইফ

রাঁচী, ১ ডিসেম্বরঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর থেকে জাতীয় দলে তাঁকে সুযোগ দেওয়া হয়নি। নির্বাচকপ্রধান অজিত আগরকরের দাবি, তাঁকে নিয়ে বিসিসিআইয়ের কাছে নাকি কোনও তথ্য নেই। কিন্তু যতবার তাঁকে নিয়ে সংশয়ের আঙুল উঠেছে, ততবার যোগ্য জবাব দিয়েছেন মহম্মদ শামি। রনজিতে আগুনে ফর্মে আছেন। তারপরও কেন জাতীয় দলে ডাক পান না? সেই প্রশ্ন তুলে দিলেন মহম্মদ কাইফ। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটারের বক্তব্য, ‘‘এই প্রশ্নটা খুবই দরকারি। যেরকম পিচই হোক, শামির থাকা দরকার। পিচ পাটা হলেও ওর উইকেট তুলতে অসুবিধা হয় না। আমি জানি না কেন ও খেলছে না? বুমরাহ ও সিরাজকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। শামি দলে থাকলে তরুণ পেসাররাও উন্নতি করতে পারত। এই দলে কোনও সিনিয়র নেই, যে প্রসিদ্ধ, হর্ষিত ও অর্শদীপকে চাপের সময় পরামর্শ দিতে পারত। ভারতকে শামিকে মিস করেছে।’’ রাঁচিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৩৫০ রানের লক্ষ্য বাঁচাতে নেমে শুরুটা খারাপ করেনি ভারতের বোলাররা। হর্ষিত যেভাবে বলের সিম ব্যবহার করে পরপর উইকেট পেলেন, তা গৌতম গম্ভীরের মুখেও হাসি ফোটাবে। কিন্তু ম্যাচ নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার অবস্থা থেকে লড়াই শুরু করেন ম্যাথু ব্রিটজকে। ভারতকে চাপে ফেলেন মার্কো জানসেন। করবিন বশ শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যান। তাঁর হাতে ‘বশ’ হতে হতে বাঁচল টিম ইন্ডিয়া।

সেলিব্রেশন এড়ালেন বিরাট, দূরে রোহিতও!

গম্ভীরের সঙ্গে সম্পর্কে ফাটল নিয়ে চিন্তায় বোর্ড

মুম্বই, ১ ডিসেম্বরঃ রাঁচিতে প্রথম ওয়ানডে জয়ের পর টিম ইন্ডিয়ার হোটেল লবিতে ছিল ছোটখাটো সেলিব্রেশন। কেক কাটলেন অধিনায়ক কেএল রাহুল, পাশে সতীর্থরা। কিন্তু নজর কাড়ল অন্য ছবি-দলে ফিরেও সেলিব্রেশনে যোগ দিলেন

না বিরাট কোহলি। লবি পেরোতে পেরোতে অনেক অনুরাগী আর হোটেল কর্মচারী ডাকলেও দিলেন না সাড়া, না দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন সটান। ভিডিওর শুরুর ফ্রেমে দেখা গেল রোহিত শর্মা আর প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরকে। গুরুগম্ভীর আলোচনায় মগ্ন। মুখাভঙ্গি দেখে স্পষ্ট, কথাবার্তা ওজনদার। তারপর ক্যামেরা ঘুরতেই রাহুলের কেক কাটার দৃশ্য। পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছেন কোহলি। বারবার ডাকা সত্ত্বেও দাঁড়ালেন না কেন?-এটাই বাড়াচ্ছে কৌতূহল। এরই মধ্যে এক দৈনিক পত্রিকার বক্তব্য, এক বিসিসিআই কর্তা নাকি জানিয়েছেন, গম্ভীরের সঙ্গে বিরাট এবং রোহিতের সম্পর্ক ‘যেমন থাকার কথা, তেমন নেই’। তিন সিনিয়র-একই ড্রেসিংরুমে থাকলেও কথাবার্তা খুবই কম হচ্ছে। বিশেষত, টেস্ট অবসরের পর থেকেই কোহলি-গম্ভীর সমীকরণ জটিলতর। আরও এক বিস্ফোরক দাবি-অস্ট্রেলিয়া সিরিজে নাকি রোহিত এবং নির্বাচকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান অজিত আগরকর একটিও কথা বলেননি। যা বোর্ডের শীর্ষস্তরে উদ্বেগ তৈরি করেছে। বোর্ড চায়, সিনিয়রদের সঙ্গে ম্যানেজমেন্টের পারস্পরিক যোগাযোগ স্পষ্ট হোক-বিশেষত যখন সামনে দুটি বড় টুর্নামেন্ট-টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং ওডিআই বিশ্বকাপ। শোনা যাচ্ছে, রায়পুরে দ্বিতীয় ওয়ানডে-র আগে গম্ভীর এবং আগরকরকে নিয়ে জরুরি বৈঠক ডাকতে চলেছে বোর্ড। উপস্থিত থাকতে পারেন বোর্ড সেক্রেটারি দেবজিৎ সাইকিয়া ও জয়েন্ট সেক্রেটারি প্রভতেজ সিং ভাটিয়া। এই বৈঠকের উদ্দেশ্য দলীয় যোগাযোগের সমস্যা খতিয়ে দেখা এবং ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্তগ্রহণে সঙ্গতি আনা। কোহলি বা রোহিতকে বৈঠকে ডাকা হবে কিনা, নিশ্চিত নয়। তবে বোর্ড-কর্তাদের মতে, ‘বর্তমান পরিস্থিতিতে ভবিষ্য পরিকল্পনা নিয়ে স্বচ্ছতা জরুরি!’ আরও একটি বিষয় নজর কাড়ছে-সোশ্যাল মিডিয়ায় গৌতম গম্ভীরকে কেন্দ্র করে যে নিরন্তর সমালোচনা চলছে, তা নিয়েও অসন্তুষ্ট বিসিসিআই। বিশেষত, রোহিত ও কোহলির ভক্তদের তীব্র আক্রমণ নাকি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করছে। বোর্ডের চোখে, এই পরিবেশেই দলে অযাচিত চাপ। মাঠের গল্প যদিও আলাদা। রাঁচিতে বিরাটের ১৩৫ রানের ইনিংস আর রোহিতের নতুন ছক্কা রেকর্ড ভারতকে জয় এনে দিয়েছে। দুই সিনিয়র ফিরেছেন পুরনো ছন্দে। কিন্তু তারপরও সাজঘরে ‘দূরত্ব’। রোহিত-গম্ভীরের গভীর কথালাপ, বিরাটের সেলিব্রেশন এড়িয়ে যাওয়া, বোর্ডের জরুরি বৈঠক-সব মিলিয়ে ইঙ্গিত একটাই-টিম ইন্ডিয়ার সংসারে পর্দার আড়ালে ঝড় উঠছে।

গোয়া ম্যাচের আগে নিজেকে প্রস্তুত করছেন তিরি

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১ ডিসেম্বরঃ আগের সিজনটা খুব একটা ভালো যায়নি মুম্বই সিটি এফসির। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের সঙ্গে ড্র করেই টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল পেট্র ক্র্যাটকির ছেলেরা। তারপর দ্বিতীয় ম্যাচে ও আটকে যেতে হয়েছিল জামশেদপুর

এফসির কাছে। পরবর্তীতে ফের দল ঘুরে দাঁড়ালেও সেটা বজায় থাকেনি বেশিদিন। চেন্নাইয়িন এফসি থেকে শুরু করে পাঞ্জাব এফসি হোক কিংবা নর্থইস্ট ইউনাইটেড। আইএসএলের একাধিক ফুটবল দলের কাছে আটকে যেতে হয়েছিল দুইবারের আইএসএল জয়ী এই দলকে। যার প্রভাব পড়েছিল লিগ টেবিলে। সেই নিয়ে হতাশ ছিল সকল সমর্থকরা। কিন্তু সময়ের সাথে সাথেই বদলাতে শুরু করে পরিস্থিতি। আইএসএলের দ্বিতীয় লেগে একের পর এক দলকে টেক্কা দিয়ে প্লে-অফ নিশ্চিত করেছিল বাণিজ্য নগরীর এই দল। লিগের শেষ অ্যাওয়ে ম্যাচে অনায়াসেই তাঁরা আটকে দিয়েছিল শক্তিশালী বেঙ্গালুরু এফসিকে। যারফলে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল লালিয়ানজুয়ালা ছাংতেরা। তারপর আন্তর্জাতিক বিরতির পর প্রথম নকআউট ম্যাচ খেলতে নেমেছিল মুম্বাই শিবির। যেখানে তাঁদের পুনরায় লড়াই করতে হয়েছিল জেরার্ড জারাগোজার শক্তিশালী বেঙ্গালুরু এফসির সঙ্গে। পূর্বে লিগ ম্যাচ তথা নিয়ম রক্ষার ম্যাচে মুম্বই সিটির দাপট থাকলে ও সেটা বজায় থাকেনি চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে। অনায়াসেই জয় পেয়েছিল সুনীল ব্রিগেড। সেই হতাশা ভুলে গতবারের কলিঙ্গ সুপার কাপে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার লক্ষ্য ছিল রনবীর কাপুরের দলের। সেইমতো শুরু ও করেছিল সকলে। কিন্তু তা বজায় থাকেনি বেশিদিন। ছিটকে যেতে হয়েছিল সর্বভারতীয় এই টুর্নামেন্ট থেকে। যারফলে খালি হাতেই শেষ হয়েছে মরসুম। যা নিঃসন্দেহে ছিল বিরাট ধাক্কা। তবে সেই হতাশা ভুলে বহু আগে থেকেই নতুন সিজনের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। দলের বেশ কিছু ফুটবলারদের বদল করার পাশাপাশি পুরনো কিছু ফুটবলারের সঙ্গে নয়া চুক্তি বাড়িয়ে নিয়েছিল পেট্র ক্র্যাটকির দল। যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন জোসে লুইস এস্পিনোসা অ্যারোয়ো ওরফে তিরি। একটা সময় এই দলের জার্সিতেই আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন এই স্প্যানিশ তারকা। এমন গত আইএসএল ফুটবল মরসুমে একটি গোলের পাশাপাশি দুইটি অ্যাসিস্ট ও ছিল তাঁর। নয়া মরসুমে ও সেই ছন্দ বজায় রাখতে মরিয়া এই স্প্যানিশ তারকা। হাতে মাত্র দুটো দিন। তারপরেই এবারের সর্বভারতীয় কাপ টুর্নামেন্ট তথা সুপার কাপের সেমিফাইনালে নামবে মুম্বই সিটি এফসি। যেখানে তাঁদের লড়াই করতে হবে মানোলো মার্কেজের এফসি গোয়ার বিপক্ষে। এখন এই ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিয়ে টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠতে বদ্ধপরিকর মুম্বই। সেইমতো দলকে প্রস্তুত করছেন কোচ। এবার নিজের সোশ্যাল সাইটে সেই অনুশীলনের কয়েকটি ছবি আপলোড করলেন এই ফুটবলার। যা নিঃসন্দেহে নজর কেড়েছে সকলের।

এবার জিরোনার মাঠে রিয়ালের হোঁচট

প্রতিপক্ষের মাঠে প্রথমার্ধে বিবর্ণ ফুটবল খেলে গোলও হজম করল রিয়াল মাদ্রিদ। বিরতির পর ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যাচে ফিরলেও জয়ের পথে ফিরতে পারল না তারা। লা লিগায় আবারও পয়েন্ট হারাল শাবি আলোন্সোর দল।

জিরোনা, ১ ডিসেম্বরঃ জিরোনার মাঠে রবিবার রাতে লিগ ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়। ওনাহি আয়োজকদের এগিয়ে নেওয়ার পর পেনাল্টি থেকে সমতা টানেন কিলিয়ান এমবাপে। লা লিগায় টানা তিন ম্যাচ ড্র করল রিয়াল। শীর্ষে ফেরার সুযোগও হারাল তারা। ১৪ ম্যাচে ১০ জয় ও ৩ ড্রয়ে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে মাদ্রিদের দলটি। সমান ম্যাচে তাদের চেয়ে ১ পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে গতবারের চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা। অবনমন অঞ্চলে থাকা দলের বিপক্ষে গোলের জন্য ২৫টি শট নিয়ে কেবল ৪টি লক্ষ্যে রাখতে পারে রিয়াল। জিরোনার ১০ শটের ৪টি লক্ষ্যে ছিল। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গত বুধবার অলিম্পিয়াকোসের বিপক্ষে ৪-৩ গোলে জয়ের ম্যাচ থেকে এদিন একাদশে পাঁচটি পরিবর্তন আনেন রিয়াল কোচ আলোন্সো। শুরুতে বল পায়ে রাখায় বেশি মনোযোগ ছিল দুই দলের। ২৬তম মিনিটে লক্ষ্যে প্রথম শটটি রাখতে পারে জিরোনা। বক্সের বাইরে থেকে ভিক্তরের শট ঠেকিয়ে দেন থিবো কোর্তোয়া। ৩৮তম মিনিটে প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগ পায় রিয়াল। কর্নারে কাছ থেকে ডিফেন্ডার এদের মিলিতাওয়ের হেড ফিরিয়ে দেন জিরোনা গোলরক্ষক। এক মিনিট পর বক্সে জটলার ভেতর থেকে এমবাপে জালে বল পাঠালেও মনিটরে দেখে হ্যান্ডবলের সংকেত দেন রেফারি। জালে পাঠানোর আগে

ফরাসি তারকার হাতে লেগেছিল বল। প্রথমার্ধের নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে চমৎকার গোলে এগিয়ে যায় জিরোনা। ডান দিক থেকে সতীর্থের পাস বক্সে পেয়ে প্রথম স্পর্শে জোরাল শটে ঠিকানা খুঁজে নেন ওনাহি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আর্দা গিলেরের জায়গায় এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গাকে নামান রিয়াল কোচ। ৫৪তম মিনিটে ছয় গজ বক্সের বাইরে থেকে মিলিতাওয়ের হেড যায় গোলরক্ষক বরাবর। ৫৭তম মিনিটে ব্যবধান বাড়ানোর সুবর্ণ সুযোগ পায় জিরোনা। তবে, ওয়ান-অন-ওয়ানে ভ্লাদিস্লাভ ভানাতের নেওয়া শট ঝাঁপিয়ে ঠেকান কোর্তোয়া। ৬১তম মিনিটে ভিনিসিউস জুনিয়র জিরোনার জালে বল পাঠালেও অফসাইডের কারণে গোল মেলেনি। ৬৭তম মিনিটে সফল স্পট কিকে সমতা ফেরান এমবাপে। ভিনিসিউস বক্সে ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি দিয়েছিলেন রেফারি। এই মরসুমে লা লিগার সর্বোচ্চ গোলদাতা এমবাপের গোল হলো ১৪ ম্যাচে ১৪টি। আর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২২ ম্যাচে ২৪টি। অলিম্পিয়াকোসের বিপক্ষে দলের চারটি গোলই করেছিলেন বিশ্বকাপ জয়ী তারকা। বাকি সময়ে দুই দল চেষ্টা করে গেলেও গোলের দেখা আর মেলেনি। ১৪ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে ১৮ নম্বরে আছে জিরোনা।

বাগান শিবিরে এবার অজি গোলমেশিন জেমির প্রত্যাবর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ ডিসেম্বরঃ ঐতিহাসিক আইএফএ শিল্ড জয়ের মধ্য দিয়ে সিজনের প্রথম খেতাব ঘরে তুলেছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ডুরান্ড কাপে চূড়ান্ত সাফল্য না আসায় যথেষ্ট হতাশা দেখা দিয়েছিল সমর্থকদের মধ্যে। সেই ধাক্কা কাটিয়ে এই টুর্নামেন্টকে পাখির চোখ করেছিলেন তৎকালীন কোচ হোসে মোলিনা। সেক্ষেত্রে খুব একটা হতাশ হতে হয়নি তাঁকে। শিল্ড খেলার ক্ষেত্রে প্রথমদিকে অনিশ্চয়তা দেখা দিলেও পরবর্তীতে সমর্থকদের উৎসাহের দিকে নজর রেখেই এই টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছিল সবুজ-মেরুন। যেখানে প্রথম ম্যাচেই তাঁরা পরাজিত করেছিল গোকুলাম কেরালা দলকে। তারপর দ্বিতীয় ম্যাচে অনায়াসেই তাঁরা আটকে দিয়েছিল ইউনাইটেড স্পোর্টসকে। এই দুইটি ম্যাচে জয়ের ফলে অনায়াসেই দল পৌঁছে গিয়েছিল টুর্নামেন্টের ফাইনালে। সেখানেই লড়াই করতে হয়েছিল পড়শী তথা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে। সম্পূর্ণ সময়ের শেষে সম সংখ্যক গোলের অনন্যান্সিত ফলাফল থাকলেও শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে বদলে যায় সমস্ত কিছু। সেখানেই দুরন্ত পারফরম্যান্স করেন গোলরক্ষক বিশাল কাইথ থেকে শুরু করে মেহেতাব সিংয়ের মতো ফুটবলাররা। যারফলে অনায়াসেই এসেছিল সাফল্য। সেই ধারা বজায় রেখেই সুপার কাপ খেলার পরিকল্পনা ছিল মেরিনার্সদের। কিন্তু শুরুটা ভালো হলেও সময়ের সাথে সাথেই পরবর্তী দুইটি ম্যাচের পয়েন্ট নষ্ট করেছিল মোহনবাগান। যার মাশুল দিতে হয়েছিল পরবর্তীতে। চেন্নাইয়িন এফসির বিপক্ষে জয় লাভ করার পর ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবের পাশাপাশি আটকে যেতে হয়েছিল মশাল ব্রিগেডের কাছে। যারফলে শেষ পর্যন্ত গোল পার্থক্যে পরের রাউন্ডে স্থান করে নেয় লাল-হলুদ শিবির। অন্যদিকে, হতাশায় নিমজ্জিত হতে দেখা গিয়েছিল সমর্থকদের। তাছাড়াও সেই সময় দেশের প্রথম ডিভিশন লিগ আয়োজনকে ঘিরে ব্যাপক অনিশ্চয়তা থাকায় স্বাভাবিকভাবেই খেলোয়াড়দের ছুটি দিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। সেইমতো গত কয়েক সপ্তাহ ধরে নিজেদের মতো করে সময় কাটাচ্ছিলেন ফুটবলাররা। অবশেষে ডিসেম্বরের প্রথম দিন থেকেই অনুশীলন শুরু করছে সবুজ-মেরুন। ইতিমধ্যেই শহরের এসে গিয়েছেন একাধিক ফুটবলার। রবিবার রাতে ভারতে ফেরার ইঙ্গিত দিতে দেখা যায় অজি গোলমেশিন জেমি ম্যাকলারেনকে। নিজের স্টোরিতে একটি বিমানের ছবি আপলোড করেন তিনি। গতবারের পর এবার ও তার ওপর ব্যাপক প্রত্যাশা সমর্থকদের। পাশাপাশি এই বিদেশি ফরোয়ার্ডের দিকে নজর থাকবে নব নিযুক্ত কোচ সার্জিও লোবেরার।

১০ জনের চেলসির সঙ্গে পয়েন্ট ভাগাভাগি আর্সেনালের

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ১ ডিসেম্বরঃ স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে রবিবার প্রিমিয়ার লিগের দুই শিরোপাপ্রত্যাশী দলের লড়াই শেষ হয়েছে ১-১ গোলে। ট্রেভো শ্যালাবা চেলসিকে এগিয়ে নেওয়ার পর সমতা টানেন মিকেল মেরিনো। চেলসির বিপক্ষে এই নিয়ে সবশেষ আট ম্যাচে অপরাজিত রইল আর্সেনাল, এর পাঁচটিতেই জয় তাদের। মাঠের লড়াইয়ের হিসেবে দুই দলের জন্যই এই ম্যাচের ফল যথার্থ হতে পারে তবে ১০ জনের দলের বিপক্ষে জিততে না পারাটা আর্সেনালের জন্য হতাশারই বটে। তাছাড়া এখানে দুই পয়েন্ট হারানোয় দ্বিতীয় স্থানের সঙ্গে তাদের ব্যবধানও কমে এলো।

১৩ ম্যাচে ৯ জয় ও ৩ ড্রয়ে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে আর্সেনাল। আগের দিন জয় পাওয়া ম্যানচেস্টার সিটি ২৫ পয়েন্ট নিয়ে আছে দুইয়ে। চেলসির জন্য হতাশার কারণ দ্বিতীয় স্থানে ফিরতে না পারা ২৪ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে আছে তারা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দলের সবশেষ তিন ম্যাচে জালের দেখা পাওয়া এস্তেভোঁ ম্যাচের শুরুর দিকে পরপর দুই মিনিটে দারুণ দুটি সুযোগ পান। কিন্তু দুবারই উড়িয়ে মেরে হতাশ করেন তরুণ ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। ২৯তম মিনিটে আরেকটি সুবর্ণ সুযোগ পান জোয়াও পেদ্রো। আর্সেনালের রক্ষণের দুর্বলতায় বল পেয়ে, শট নেওয়ার অনেকটা সময় পান এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড কিন্তু আরও নিশ্চিত হতে গিয়ে সময় নষ্ট করে শেষ পর্যন্ত পজেশন হারিয়ে ফেলেন তিনি। ধীরে ধীরে প্রতিপক্ষের ওপর চাপ বাড়ানোর মাঝেই ৩৬তম মিনিটে অনেক বড় ধাক্কা খায় চেলসি। মাঝমাঠের কাছে অহেতুক ছুটে গিয়ে মিকেল মেরিনোকে বাজেভাবে ফাউল করে বহিষ্কার হন একুয়েডরের মিডফিল্ডার কাইসেদো। রেফারি প্রথমে হলুদ কার্ড দেখালেও, পরে মনিটরে রিপ্লে দেখে সরাসরি লাল কার্ড দেখান। চেলসির পোস্টে অনেকটা সময় একরকম অলস সময় কাটানো রবের্ত সানচেস বিরতির আগে দারুণ একটি সেভ করেন। গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লির শট ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন তিনি। একজন কম নিয়েই বিরতির পর দারুণ শুরু করে চেলসি। ৪৭তম মিনিটে পেদ্রোর হেড অসাধারণ নৈপুণ্যে বাইরে পাঠান দাভিদ রায়া। তবে ওই কর্নার থেকেই গোল আদায় করে নেয় আয়োজকরা রিস জেমসের কর্নারে ট্রেভো শ্যালাবার হেডে বল অনেক খেলোয়াড়ের ওপর দিয়ে গিয়ে দূরের পোস্ট দিয়ে জালে জড়ায়। এবারের প্রিমিয়ার লিগে কর্নার থেকে চেলসির এটা সপ্তম গোল, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ তাদের চেয়ে বেশি করতে পেরেছে কেবল আর্সেনাল, আটটি। গোলটি শোধ করতে অবশ্য খুব দেরি করেনি আর্সেনাল। ৫৯তম মিনিটে ডান দিক থেকে বুকায়ো সাকার ক্রসে হেডে সমতা টানেন মেরিনো। গত মরসুমে মার্চে চেলসির সঙ্গে আগের সবশেষ মুখোমুখি লড়াইয়ে এই স্প্যানিশ মিডফিল্ডারের একমাত্র গোলেই জিতেছিল আর্সেনাল। ৭৮তম মিনিটে আবার এগিয়ে যেতে পারতো চেলসি তবে লিয়াম ডেলাপের শট ঝাঁপিয়ে ঠেকান রায়া। একেবারে শেষ সময়ে ব্যবধান গড়ে দেওয়ার দুটি সুযোগ আসে আর্সেনালের সামনে কিন্তু ইউরিয়েন টিম্বার ও মেরিনো কেউই পারেননি লক্ষ্যভেদ করতে। ফলে, লিগে সবশেষ তিন ম্যাচের মধ্যে দ্বিতীয় ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ে আর্সেনাল।

এমএলএস যেন ‘প্যারোডি অব ফুটবল’, বিশ্বকাপের আগে মেসিকে ছুটির পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিবেদন

লিওনেল মেসি বিশ্বকাপ খেলবেন কি না এখনো শতভাগ নিশ্চিত নয়। তবে জুন-জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো-কানাডায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিশ্বকাপে তিনি মাঠে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ ধরে রাখার অভিযানে মেসির থাকা উচিত মনে করেন আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের কিংবদন্তি ফিটনেস কোচ ফার্নান্দো সিগনোরিনিও। তবে আর্জেন্টিনা দলের স্বার্থে বিশ্বকাপের আগে মেসির এমএলএস থেকে বড় ছুটি নেওয়া উচিত বলে মনে করেন সিগনোরিনি। তাঁর মতে, ইন্টার মায়ামিতে মেসি যা খেলছেন, তা সত্যিকারের ফুটবল নয়, ফুটবলের প্রহসন (প্যারোডি অব ফুটবল)। কিংবদন্তি আর্জেন্টাইন দিয়েগো মারাদোনার ক্যারিয়ারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল সিগনোরিনির। দুজন একসঙ্গে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের কোচিং স্টাফেও ছিলেন। সম্প্রতি সুপার দেপোর্তিভো রেডিওকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সিগনোরিনি মেসিকে পরামর্শ দিতে গিয়ে মারাদোনার প্রসঙ্গ টানেন। তাঁর মতে, মেসিকে এখন একটা বিষয়ের ওপরই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। সেটা হচ্ছে ২০২৬ বিশ্বকাপ। আর বিশ্বকাপ

জিততে হলে টুর্নামেন্টের আগের কয়েক মাসে মেসিকে প্রস্তুতির ধরন বদলাতে হবে। এ বিষয়ে সিগনোরিনি বলেন, ‘‘আমি বিশ্বাস করি দিয়েগো থাকলে মেসিকে বলতেন ‘বিশ্বকাপকে তোমার অগ্রাধিকার বানাও’।’’ মেসি বলেছেন তাঁর বিশ্বকাপ খেলা নির্ভর করছে তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে কেমন অনুভব করছেন তাঁর ওপর। সিগনোরিনি মনে করেন বিশ্বকাপের সময় মেসির ভালো বোধ করার প্রধান উপায় হচ্ছে ‘আগাম বিচ্ছিন্নতা’। এ বিষয়ে তিনি বলেন, ‘‘বিশ্বকাপের তিন মাস আগে তাঁর ছুটিতে যাওয়া উচিত, সবকিছু থেকে দূরে থাকা উচিত। শরীর ও মনকে ক্লান্তি থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। এরপর খেলা থেকে অনুপস্থিত থাকার কারণে ভেতরে যে ক্ষুধা তৈরি হবে, সেটা নিয়েই মাঠে ফেরা উচিত।’’ কিংবদন্তি এই ফিটনেস কোচের মতে, মেসির গতি কমাতে হবে, শ্বাস নিতে হবে, পুনরায় দৌড় শুরু করতে হবে। ২০২৩ সালে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়া মেসি সম্প্রতি ক্লাবটির সঙ্গে ২০২৮ পর্যন্ত চুক্তি নবীকরন করেছেন। সিগনোরিনি মনে করেন, এই লিগ মেসিকে বিশ্বকাপের মতো কঠিন টুর্নামেন্টের জন্য প্রস্তুত করতে পারবে না, ‘‘সে এখন যা করছে, সেটা ফুটবল না। এটা ফুটবলের প্রহসন। আমি ইন্টার মায়ামির স্টেডিয়ামে গেছি। সেখানে আসল ফুটবল দেখিনি। অন্য কোনো খেলার মতো মনে হয়েছে।’’ বিশ্বকাপ শুরু না হওয়া পর্যন্ত মেসি এমএলএসে থাকলে ইউরোপ থেকে আসা খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য তৈরি হবে। যা আর্জেন্টিনার জন্য ক্ষতিকর হবে মনে করেন সিগনোরিনি। মেসির জন্য সিগনোরিনির মূল পরামর্শই হচ্ছে, সবকিছুর ওপরে বিশ্বকাপকে স্থান দেওয়া, ‘‘তাঁর উচিত বিশ্বকাপকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং প্রতিটি ম্যাচ প্রথম মিনিট থেকে খেলার কথা ভাবা বন্ধ করা। তাঁর মতে, আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা, শক্তি সঞ্চয় করা, এবং প্রাণবন্ত হয়ে বিশ্বমঞ্চে খেলা।’’

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com